এই

পুস্তকখানি

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নাটক-প্রণেতা

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষজ মহাশয়ের

করকমলে

অর্পিত

হইল।

নাট্যোল্লিখিত পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ।

মহাদেব।

নীলধ্বজ ... ... মাহেশ্মতীপুরীর রাজা।

প্রবীর ... ... নীলধ্বজের পুত্র।

অগ্নি ... ... নীলধ্বজের জামাতা।

ভীম, অর্জ্জুন, বৃষকেতু, অনুশাল্য।

মায়ানর, জনৈক ভৈরব, রাখালগণ, মায়াকৃষ্ণদ্বয়।

বয়স্য, সেনাপতি, মন্ত্রী ও দূত ... নীলধ্বজের কর্ম্মচারী।

পাণ্ডবীয় জনৈক দূত।

উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ।

নাট্যোল্লিখিত স্ত্রীগণ।

ভগবতী।

গঙ্গা।

জনা ... ... নীলধ্বজের স্ত্রী।

স্বাহা ... ... নীলধ্বজের কন্যা।

মদনমঞ্জরী ... ... প্রবীরের পত্নী।

মায়ানারী, মোহিনীগণ, ভৈরবীগণ, সখিগণ।

প্রবীর পতন

বা

জনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

যোদ্ধৃবেশে সেনাপতি ও তৎপশ্চাতে
প্রবীরের প্রবেশ।

সেনাপতি। সংহর সংহর,
থর শর, শরাসনে;
রক্ষ রক্ষ কুমার প্রবীর!

প্রবীর। সদা আমি রণোল্লাসী,
অভিলাষী করিতে সমর জয়;
হয় কি না হয়, সবে পরাজয়,
বিশ্ববাসী করুক বিচার,
দর্প মোর দেখুক সকলে!

সেনাপতি। কে না জানে যুদ্ধশাস্ত্রে তুমি সুনিপুণ ?
কে না জানে তব বলে, অচল মহীধ্র চলে,
নাগ, নর, থরথর, ভয়ে কম্পমান !
মতিমন্ !
তবে কেন এ রহস্য অনুগত সনে ?
তব পিতৃ-অন্নে, বহুদিন
ধ'রেছি জীবন ;
এবে মোর অন্তিম সময় !
হ'য়েছে পলিত কেশ, হ'য়েছে গলিত বেশ,
অবশেষ একদিন যাবে প্রাণ-পাখী ;
ভবে মাত্র থাকা, আশার আশ্বাসে !
অকর্ম্মণ্য তেজোহীন মাংসপিণ্ড সম
সতত এখন মোরা ;
করে যে কৃপাণ ধরি, পূর্ব্ব কথা স্মরি।
অতি গোপনীয় কথা,
কহিনু বিরলে আজ, প্রভুপুত্র বলি তুমি।

প্রবীর। সেনাপতি ! ক'র না মিনতি ;
ক্ষত্রবংশে জন্মে আজ, দিওনা দিওনা লাজ
সম্মুখ-সমর-সাজ, বীরের পদ্ধতি।
অবনতি অঙ্গীকার,
ভীরুর সহায় সার,
শৃগাল-স্বভাব যার, এই নীতি হয় তার !
বড় সাধ বুঝিতে তোমার সনে,
শুনেছি পিতার মুখে প্রভূত প্রতাপ তব ;

শুনিয়াছি, শত শত লোক-মুখে,
তোমারি প্রতাপে, পিতা
রাজ্য জয় করেন প্রচুর,
তাই বলি, কর দূর সমর-পিয়াস মোর।

সেনাপতি। বৃদ্ধ সনে কেন রণ-আশা?
জেনে শুনে কেন হায়!
জীর্ণ-বৃক্ষে কর আরোহণ?
প্রিয়ধন! করি নিবারণ,
বৃথা রণে হবে বল-ক্ষয়;
এ নিশ্চয়, ঘটিবে প্রলয় ক্রোধবশে।

প্রবীর। বীরবর! ধর শর,
পরাণে কাতর নই,
দেখি দেখি জীর্ণ-বৃক্ষে
কত ধরে বল।

সেনাপতি। জীর্ণ বৃক্ষে কোথা ধরে বল!
বলি-বল-প্রতিঘাতে,
নিজে বলী হইবে চঞ্চল;
নিজ ঘাত প্রতিঘাতে হবে অভ্যাপাত,
পাইব আঘাত প্রাণে।

প্রবীর। আরে আরে, কেন বাড়াস্ জঞ্জাল,
করি অনুরোধ, নাহি বোধ, রে পামর!
আত্ম-অহঙ্কার সনে, কেন এত ভয়?
দেখা, দেখা সেই বীরপণা,
কণামাত্র থাকে যদি ক্ষত্রিয়-রুধির।

সেনাপতি। (স্বগত) হেটমুণ্ড ভুজঙ্গের মাথে পদাঘাত,
বজ্রাঘাত সম প্রাণে লাগে।
নাহি অপরাধ মম,
উদ্ধত যুবক বৃত্তি দমি শরাঘাতে,
শিক্ষা পা'ক, নবীন বয়সে;
অত দম্ভ শ্রেয়ঃ কভু নয়।
(প্রকাশ্যে) এস এস, হেরি তব সমর-কৌশল!

প্রবীর। সাবধান! পলাইলে পাবি না নিস্তার।

সেনাপতি। আচ্ছা, দেখাও সে অভিনয়।

(উভয়ে রণোদ্যত)।

নেপথ্যে। জয় মহারাজের জয়, জয় জয় মহারাজ
নীলধ্বজের জয়।

প্রবীর। ক্ষান্ত হয় সেনাপতে!
জয়ধ্বনি হ'য়েছে পিতার,
চল বাহির-প্রাঙ্গণে,
দেখি রণে জয় পরাজয়।

সেনাপতি। বিলম্ব না সয়,
চল অচিরায়,
দেখাইব সমর-কৌশল। (গমনোদ্যত)।

নীলধ্বজ, মন্ত্রী ও বয়স্যের প্রবেশ।

প্রবীর। সমাগত পিতা, ক্ষান্ত হও রণে,
কোষোন্মুক্ত অসি
সন্নিবিষ্ট কর কোষে। (শশব্যস্তে উভয়ে দণ্ডায়মান)।

প্রবীর-পতন।

বন্দীগণের গীত।

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

গভীরে গাওয়ে ইমন কল্যাণে।
ভূপতি-জয়গীতি যশোভাতি মিলনে ॥
ধন্য ধন্য মহারাজা, মহাতেজা ভুবনে।
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র এ ভারত-গগনে ॥
ন্যায়বান্ পুণ্যবান্ ভূষিত জ্ঞানভূষণে।
রূপে কাম, গুণে রাম, কুবেরসম ধনে ॥
ধন জন পরিজন সবে তুষ্ট বচনে।
গৌরব-সৌরভে মত্ত এ বিশ্ববাসিগণে ॥
সুযোগ্য ধার্ম্মিক পুত্র বীর প্রবীর নামে।
নারী বীরাঙ্গনা জনা, ধাবিত ক্ষত্রমানে ॥
জামাতা দেবতা অগ্নি, স্বাহা তনয়া দানে।
জয় জয় হে রাজন্ ললিতে কবি ভণে ॥

নীলধ্বজ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে সুখ-যামিনী প্রভাতা হ'লো, আবার দুঃখময়ী দিবা এলো। এবার আবার বিষয়-হলাহলে জড়ীভূত হ'য়ে, ধর্ম্মপথের কণ্টক হ'য়ে দাঁড়াতে হবে। কারো সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, কারো বা সর্ব্বের সর্ব্ব জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণাধিক ধনকে তার যত্নের ভাণ্ডার হ'তে কেড়ে নিয়ে, যন্ত্রণাময় লৌহকারাগারে স্থাপন ক'র্‌তে হবে। উঃ! কি ভীষণ শাসন! কি দারুণ অত্যাচার! তত্ত্বময় বিশ্বাধিপ জগদীশ্বরের উপর আমার আবার শাসন? আমার আবার স্বামিত্ব? হায়! না জানি, আমি জন্মাবধি কত মহাপাতক সঞ্চয় ক'রে আস্‌চি,

আপন নরকের পথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌চি। সুখ-ময়ী নিশা-সতীর সমাগমে দুর্দ্দম অন্তঃকরণে যেরূপ প্রীতি-প্রফুল্লতার সমুদ্রেক হয়, তেমনি আবার দিবসযোগে কুৎসিত বিষয়-লালসা বলবতী হ'য়ে, মনের অপ্রফুল্লতা সম্পাদন করে। এমন কি সে অনুতাপ আর আত্মগ্লানি আত্মহত্যাতেও শান্তি হবে না। আজ হবে, কাল হবে ক'রে চিরদিনই যাপন হলো, সাধনা কিন্তু হলো না। ক্রমে বহুবিঘ্ন উপস্থিত হচ্চে, ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল শিথিল, মনের উত্তেজনা নিস্তেজ, অধ্যবসায় হীনবল ও বিবেকাদি মোহান্ধকারে প'ড়ে বিলুপ্ত হ'য়ে আস্‌চে। মন্ত্রিন্! মনের সহিত তোমাদের বল্‌চি, তোমরা আমায় এই দুর্ব্বহ রাজ্যশাসন ব্যাপার হ'তে নিষ্কৃতি দাও। আর এখন আমার রাজ্য শাসনের সময় নাই! আমার কেশ পক্কতার সঙ্গে সঙ্গে করাল কৃতান্ত বিকট বদন বিস্তার ক'রে, ভ্রূভঙ্গে দৃষ্টি ক'র্‌চে। এবার বোধ হয় শীঘ্রই তোমাদের সকলের অলক্ষিতে আত্মারাম আমার আত্মগৃহ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন। এখনও সময় আছে, দাও তোমরা আমায় বিষয়-বন্ধন হ'তে অব্যাহতি দাও। আমার আর এদিকে কিসের অপ্রতুল আছে? কৃষ্ণের কৃপায় অমূল্যপুত্ররত্ন প্রবীরকে প্রাপ্ত হ'য়েচি, অগ্নিদেব কৃপা ক'রে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রেছেন, গৃহলক্ষ্মী প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী জনাও দেবী অংশসম্ভূতা কন্যা স্বাহা। মন্ত্রিন্! আমি ঐহিক সুখের শেষ সীমা অতিক্রম ক'রেচি, এবার আমি এদিগে তোমাদের করে সমর্পণ ক'র্‌লেম, তোমরা আহ্লাদের সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন কর। কেবল আমার এই ভিক্ষা যে আমাকে সংসার-বন্ধন হ'তে মুক্তি দাও।

বয়স্য। আর বাবা আমাকেও ওর পেছনে পেছনে। আমার আর কিছুই ভাল লাগচে না।

নীলধ্বজ। কেন তোমার আবার কি হ'লো?

বয়স্য। তথৈবচ, তোমারও যা আমারও তা।

নীলধ্বজ। না বয়স্য! তোমরা সকলে আমাকে পরিত্রাণ কর; সকলে আমার প্রবীরকে ল'য়ে রাজ্যশাসন কর।

বয়স্য। আর তুমি মণি?

নীলধ্বজ। আমি আমার পরকালের পথ পরিষ্কার করি।

বয়স্য। আর আমরা শালারা ভাগাড়ে মরি। কি সুখের কথা গা? গায়ে যেন বরফ ঢেলে দিলেন আর কি।

নীলধ্বজ। তুমি আর ক'র্‌বে কি? তোমার ভাবনা কিসের?

বয়স্য। তোমারই বা ভাবনা কি মণি?

নীলধ্বজ। উঃ বয়স্য! আমার যে কি চি ।, তা তোমায় ব'লে কি জানাব; স্বয়ং পরকালের পথে কণ্টক দিয়েছি, এখন সেই কণ্টকে সিদ্ধ হ'চ্চি। স্থূল কথা, এখন তার পরিত্রাণের উপায় দেখ্‌তে হবে।

বয়স্য। আমারও বাবা ঠিক তাই। তবে একটু তফাৎ, ইঞ্চি খানেক। তুমি বাবা আগে পরকালের পথটায় কাঁটা দিয়ে ফেলেচ, আমি চালাক ছেলে, সেটা করি নাই। আগে থেকে শেষ ভেবে পরকালটার পথে বেশ রসাল রসাল রসগোল্লা, বেশ ময়ান দেওয়া লুচি, চৌদ্দপোয়া নেংচা দিয়ে ঠেসে ঠেসে বনেদ কায়দা ক'রে নেওয়া হয়েচে। কিন্তু তা হ'লে আর কি হ'বে, মধ্য-কাল্‌টা, মহারাজের তেমন যজ্ঞ ফোজ্ঞটা আর নাই, তাই পরকালটারও বনেদে লোণা লেগেচে, আর

শেষকালটা একেবারে ফরসা হ'য়ে আসচে। বনেদ শুদ্ধ "পপাত ধরণীতলে" হবার উপক্রম হ'য়েছে।

নীলধ্বজ। রাজ্যই তার সুবিধা হ'তে পারে তো?

বয়স্য। বেশ মণি! তুমিও ঢের ক'র্‌লে, শেষে দিলে ছেলের হাতে তুলে! আক্কেলে একেবারে গোবর প'ড়লো আর কি? তোমার ধর্ম্মে যা হয় মণি তাই কর, আমি কিন্তু বাবা বিশ হাত তফাৎ।

নীলধ্বজ। আচ্ছা, তোমার জন্য তার পৃথক ব্যবস্থা করা যাবে।

সেনাপতি। মহারাজ! কাশ্মীরাধিপতি রতিভদ্রের এক আবেদন ছিল!

নীলধ্বজ। তাঁর আবার কি আবেদন?

মন্ত্রী। বোধ হয় সন্ধি-প্রার্থনা, কেমন সেনাপতি?

সেনাপতি। আজ্ঞে হাঁ, তিনি অবিমৃষ্যকারিতার দোষে মহারাজের বিরুদ্ধাচরণ ক'রেছিলেন। এক্ষণে স্বীয় অপরাধ স্বীকার ক'রে, মহারাজের শরণাপন্ন হ'য়েচেন।

নীলধ্বজ। না সেনাপতে! আমি আর বিষ সম বিষয়-বন্ধনে আবদ্ধ থাক্‌ব না। বিষয়-মমতা ও বিষভক্ষণ এই দুই-ই সমান। মনের আর সে বিষে আসক্তি নাই, আর আমি সে গরল পান ক'রব না।

সেনাপতি। মহারাজ! তবে আমাদের অভিযোগ-স্থল কোথায় হবে? আমরা কার নিকট মনোবেদনার আবেদন ক'র্‌ব।

নীলধ্বজ। প্রিয়তম প্রাণাধিক পুত্র প্রবীরই তোমাদের উপায়-স্থল হবে। আমি আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রবীরকেই এ রাজ্যের রাজা ক'রে যাব। প্রবীর আমার উপযুক্ত গুণবান্ পুত্র।

প্রবীর। পিতঃ! চরণে ধরি, আর কিছুদিন সময় দিন। রাজ্যশাসন অতি কঠিন নিয়মেই সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শুধু বল বিক্রমে রাজ্যশাসন হয় না, সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ সুদক্ষ ব্যক্তিরাই রাজ-সিংহাসনে সমারূঢ় হবার যোগ্য। প্রজার মনোরঞ্জন, রাজগণের একটী প্রধান ধর্ম্ম। এ ব্রত-লঙ্ঘনে মহাপাপ। পিতঃ! তাই বলি; অজ্ঞ পুত্রের উপর কখনই এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য ব'লে বোধ হয় না।

মন্ত্রী। মহারাজ! কুমারের এ যথোচিত বাক্য। কুমার অতি সুবিবেচক ও সর্ব্ব কর্ম্মদক্ষ, উহাঁর অনুভাবিকাশক্তিও বিলক্ষণ; ভবিষ্যতে আপনি না থাক্‌লে রাজ্যের যে কি অবস্থা হবে, উনি তা এখন হ'তে দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চেন। তাই বলি, এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার, এই অল্পবয়স্ক যুবকের উপর অর্পণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়।

নীলধ্বজ। তবে কি আমি চিরকালই আত্মহারা হ'য়ে আপনার পরকালের পথ জটিল ক'রে রাখবো? মন্ত্রিন্! নশ্বর জীবন ধারণ ক'রে তায় যদি কোন সৎকার্য্য ক'রতে না পারি, তা'হলে আর আমার রাজ্যের প্রয়োজন কি? মিথ্যা কেন রাজ্যের মায়া, পুত্রের মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, অবোধের ন্যায় এই সংসার-কারাগারে প'ড়ে থাকি? আমার মায়াবদ্ধ মন এবার সুদৃঢ় মায়ার শৃঙ্খল মোচন ক'রতে পারবে। আমার মন, এবার বেশ বুঝ্‌তে পেরেচে যে, এ সংসারে সুখ নাই। আর আমি কারো কথা শুনব না; তোমরা আমার এই আনন্দকর কার্য্যে আনন্দিত মনে অনুমোদন কর।

প্রবীর। (রোদন করিতে করিতে) তবে কি সত্য সত্যই আজ আমি অনাথ হবো! তবে কি সত্য সত্যই স্নেহময় পিতা আজ আমায় পরিত্যাগ ক'রবেন!! তবে কি আজ সত্য সত্যই সুখময় সংসার আমার পক্ষে অরণ্যময় হ'য়ে দাঁড়াবে!!! হা মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও মা, আমি তাঁর মধ্যে প্রবেশ করি। কৈশোরের শেষে যৌবনের প্রারম্ভে আমার সুখ-শশী অস্তমিত হবার উপক্রম হ'য়েছে। আমি বেস বুঝ্‌তে পার্‌চি, এবার আমাকে সংসার-জ্বালায় বিব্রত হ'য়ে, আমার জীবনের চিরসুখ, চির আশায় জন্মের মত বিদায় দিতে হবে। মন্ত্রী মহাশয়, সুসভ্য সভাসদ্‌গণ, আর কেন, কিসের অপেক্ষা ক'রচেন? এবার পরমারাধ্য স্নেহময় পিতার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের চিরসুখের আশাকে চিরকালের মত বিদায় দিন। যখন একজন নির্ব্বোধ, সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, উদ্ধত-স্বভাব যুবকের উপর এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার অর্পণ করা পিতার অভিপ্রেত, তখন হায় রে, নিরীহ প্রজাগণের আর উপায় কি? তখন হায়! আমিই বা কার কাছে রোদন করি? (রোদন)।

নীলধ্বজ। বৎস! রোদন সম্বরণ কর। মিথ্যা রোদনে ফল কি? বয়স্য, তারপর?

বয়স্য। হাঁ, ভোজনপ্রিয় গোস্বামী মহাশয় ফলার-তন্ত্রে, মোণ্ডা-মাহাত্ম্যে এ কথা উল্লেখ ক'রেচেন বটে;—"মণ্ডা মণ্ডেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি, মুচ্যন্তে সর্ব্বপাপেভ্যো ময়রা-লোকং স গচ্ছতি"। অর্থাৎ যে লোক শত যোজন হ'তে মোণ্ডা মোণ্ডা ব'লে চীৎকার করে, মোক্ষধাম ময়রালোকে তার গতি হয়।

নীলধ্বজ। বয়স্য! এ শাস্ত্র কতদিন শিক্ষা ক'রেচ?

বয়স্য। "যাবৎ মেরৌস্থিতা দেবা যাবৎ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্ক গগনে যাবৎ তাবৎ জানামি নিশ্চিতং॥"
আরও বলি, তারি ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের এক স্থানে লিখিত আছে—
"সুখদা মোক্ষদা গোল্লা গঙ্গাজল-সমন্বিতা।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যা নাত্র জাতি বিচারণা॥"
অর্থাৎ গোল্লার বিষয়ে আর জাতিবিচারের প্রয়োজন নাই। তাই বলি, মহারাজ! যেটা সেই বনে ফনে যাবার, সেই অলক্ষণে কথা, সেটা মনে ক'রো না। বনে টনে কেন বাবা, জ্যান্ত রাঙা ডগ্‌ডগে ছেলে হ'য়ে, পাঁদাড়ে ভূত হবে কেন বল দেখি? দিব্বি তোষাখানা, বালাখানা, বাগানে যাও, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গণ্ডা পনের রসগোল্লা বদনে ফেলে দাও, প্রাণটা জুড়াও, বাস্। তুমি রাজার ছেলে তোমার হ'লো রাজ্য, তোমার ও-কুমতলব তো ভাল নয়!

নীলধ্বজ। বয়স্য! তোমার করে ধ'রে বিনয় ক'রে ব'লচি, তোমরা আর আমার মিথ্যা অনুরোধ ক'রো না, আর আমি বিষয় ফাঁস গলায় প'র্‌ব না। অহো আমি কি মুগ্ধ! এখনও আমি বিলাস-মধ্যে অবস্থান ক'র্‌চি? আর কি দিন আছে? আর যে দিন নাই রে! দিনকর-নন্দন ঐ যে আস্‌চে! যাও বয়স্য! শীঘ্র যাও, যাও, আমার প্রাণাধিক জামাতা অগ্নিদেবকে ল'য়ে রাজসভায় এস। আমি আজ সর্ব্বজনসমক্ষে রাজ্যভার পরিত্যাগ করি। যাও, বিলম্ব ক'রো না।

গীত।

আড়েনা—আড়াঠেকা।

যাও হে বয়স্য আজি আন জামাতা রতন।
রাজ্যভার পুত্রে দিয়ে করি পাপ-ভার-বিমোচন ॥
দিন ত হ'য়েছে গত, এই ভয় অবিরত,
কবে দিনকর-সুত, দুর্দ্দিনে করে হরণ ॥
প্রবীর মম শান্ত অতি, করিব ধরণী-পতি,
আমি সেই কমলাপতি, অন্তিমে করি স্মরণ ॥

বয়স্য। (স্বগত) যাব কি না যাব, হবে কি না হবে, যদি হয়, নৈলে বাবা নয়।

নীলধ্বজ। বয়স্য! কি চিন্তা ক'র্‌চ? দিন গেল, সন্ধ্যা এলো, এবার সব অন্ধকার হবে, অবশেষে পথে ব'সে কাঁদ্‌তে হবে।

বয়স্য। মহারাজ! সে সম্বন্ধেই চিন্তা ক'রচি; ভাবচি,, মহারাজ তো রাজ্য ছেড়ে চ'ল্লেন, তা দেশে কি ঘোষণা রৈল?

নীলধ্বজ। তাতে তোমরা যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌ব; কি ক'র্‌তে হবে বল? কিন্তু আমার আর সময় নাই।

বয়স্য। মহারাজ! বলি ঘোষণার জন্য রাজ্যে একটা মোহনবৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করুন।

নীলধ্বজ। সে কিরূপ?

বয়স্য। আজ্ঞে তা বুঝ্‌তে পারচেন না, এই শ দেড়েক মণ মোহনভোগ, হালুইকরকে ব'লে প্রস্তুত করাতে হবে, সেইটে হবে, সেই বৃক্ষের গুঁড়ি। আর হাত পাঁচ ছয় ক'রে নেংচা আর পানতুয়া ল'য়ে সেই বৃক্ষের ডাল পালা প্রস্তুত করাতে

হ'বে; আর মিহিদানা, লালমোহন, ক্ষীরপুলি, সীতাভোগ, মোণ্ডা, মিঠাই, মনোহরা, বোঁদে, গজা, খাজা, জিলিপি, কচুরি, রসগোল্লা আদি ক'রে, সেই সব ডালপালায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। এইগুলো হবে তার ফল, আর মহারাজ, তারি নীচে অর্থাৎ সেই বৃক্ষের নিয়ে কেওড়া দেওয়া জল, জালা পাঁচ ছয় বসিয়ে রাখ্‌তে হবে। যে আস্‌বে, সে পাড়্‌বে আর খাবে, এবং মহারাজের জয় ঘোষণা ক'র্‌তে ক'র্‌তে প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে চ'লে যাবে।

নীলধ্বজ। তুমি পেটুক কিনা, তাই ঐ ব্যবস্থা হ'চ্চে। আরে মূর্খ, তাতে কি লোকে সন্তুষ্ট হয়, এক তুমি হ'তে পার।

বয়স্য। আজ্ঞে, আমাকে নয় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখুন, দেখুন, তাতে পাঁচজন সন্তুষ্ট হয় কি না? এ ঘোষণা দ্বারা মহারাজের অনন্ত অক্ষয়কীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে প'ড়্‌বে।

নীলধ্বজ। তাই ক'র্‌ব, তুমি এক্ষণে জামাতা অগ্নিদেবকে এখানে ল'য়ে এস।

বয়স্য। (স্বগত) বাবা, কি দায়েই প'ড়েছি, হুকুমজারিতেই গেলাম। সভাসদ্‌গণ বসুন, আমি এখন খাবার যম ঘরজামাই অগ্নিবাবাজীকে আন্‌তে চ'ল্লেম্। (প্রস্থান)।

নীলধ্বজ। বৎস প্রবীর, প্রাণাধিক, অন্ধের নয়ন, চাঁদমুখ অমন ম্লান ক'রে রৈলে কেন বাছা! ওকি, কাঁদ্‌ছ কেন? হাঁরে কি হ'য়েছে? তোর এক একটী অশ্রুবিন্দু যে, আমার বক্ষে শত শত শেলের সমান বিদ্ধ হয়, তাকি তুই জানিস্‌নে বাপ! এস, রোদন সম্বরণ কর। বৎস! তোমার এখন যৌবরাজ্যাভিষেকের কাল উপস্থিত। আমি তোমার বৃদ্ধ পিতা, আমার

চরমকাল সমাগত। ভগ্নগৃহের আশা ভরসা আর কতদিন বৎস! একদিন কোন্ দুর্লক্ষ্যসূত্র অবলম্বন ক'রে প্রাণপাখী আমার দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে। তখন তুমি কার আশ্রয় পাবে? এখনও কি বুঝ্‌তে পার্‌ছনা যে, আমার চরমকাল উপস্থিত হ'য়েছে? তোমা হেন শক্রজিৎ আমার পুত্র এবং স্বয়ং অমিততেজা অগ্নিদেব আমার জামাতা; হাঁরে, এরূপ অবস্থায় আমি যদি এই সময়কে সুসময় ব'লে বিবেচনা না করি এবং ধর্ম্মোপার্জ্জনে যত্নবান্ না হই, তা হ'লে নরকের কীট আর কে? অধর্ম্মের বীজ কে? অনন্ত-আকাশ-বিহারী বজ্র কি সেই পাপাত্মার মস্তকোপরি নিপাতিত হবার জন্য সৃষ্টি হয় নাই? তবে কেন বাছা, তুমি সুযোগ্য গুণবান্ শ্রীমান্ বংশধর পুত্র হ'য়ে আমার ধর্ম্মপথের কণ্টক হও?

প্রবীর। পিতা! পিতা! পিতাগো!! এবার সব বুঝেছি, আপনার মায়া মমতা অপত্যস্নেহশীলতা সব জেনেছি, আর কিছু ব'ল্‌তে হবে না। এতদিনের পর আমি জান্‌লেম যে, আমি যথার্থই অনাথ। এ জোতির্ম্ময় সুখোদ্দীপ্ত ভূমণ্ডল যথার্থই আমার পক্ষে ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন অন্ধকূপসদৃশ। হায়রে, এতদিন যার কোলে লালিত পালিত হ'য়ে আপন দেহধারণে সমর্থ হ'লেম, যা হ'তে এই সুখের ধরা দেখ্‌তে পেলেম, আঁধার হ'তে যিনি আলোকেতে আন্‌লেন, সেই পরমারাধ্য পিতা আজ হতভাগ্য সন্তানকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন! বাবা! এ দাস আপনার শ্রীচরণে কোন্ অপরাধে অপরাধী? যদি অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কোন অপরাধ ক'রে

থাকি, তাহ'লেও তো বিজ্ঞ পিতার কাছে অজ্ঞ পুত্রের সে দোষ ক্ষমার্হ। পিতাগো, আপনার অদর্শন-যন্ত্রণা আমি কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌ব? যাঁর চরণযুগল না দেখ্‌তে পেলে জীবন অসার জ্ঞান ক'র্‌তাম, ভয়ঙ্কর-সমরে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাঁর চরণ দুটী মনে মনে স্মরণ ক'রে, প্রবল বিপুল সেনানিচয়ের ধ্বংস-সাধন ক'রেছি, "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥" এই মধুর শ্লোক-পংক্তিদ্বয় বাল্যকাল হ'তে শিক্ষা ক'রে, ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, পূজা ক'রে আস্‌ছি, বাবা! সেই তুমি পূজনীয় পিতা, সেই তুমি সাক্ষাৎ দেবতা। ওরে রে, আজ আমার ইষ্টের ইষ্ট-সাধন সংসারের শ্রেষ্ঠধন, আমার বিপুল বিক্রমসত্ত্বেও সম্মুখ হ'তে চ'লে যায়, আর আমি নিশ্চল নিস্তব্ধ! মন্ত্রী মহাশয় সভাসদ্‌গণ সকলে শুনুন, সকলে দেখুন, আজ আমার কি সর্ব্বনাশের দিন, এখন আমি কোথায় যাই, কে আমায় রক্ষা করে। যখন মা আমার এ সকল কথা শুন্‌বেন, ব'ল্‌বেন—প্রবীররে, তোরা থাকৃতে এ সর্ব্বনাশ ঘটনা ঘট্‌লো রে, প্রিয়তমা ভগ্নী স্বাহা যখন ব'ল্‌বে, দাদা! এক মৃণালের এক বৃন্তে আমরা ভাই বোনে যে দুটী কুসুম দুল্‌ছিলেম, সে মৃণাল কৈ দাদা? তখন এ হতভগ্য কি সন্তোষকর উত্তরে প্রত্যুত্তর দান ক'র্‌বে? আমার মস্তক জ্ব'লছে, চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড আজ সব অগ্নিময়! পিতা! পিতা! নিষ্ঠুর হবেন না, এই অনিষ্টজনক সংকল্প পরিত্যাগ করুন। নয় ব'লুন, আজ আপনার পদতলে অম্লানবদনে জীবন পরিত্যাগ করি; প্রাণ থাকৃতে আপনাকে কখন পরিত্যাগ ক'র্‌ব না। এতেও যদি হতভাগ্য পুত্রকে পার-

ত্যাগ করেন, তাহ'লে "নিষ্ঠুর পিতা" বলে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে, রাজ্য হ'তে রাজ্যান্তরে, সন্ন্যাসিবেশে ফির্‌বো, আর সকলকে ব'ল্‌বো, ওরে, কেউ আর পিতার মায়া ক'রিসনে। পিতা নিষ্ঠুর, পিতা নির্দ্দয়, ওরে, পিতার মায়া ক'রিসনে। এখন যাই, মাকে এই সকল কথা বলিগে। (বেগে প্রস্থান)।

মন্ত্রী। মহারাজ! পায়ে ধরি, আপনি হরিষে বিষাদের সঙ্ঘটন ক'র্‌বেন না। সাক্ষাতে যেরূপ দেখ্‌লেন, আপনার অসাক্ষাতে ও অদর্শনে এর অপেক্ষা শতগুণে মনাগুনে রাজ্যবাসী জলে ছারখার হ'য়ে যাবে।

নীলধ্বজ। মন্ত্রিন্! দেখ দেখ, কোন্ মহাত্মা কৃষ্ণগুণগান ক'র্‌তে ক'র্‌তে এইদিকেই আস্‌ছেন। ঐ যে বয়স্য; তবে বুঝি জামাতা অগ্নিদেবই আস্‌ছেন, মরি মরি, এ সংসারে আমিই ধন্য।

বয়স্য ও অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। (যুক্তকরে উচ্চৈঃস্বরে))

কোথা, দীনবন্ধো কৃপাসিন্ধো ভক্তকুল-রঞ্জন,
কোথা, বৃন্দাবন-বিভূষণ কংশ-ভয়-ভঞ্জন।
কোথা, দামোদর কালীয়দর্পহর যোগীজন-শিরোভূষণ,
ভক্ত কাঁদেহে কাঁদেহে, রাসবিহারী, দেহ হৃদে যুগল চরণ।
বাঞ্ছাকল্পতরু জগদ্‌গুরু রাধিকা-মনোমোহন,
শিরে শিখিপাখা কোথা বাঁকা শ্যাম বংশীবয়ান।
গোবর্দ্ধন-ধারী গোপকুলতারী মঞ্জু কুঞ্জবন-বিচারী,
ভক্ত কাঁদেহে কাঁদেহে, অন্তিমে চরণ দিও, রাস-বিহারি।

গীত।

কাপিসিন্ধু—আড়াখেম্‌টা।

কোথা আজ হে রসরাজ দাও হে শ্রীচরণ।
আছি মত্ত ভুলি সত্য গুরুদত্ত মহাধন॥
অন্য ধন চাই না হরি, চরণধূলার অধিকারী,
হই এই ভিখারী ;—
তাই ভিখারী ভিক্ষা করে ঐ পদ ভিক্ষা নারায়ণ॥
পড়ি ভ্রমে বিষয় পাকে, ভুলিনু নাথ তোমাকে,
দীনে দেখনা চক্ষে ;—
এত কিহে পদে দোষী, যে পদ হয় অধম-তারণ॥

নীলধ্বজ। আসুন আসুন,
ধন্য দীন তব পদার্পণে,
ধন্য আজি হ'ল রাজপুরী।

অগ্নি। কহ রাজা!
কেন আজি অসময়ে করিলে আহ্বান?
সমর কি কোথা উপস্থিত?
বাঁধা আমি তোমার নিকটে।
কহ সবে আছে ত কুশলে?

নীলধ্বজ। সদা প্রাণ ওপদ-পঙ্কজে ধায়,
শুন দয়াময়, বিষময়
প্রায় মম হয়েছে সংসার।
ক'রেছি অন্তিমে সার,

ছাড়ি পুত্র পরিবার,
বানপ্রস্থে অভিলাষ ;
কৃষ্ণনাম জপি চিরকাল,
নাহি পাই কৃষ্ণ-দরশন।
শেষ আরাধন করিব বিজনে,
রাজ্য দিয়ে কুমার রতনে,
অনুমতি দিন্ দেব ! আজ।

অগ্নি। মহারাজ !
তোমা হেন পুণ্যবান্ কে আছে সংসারে ?
ভাগ্যবান্ !
শুন তব ভাগ্যের সংবাদ।
জানিনু ধ্যানেতে আজি,
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র তব গৃহে ত্বরা—
হবেন উদয়,
নররায়, এ হ'তে সৌভাগ্য কিবা !
ধন্য তব জনম-করম।

নীলধ্বজ। (সবিস্ময়ে) আমি জীবিত না মৃত ? আমি, কি শুন্‌ছি ? আমি এমন কি পুণ্য ক'রেছি যে, সেই ভক্তজন-বল্লভ, যোগিগণের হৃদয়রঞ্জন, শ্রীমধুসূদন এ অধমের গৃহে পদার্পণ ক'র্‌বেন ? মন্ত্রিন্ ! আমি আর রাজ্য ত্যাগ ক'র্‌ব না ; রাজ্যে থেকেই সেই সর্ব্বরাজ্যেশ্বরকে দর্শন ক'র্‌ব। তুমি রাজ্যবাসী জনগণকে কৃষ্ণগুণগানে মত্ত কর, রাজপুরী যেন আনন্দসাগরে মগ্ন থাকে। পূর্ণ ঘট সকল দ্বারে দ্বারে সন্নিবেশিত করাও ; আর সকলে মিলে হরিবোল হরিবোল

ব'লে রাজধানী বিধূনিত কর। আজ আমার আনন্দের আর সীমা নাই।

বেগে প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীর। পিতা পিতা, যেও না, যেও না; মন্ত্রী মহাশয়, আমার পিতা কৈ? আমার পিতা—

নীলধ্বজ। এস রে পিতৃবৎসল প্রবীর, আমি এই যে, আমি আর তোমাদিগকে পরিত্যাগ ক'রে কোথাও যাব না। আজ আমার পরম-সৌভাগ্যের দিন, আজ সুপ্রভাত, আজ অবিলম্বে সেই কালবরণ কালিন্দীরমণ মধুসূদন আমার গৃহে আগমন ক'র্‌বেন; যাও বাপ, এ শুভসংবাদ রাজ্যবাসিজনগণকে দাও গে। সকলে যেন হরিগুণ-গানে মত্ত থেকে, মনের কালি ঘুচিয়ে শ্রীগোবিন্দের পদে শরণ লয়। মন্ত্রিন্! সভা-ভঙ্গের সময় উপস্থিত, চল, হরিবোল হরিবোল ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আজকার মত সভাভঙ্গ করা যাক্। আসুন প্রাণাধিক অগ্নিদেব, এস প্রবীর।

বয়স্য। মহারাজ! কৃষ্ণ আস্‌বেন, খাবারের উদ্‌যোগটা যেন আগে হয়।

নীলধ্বজ। আচ্ছা, তাই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজোদ্যান।

মদনমুঞ্জরী, স্বাহা, নলিনী ও দামিনীর প্রবেশ।

গীত।

পাহাড়িয়া খাম্বাজ—কাশ্মীরি খেম্‌টা।

মোহন প্রেমহারে বাঁধ্‌ব তারে প্রাণসজনী।
চোরা চুরী করে পালিয়ে গেছে ভাঙ্গা-প্রাণের
হৃদয়খানি ॥
সইলো সই চোরের খেলা, নধর প্রেমে দেয়গো জ্বালা,
আজ দেখা পেলে দিব সাজা, বুঝ্‌ব কেমন গুণমণি ॥

স্বাহা। নিহার নিহার সই, নয়ন মিলিয়া অই,
সরোবরে কমলের খেলা,
হাসিয়া ব্যাকুল হয়, কুলটা ললনা নয়,
হেরে তাই ভ্রমরের মেলা।
গায়ে গায়ে পড়ে ঢ'লে, নাগরের অঙ্গে দুলে,
সমাদরে অলি কথা কয়,
মরি কি প্রাণের গান, মধুর গুঞ্জন তান,
প্রাণ যেন প্রাণে কেড়ে লয় ॥

মদনমুঞ্জরী। প্রাণের অধিক যেই, প্রাণ কেড়ে লয় সেই,
এতো নয় প্রাণের গোপন,
শুনিলে প্রাণের কথা, ঘুচয়ে প্রাণের ব্যথা
হয় যদি আঁখির মিলন।

ঠাকুর-ঝিয়ারি তুমি, ভ্রাতৃ-নারী হই আমি,
জানি তব প্রাণের বারতা,
ঠাকুর-জামাই এলে, এই মত প্রাণ খুলে,
ব'লো তুমি প্রাণের সে কথা !
স্বাহা। মেনে মেনে লাজে মরি, ধ'উ তোর হাতে ধরি,
তার কথা থাক তার সনে,—
মদনমুঞ্জরী। মেনে মেনে কেন সই; আমি কি লো কেহ নই,
মন-কথা থাক্ মনে মনে।
তাঁর যত ভালবাসা, তাঁর যত প্রেম আশা,
জানি নাই আমি কিলো ধনি !
স্বাহা। সে কথা শুনিলে সই, লাজে অবনত হই,
ভালবাসে কেন সুহাসিনি ?
নলিনী। মনের মতন প্রাণের রতন, থাক্‌লে আপন ঘরে,
তারে কেনা আদর করে ?
ফুলের মধু, ভোম্‌রা বঁধু, দেয় কি লো অপরে ?
তোর্ গরবভরা, মনোহরা, টুক্‌টুকে মুখখানি,
তায় আবার বেশের বাঁধুনি।
এক মণিতে, যোগ সোণাতে, তাইতো আদর ধনি।
কোমরপাটী, পরিপাটী, কোটী চন্দ্রহারে,
তাতে মুনির মন হরে,
সাধের বাহার, সখ্ গুল্‌জার, কতই আঁখি ঠারে॥
আড়নয়না, প্রেমের কণা, জমাটবাঁধা ফাঁদ।
তাতে পড়ে কত চাঁদ।
নবীনা রতি, নবযুবতী, প্রেমমূরতি ছাঁদ॥

সাধে কি ভালবাসে, বেড়ায় পাশে, আদর ক'রে তোরে
প্রাণের যতন ক'রে।
প্রেমিক যে জন,চায়তো সে জন, প্রাণ বাঁধা যার করে॥

দামিনী। দেখনা সই, অ'ইলো অ'ই, কমলবনের মাঝে,
কেমন ক'রে সোহাগভরে, প্রাণের ভ্রমর সাজে।
ঘুরে ফিরে, যতন করে, পদ্মে রতন-মণি,
বিমল জলে, হেলে দুলে, হাসে সুহাসিনী।
বলে শুন অলি, তোমায় বলি, কেমন ভালবাসা,
যে ভালবাসে, থেকে পাশে, শুধায় মধুভাষা।
ঐ বোন্ শুন, গুন্ গুন্ গুন্ ক'র্‌চে অলিকুল,
সে গান শুনে, সুবাস দানে, ঐ দুল্‌চে ফোটা ফুল।
চাঁদের মেলা, চাঁদের খেলা, সদাই চাঁদের হাট,
আজ আমাদের, চাঁদ নিয়ে ভাই, হবে চাঁদের নাট।

গীত।

পিলুবারোয়াঁ—কাশ্মীরি খেম্‌টা।

চাঁদে চাঁদে লো সই মিশিবে ভাল।
পিয়াসী চকোরী মোরা চাঁদে ধ'রে রাখ্‌ব চল॥
চাঁদের আড়ালে থাকি, সে চাঁদে নিরখি,
ওলো খোঁপা চুলএলিয়ে দিয়ে মাখিগে চন্দ্ চাঁদের আলো॥

স্বাহা। বৌ-দিদি, আমি এখন যাই ভাই, হয় তো এখনি দাদা এসে প'ড়্‌বেন।

মদমমঞ্জরী। কেন দাদা এলে কি দিদির থাক্‌তে নাই নাকি?

নলিনী। ওলো জানিস্‌নে, ঐ যে বলে লো—

"মন আমার কেমন কেমন ক'র্‌চে,

যেন ভাজ্‌না খোলায় ভাজ্‌চে,

যেন আস্‌না টেকোয় কাট্‌চে॥"

স্বাহা। মেনে মেনে ছিঃ ছিঃ ছিঃ ওকি ভাই, অমন ক'র্‌লে আর আমি তোদের সঙ্গে আস্‌বো না।

দামিনী। এক চাও আর পাও, জামাই বাবু অনুগ্রহ ক'রে ঘরে আছেন, তুমিও আজ হ'তে না হয় একটা ছল পেতে জামাইবাবুর আঁচল ধ'রে ধ'রে বেড়াবে। তা ব'ল্লেই ত চুকে যায়, তা আমাদের দোষ দেওয়া কেন ভাই!

মদনমঞ্জরী। তুমি ভাই বেস্ সুখে আছ ঠাকুরঝি, কোন কষ্ট নাই।

স্বাহা। কেন বৌ-দিদি, তোমার কি কষ্ট, অমন সোণার চাঁদ দাদাকে স্বামী পেয়েছ, অমন আদর ভালবাসা পাচ্চ, তাতে আবার দুঃখ কি? পিতা জগৎপূজ্য ও পরম কৃষ্ণভক্ত, দাদা ও কৃষ্ণভৃত্য, তবে বৌ-দিদি, তোমার মনোদুঃখের কারণ কি?

মদনমঞ্জরী। ঠাকুরঝি! আমার সুখের অসদ্ভাব কিছুই নাই; কেবল তোমার দাদার সমরপিপাসা দেখে মনে বড় ভয় হয়। ঠাকুরঝি! যুদ্ধই তাঁর প্রিয় বস্তু, যুদ্ধ পেলে তিনি আর কিছুই চান্ না।

স্বাহা। বৌ-দিদি, এ তো অতি ভাগ্যের কথা। আমরা ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় সন্তানের যদি যুদ্ধই প্রিয় বস্তু না হবে, তা হ'লে জগতে আর কে যুদ্ধ ক'র্‌বে? এই দুঃখ না কি?

নলিনী। ওলো, তা নয়, বলে না?

যার লা'গি সই হ'লেম যোগিনী,
সে হেরে না বারেক চোখে ব'লে কলঙ্কিনী।
সেই লাগি কি এত দুঃখ, হাঁগা সুবদনি!

মদনমুঞ্জরী। তোমরা ভাই চুপ কর, তোমাদের কাছে কোন প্রাণের কথা বল্‌বার যো নাই, অমনি তিলেক তাল ক'রে তোল। ঠাকুরঝি! এমন বিশেষ কোন কষ্ট নাই, তবে তোমার দাদা যখন কেবল্ যুদ্ধের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তখন কি যেন ভাই আমার বড় ভয় হয়। প্রাণ যেন দেহ হ'তে ছেড়ে যায়।

স্বাহা। সেটা ভাই, বেশী ভালবাসাবাসি।

মদনমুঞ্জরী। না ভাই ঠাকুরঝি! আমি কিছু বুঝ্‌তে পারিনে। ঠাকুরঝি! তুমি দেবী, আমি তোমার কথা অধিক মান্য ক'রে থাকি। তুমি যে দয়া ক'রে আমাকে সঙ্গিনী ক'রেছ, এতেই আমি ধন্যা। যখন তোমার কৃপায় আমি কৃষ্ণ আরাধনা ক'রে আপনার মনকে, আপনি বাঁধ্‌তে শিখেছি। তখন দয়াময় প্রাণকৃষ্ণের পদে প্রাণ সমর্পণ ক'রে, যৌবনে যোগিনী সাজ্‌তে পারবো। ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু আজ ভাই! সত্য ক'রে ব'ল্‌তে হবে, এম্‌নি ভালবাসা, এম্‌নি দয়া, এম্‌নি চাঁদমুখের মোহন হাসি, এম্‌নি স্নেহশীলতা হ'তে চিরদাসী তো কখনও বঞ্চিতা হবে না?

স্বাহা। কেন বৌ-দিদি, আজ অমন কথা ব'ল্‌ছ? কৈ তোমার মুখে কখন তো এমন কথা শুনি না; আমি তোমাদের দাসী, দাসীকে অত বিনয় কেন?

মদনমুঞ্জরী। ঠাকুরঝি! আর কেন ছলনা কর, তুমি শাপভ্রষ্টা হ'য়ে

ভূতলে অবতীর্ণা হ’য়েছ, এবং চিরদাসীকে ছলনা ক’রে, মাপ্ত ক’রে থাক। দিদি, আমি তোমায় এতদিন বুঝ্‌তে পারি নাই; আজ তোমার দাদার মুখে সব কথা শুনেছি, শুনে অবধি বড় ভয় হ’য়েছে। আমি ভাই, তোমাকে কত অবহেলা ক’রেছি, কনিষ্ঠা ভেবে তোমায় কত কথা ব’লেছি। আমি বোধহীনা; তখন বুঝ্‌তে পারি নাই যে, দেবদেব অগ্নিদেব যখন তোমার পাণিগ্রহণ ক’রেছেন, তখন তুমি সামান্যা নও। ঠাকুরঝি! আমি তোমার পায়ে ধরি, আমার সে সকল অপরাধ তোমাকে মার্জ্জনা ক’র্‌তে হবে, দাসী ব’লে সকল কথা ভুলে যেতে হবে। (পদধারণ)।

গীত।

ঝিঁঝিট—আড়্‌খেম্‌টা।

ক্ষম গো আমায়, দোষ সমুদয়,
অধিনী এ জন, ধরি চরণ।
আমি সহজে অবলা; বুঝি না, তুমি কি ধন॥
সমান ভাবিয়ে করেছি আপন,
বলেছি আপন ভেবে কুবচন,
এখন গেল জানা, আপনা আপনা,
(তুমি) রমণীর মণি সাধনের ধন॥
আপনহারা, হ’য়ে ভুলিনু আপন,
অকূল-কাণ্ডারী গোকুল-রতন,
তুমি হ’য়ে আপন, বল নই আপন,
দুখিনীর পোড়া ভাগ্য এমন॥

স্বাহা। বৌ-দিদি, ও সব কর কি, আমার পায়ে কি ধ'র্‌তে আছে ? ছাড় ছাড়, দাদার মত কে ঐ আস্‌ছে, আমি এখন যাই ভাই ! (প্রস্থান)।

নলিনী। সখি, আমাদের স্বাহাকে রাজা অনেক তপস্যায় পেয়েছিলেন, রাজকুমারকেও রাণী-মা, মা গঙ্গার আরাধনা ক'রে পান্। ওঁরা কেউ সামান্য নন্। রাণী মা যে, মা গঙ্গার বরকন্যা। শুনেছি, গঙ্গা-মার সঙ্গিনী সকল প্রায় রাণী-মার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আসে। ও মা, সে সকল কথা ভেবে, আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে।

দামিনী। নলিনি, চুপ্ কর ভাই, রাজকুমার আস্‌ছেন।

প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীর। আ মরি সরসী-কূলে সরসে কি হেসে দুলে,
শীতল-সমীর ভরে মানসমোহন।
গগন হইতে কি রে, চাঁদের নিছনি ধ'রে,
ভূতলে দেবী কি আসি করিছে ভ্রমণ ?
কনক লতিকা জিনি, সুকোমল তনুখানি,
বায়ুভরে কি রে হায়, ভাঙ্গিয়া পড়িবে ?
সাবধান রে পবন, কার দেহে করার্পণ,
জগতের সার ধন, রমণী এ ভবে !
আমরি কি মুখশোভা, কোটী-শতদল-আভা,
ভ্রমে অলি, করে বদনে গুঞ্জন,
ছি ছি ছি নির্লজ্জ অলি, ও নহে কুসুমকলি,
হায় ! আত্মপর চেন না অধম ?

বিশাল হৃদয়োপরি বিরাজে সুমেরু গিরি
হেরে তাই মরি, হরিণী নয়নে,
আপন নয়ন রাখি, লাজে হ'য়ে অধোমুখী,
কোথা যাই ব'লে, পলায় সঘনে।
তুমি কি লো রসময়ী আমার সে ধন?
মম জীবন-রতন?
তুমি কি লো প্রবীরের হৃদয়-রঞ্জিনী?
বল বল সুহাসিনি!

মদনমুঞ্জরী। আমি তব দাসী, চরণ পিয়াসী,
অন্য নই গুণমণি।

প্রবীর। হৃদয় আধার, তুমি লো আমার,
জীবন-সর্ব্বস্ব ধনি।

মদনমুঞ্জরী। আশ্রিতা লতিকা, তব প্রাণাধিকা,
নিজ গুণে প্রাণমণি।

প্রবীর। শুন সুবদনি, সুচারুহাসিনি,
সাধে কি লো ভালবাসি আমি?
এ হেন নম্রতা, আছে আর কোথা,
লাজে সম লজ্জাবতী লতা;
অমিয়-ভাষেতে, রেখেছ পাশেতে,
সতী সাধ্বী অয়ি পতিব্রতা।
বল কৃষ্ণপূজা ক'রেছ কি প্রিয়ে!

মদনমুঞ্জরী। জীবনকুসুম বিনা পূজিব কি দিয়ে?

প্রবীর। শুন মদনমুঞ্জরি, পূজা পূর্ণ এত দিনে,
গোলোকবিহারী হরি আসিবেন এ ভবনে।

পিতার পুণ্যের বলে পাব কৃষ্ণ-দরশন,
কিন্তু প্রিয়ে! কৃষ্ণভক্তি হবে করিতে গোপন।
গুরু-শিক্ষা গুরু-দীক্ষা এই আছয়ে আমার,
কৃষ্ণনাম গুপ্তভাবে তুমি করিবে প্রচার।
শুন মদনমুঞ্জরি, শুদ্ধভাবে ভাব তাঁরে,
আজ নিরখিব কৃষ্ণচন্দ্রে আপনার পুরে।
যোগিগণে যোগে যাগে যাঁরে না দেখিতে পায়,
হেন সে অমূল্য নিধি আজ ভক্তেতে বিকায়।
এস সহচরি! এস, বলি হরি হরি বদন ভরিয়া,
ভাবি নারায়ণ শ্রীমধুসূদন চল পার হই গিয়া।
পাপময় এ সংসারে কি ফল থাকিয়া?

গীত।

আলেয়া—খৎ।

এতে কি আর আছে রে ফল বিফল সংসারে হায়।
সুখের পিয়াসা আশা পদ্মপত্রের নীর প্রায়॥
থাকি মরুভূমে ভুলে, কেন তৃষা শান্তি-জলে,
নিশার স্বপন কোলে, বন্ধ্যা কোথায় পুত্র পায়॥
এরি মাঝে একজন, আছেন বিরাজমান,
করি এস অন্বেষণ, সে নিত্যধন-যুগল-পায়॥

মদনমুঞ্জরী। প্রাণেশ্বর! এমন কি পুণ্য ক'রেছি বল যে, আমরা কৃষ্ণ-দর্শন পাব?

প্রবীর। প্রিয়ে! পিতার পুণ্যবল কি সামান্য? তিনি কৃষ্ণের

চরণ কামনা ক'রে, রাজ্যত্যাগ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলেন, পরে অগ্নিদেবের মুখে কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনে ক্ষান্ত হ'য়েছেন।

দামিনী। সখি! দেখ দেখ, কোথা হ'তে একটী ঐ মনোরম অশ্ব এলো দেখ, আহা অশ্বটী কি মনোহর!

মদনমঞ্জরী। মরি মরি অশ্বটীর কি গঠন! নাথ, দেখুন! দেখুন!! অশ্বটী কেমন!!! কত বেগে ছুটে যাচ্ছে দেখুন। আহা অশ্বটীর বেশভূষা কি চমৎকার, দেখ্‌লে প্রাণ উদাস হ'য়ে উঠে। প্রাণবল্লভ! দিন্, দিন্, অশ্বটী আমায় ধ'রে দিন্, আমার ঐ অশ্বটী চাই, ওকে আমি কাছে রাখ্‌ব। নাথ, আমায় ঐ অশ্বটী ধ'রে দিন্ না।

প্রবীর। মরি মরি, অশ্বটী অতি মনোহরই বটে। অশ্বটীর ভালদেশে কি লিখিত আছে নয়? তবে কি কারো যজ্ঞীয় অশ্ব? ঐ যে লিখিত রয়েছেই বটে,—

যুধিষ্ঠির করে যজ্ঞ ধরণীভূষণ,
আপনার মনে অশ্ব ভ্রমিবে ভুবন।
যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী ভিতরে,
ধরিলে যজ্ঞের অশ্ব জিনিব তাহারে।
নিজ বলে ছাড়াইয়া তুরঙ্গ আনিব,
তবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সংকল্প করিব।

উঃ! এত দাম্ভিকতা, এত তেজ, এত মদমত্ততা! রাজা যুধিষ্ঠির কি অর্জ্জুনের বলে, আপনাকে জগতে অদ্বিতীয় বীর ব'লে জ্ঞান ক'রেছেন নাকি? আচ্ছা, আচ্ছা, তাঁর মহাগর্ব্ব আমিই খর্ব্ব ক'র্‌ব। অত তেজোগর্ব্ব, ক্ষত্রিয়-সন্তান প্রবীর

কখনই সহ্য ক'র্‌বে না। প্রিয়তমে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ অশ্ব ধৃত ক'রে আন্‌ছি। (গমনোদ্যত)।

জনার প্রবেশ।

জনা। কোথায় আমার প্রাণপুত্র প্রবীর-রতন!

প্রবীর। কেন মা, কেন মা, ডাকিছ আমায়?

জনা। শুন প্রাণধন!

হেরিলাম প্রাসাদশিখর হ'তে—
উত্তর উদ্যান-মাঝে,
পাণ্ডব-যজ্ঞীয় অশ্ব করে বিচরণ।
দেখিলাম অশ্বভালে তেজোগর্ব্ব-বচন-বিন্যাস।
ধরিলে যজ্ঞীয় অশ্ব,
যুদ্ধে পরাজয় তারে করিবে পাণ্ডব!
উঃ! কি অহঙ্কার! গোপালক কৃষ্ণের আশ্রিত বলি,
এত গর্ব্ব ধরে মনে মনে?
ছাড়ে দ্বারে সিংহনাদ শ্রবণ-ভৈরব,
নীচ-জনে ভীতিমাত্র করয়ে প্রচার।
তাহে কভু বিচলিত হয় বীর-হিয়া?
বীরগণে হেয় জ্ঞান করে তারা!
কুরুক্ষেত্র-রণে, জরাগ্রস্ত
অতি বৃদ্ধ পিতামহ,—দ্রোণে,
সূতপুত্র কর্ণে—আর আর যোদ্ধৃদলে,
ছলে ও কৌশলে—
বীরধর্ম্ম অতিক্রমি—

বধিয়াছে তারা ;
করিয়াছে রণজয়।
তাই ভাবে মনে,
নাহি বীর তাদের সমান !
ধিক্ তা সবার বীর-ধর্ম্মে ! !
তুমি বাছা ক্ষত্রিয়-সন্তান,
বিশেষতঃ জন্মিয়াছ আমার জঠরে,
লভিয়াছ দিব্য শস্ত্রজ্ঞান,
পাল এবে বীরধর্ম্ম,
ধর অশ্ব,
অপাণ্ডবা করিয়া পৃথিবী,
রাখ কীর্ত্তি এই ভূমণ্ডলে।
কেহ নাহি ক্ষত্রগণে, বুঝি প্রাণপণে,
পাণ্ডবের বৃথা গর্ব্ব খর্ব্ব নাহি করে ?
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্রকুল-কুলাঙ্গার সবে !

প্রবীর মাতঃ ! ক্ষম দাসে, নাহি অন্য ভাব মনে।
অযোগ্য সন্তান তব নহি গো জননি !
আমিও নিরখি তাহা হ'য়েছি বাহির,
অশ্ব ধৃত করিব তাহার ;
টুটাইব যত অহঙ্কার।
হেন বীর আছে কি সংসারে, মাতঃ !
প্রবীরে জিনিতে পারে ?
দাও পদধূলি,
দেখিব পাণ্ডব-ভুজে কত বল ধরে। (প্রস্থান)।

জনা। বীরপুত্র তুমি, বীরকার্য্য সাধ বাছাধন।

মদনমঞ্জরী। মা গো, কি রহস্য বুঝিতে না পারি।

জনা। এস বাছা, আমার মন্দিরে,
কহিব সকল কথা।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজধানী-প্রান্তর।

বেগে প্রবীর ও সেনাপতির প্রবেশ।

প্রবীর। এই পথে, এই পথে, সুরম্য চিত্তরঞ্জন অশ্ব তুরাচারগণের মহান্ গর্ব্বযুক্ত জয়পত্র শিরোদেশে ক'রে বেগে ধাবিত হ'য়েছে; নিশ্চয়ই এই পথে।

সেনাপতি। কৈ কুমার! কোথাও তো দেখা যাচ্ছে না! ক্রমে তো আমরা রাজধানীর বহির্ভূত হ'য়ে এলাম। এর পরেই পর্ব্বত, বিশেষতঃ আমরা অস্ত্রবিহীন, সুতরাং এরূপভাবে ওরূপ ভয়াকীর্ণ স্থানের সম্মুখবর্ত্তী হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত ব'লে বোধ হ'চ্চে না।

প্রবীর। যাও মূর্খ ক্ষত্রিয়কুল-কলঙ্ক। ও ছার প্রাণ ল'য়ে কুক্কুর-শৃগালগণের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করগে। নিশ্চয়ই এই পথ ব'লে উপলব্ধি হ'চ্চে। এই যে, এই যে, অশ্বের পদচিহ্ন; এই যে, এই স্থানের লতা গুল্মগুলি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্চে। না, না, আর অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি না; সেই অশ্বের শিরোলিখিত বাক্য স্মরণ হ'লে—অধিকন্তু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের দয়ায় কুরুক্ষেত্রে-যুদ্ধে কটা হীনতেজা কাপুরুষকে বিনাশ ক'রেছে ব'লে, ভীম অর্জ্জুন এরা আপনাদিগকে জগৎপূজ্য অদ্ভুত-বীর্য্যসম্পন্ন ব'লে জ্ঞান ক'রেছে। কিন্তু

প্রবীর যদি সেই যুদ্ধে কোন কার্য্যে ব্রতী থাকতো, তাহ'লে বীর কারে বলে, তা জানতো। ঐ নয়, ঐ নয়, সেই অশ্ব? ঐ তো বটে, ঐ অদূরেই লক্ষিত হ'চ্চে। এস, এস, সেনাপতে! তুমি অস্ত্রশস্ত্র ল'য়ে আমার অনুসরণ কর, আমি এখন চ'ল্লেম। (প্রস্থান)।

সেনাপতি। যাই হোক্, কালের বিচিত্র মহিমা বটে। মহারাজ নীলধ্বজ আমার পরামর্শের কত সুখ্যাতি ক'র্‌তেন। তাঁরি পুত্রের কথা শুন্‌লে, বাঁচ্‌তে আর ইচ্ছা হয় না। কাল্‌কার ছেলে, তার আবার কথা শোন না! আজকাল্‌কার ছেলেদের সঙ্গে পেরে ওঠা ভার। প্রাচীন কর্ম্মচারী যেমন আজকালের নব্যদের চক্ষে অকর্ম্মণ্য, তেমনি তাঁরাও একেবারে অধঃপাতে রসাতলে যেতে ব'সেছেন। যাই হোক, আরো কতদিন বাঁচ্‌তে হবে, কত কষ্টই ভাগ্যে আছে; দেখা যাক্ ভাগ্যের পরিণামটা কতদূর? (প্রস্থান)।

বেগে ভীম, অনুশাল্ব ও বৃষকেতুর প্রবেশ।

অনুশাল্ব ও বৃষকেতু। আর্য্য! এই পথে এসেছে, এই পথে এসেছে, আমরা দুজনেই অশ্বের সুবর্ণ ফলক-জ্যোতিঃ দূর হ'তে দেখ্‌তে পেয়েছি।

ভীম। এসেছে ব'লে তো বোধ হ'চ্চে, কিন্তু কোথাও তো দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনুশাল্ব ও বৃষকেতু। আর্য্য! এই দেখুন, এই দেখুন, এই সেই অশ্বের পদচিহ্ন।

ভীম। আমাদের অদূরেই তো ঐ পর্ব্বত। এই পার্শ্বে রাজধানী।

অনুশাল্ব। আমার বোধ হয়, দেশপর্য্যটনকৌতূহলোদ্দীপ্ত অশ্ব গিরিশিখরেই অধিরোহন ক'রে থাক্‌বে।

ভীম। তা হ'লে তো, আমাদের প্রতি রক্ষকগণের কোন সঙ্কেত থাক্‌তো?

বৃষকেতু। বোধ হয় তারা বিস্মৃত হ'য়েছে।

ভীম। তা কি হ'তে পারে? তারা স্বকার্য্যদক্ষ, বিশেষতঃ যে কার্য্যের জন্ত তাদিগে নিযুক্ত করা হ'য়েছে, তারা কি সে কার্য্য বিস্মৃত হ'তে পারে? না বৎস! তা নয়; আমার বোধ হয়, ঐ অদূরস্থ রাজ্যের রাজা আপন প্রগল্‌ভতা প্রযুক্ত এই অসম-সাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছে। আজ দুরাচার সাক্ষাৎ বিবরস্থ বিষধরকে লগুড় দ্বারা প্রহার ক'রে তার বিষ-নির্গমন দন্ত ক্রোধান্বিত ক'রে দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আরে দুরাচার! অশ্ব ধৃত করা, আর আমার হস্তে মরণ ইচ্ছা করা, একই কথা। ভীমের কোপানল প্রজ্বলিত হ'লে, তোর অসামান্য রাজ্য, অসামান্য ভুজবীর্য্য, এমন কি তোর পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য্য, সকলই অকালে ভস্মসাৎ হবে। ভীষণ ভীম-গদাঘাত, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অথর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, নর, দানব, পিশাচ অথবা যাবতীয় জীবজন্তু যে যেখানে আছে রে, তারা কে ক্ষণকাল সহ্য ক'র্‌তে পারে? বৎস বৃষকেতো! বৎস অনুশাল্ব! তোমরা এই দুর্দ্দৈবের সংবাদ অনুজ অর্জ্জুনকে, আর পাণ্ডবসখা গোবিন্দকে দাওগে, আমি একবার উত্তরদিকে গমন ক'রে উত্তরোত্তর এই দুর্ঘটনার সংবাদ সবিশেষ গ্রহণ করিগে। আর ব'লো, সেই প্রাণের সুহৃদ পাণ্ডবের জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন বিপদতারণ মধুসূদনকে প্রিয় ভেবে, আমার ব'লে

ব'লো, ওহে শ্রীনিবাস, লক্ষ্মীকান্ত, দয়াময় কৃষ্ণ, পাণ্ডবকে আর কত কষ্ট দেবে? অশ্বমেধ যজ্ঞের মন্ত্রণা দিয়ে, বিশেষতঃ সেই কার্য্যের আয়োজন ক'রে, এখন যদি তুমি অর্জ্জুনকে ল'য়ে তত্ত্বকথায় মত্ত ক'রে রাখ, এবং আপনি তাতে অমনোযোগিতা প্রকাশ কর, তা হ'লে কেন সেই সত্যসন্ধ সরলহৃদয় ধর্ম্মরাজ দাদাকে এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়েছিলে? যদি প্রিয় ভেবে হিতের জন্য সেই কার্য্যের আয়োজন, তবে এখন তুমি নিশ্চিন্ত কেন? আর ব'লো, যদি পাণ্ডবকে কষ্ট দেওয়া তাঁর অভিপ্রেত হয়, তা হ'লে তিনি যেন অবিলম্বে দ্বারকায় গমন করেন, তা হ'লে তিনি দেখুন যে, পাণ্ডবকুলধুরন্ধর এক ভীমের দ্বারাই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় কি না? ঐ যে আস্ছেন, যেন কিছুই জানেন না। কেমন সরল, কেমন নধর কোমল ভাব, দেখ্‌লে পরে আমার আপাদমস্তক ক্রোধে প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠে।

অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। এই যে মধ্যম পাণ্ডব মহাশয়! সখে! অশ্ব কোন্‌দিকে গেল।

ভীম। যমের বাড়ীর দিকে।

কৃষ্ণ। (স্বগত) দেখ্‌ছি মধ্যম পাণ্ডব আমার প্রতি অতিশয় ক্রোধান্বিত হ'য়েছেন। আমাকে সবই সহ্য ক'র্‌তে হবে। আমি যখন স্ব-ইচ্ছায় পাণ্ডবসখা নাম ধারণ ক'রেছি, তখন অন্যে আর সহ্য ক'র্‌বে কেন? যাই হোক, এখন মধ্যম পাণ্ডবের সহিত একটু রহস্য করা যাক্। (প্রকাশ্যে) দাদা তুমি যে ব'ল্লে

অশ্ব যমের বাড়ী গেছে, তাহ'লে তো তোমাকেই অগ্রে সেখানে যেতে হবে?

ভীম। দেখ্ কৃষ্ণ! তুই আমার সঙ্গে কথা কোস্‌নে। তোর কথা গুলো সবই আমার কর্কশ লাগে। হাঁরে নির্ম্মম, হাঁরে পাষাণ, এত ক'রেও যদি তোর মন না পাই, তাহ'লে আর কি ক'রে বল্ দেখি তোর সঙ্গে সৌহৃদ্য থাকে? তুই নিজে ব'লিস্, তুই পাণ্ডবসখা, আমরাও জানি তাই; যদি তাই হ'তো, তাহ'লে তুই আজ আমাদের শিরের মণি, পাণ্ডববংশের প্রাণের মণি, যদুমণি, নীলমণি হ'য়ে এত অসন্তোষভাজন হবি কেন? কেন আজ তোর বাক্যই বা আমাদের এত যন্ত্রণাকর হ'য়ে উঠ্‌বে? তুই আজ কোথায় জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাইদিগকে ল'য়ে পরমসুখে বিহার ক'র্‌বি, তা না হ'য়ে তোকে কেন আজ এত কঠিন কথা শুনতে হয়? মা আমার যখন নয়নজলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সেই গত দুর্ব্বিষহ বিপদের সময়—হাঁরে কৃষ্ণ স্মরণ হয় কি?—ব'ল্লেন, বাপ কৃষ্ণ রে এতদিন আমি আমার পাঁচটী রত্ন বক্ষে ল'য়ে পরম যত্নে প্রতিপালন-ক'রে আস্‌ছিলেম, আজ আমি সেই পাঁচরত্নকে তোর অভয়করে সমর্পণ ক'র্‌লাম, তুই রখেতে হয় রাখিস্, আর মারতে হয় মারিস্, কিন্তু দীনবন্ধো! এই ক'রিস, যেন বাছারা আমার তোকে অগ্রে রেখেই সকল বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ হয়। তুইও যেমন সরল, তেমনি ভাবেই ব'ল্লি, মা, আমি এতদিন মায়ের এক ছেলে ছিলাম, আজ আমার আর পাঁচ ভাই হ'লো! এদিগে আমি আমার পাঁচ সহোদর ভিন্ন অন্য কিছু ভাব্‌বো না। মাও তাতে নয়ন-জল সম্বরণ ক'ল্লেন, আমরাও কয় ভ্রাতায় কালাচাঁদ, তোকে

যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেম, তোকে কখন বুকে ক'রে রাখি, কখন বা বুকের রত্ন শিরে ক'রে জগৎ-শিরোমণি ব'লে জগজ্জনকে দেখাই। এইতো হ'লো ভাই, তোর সঙ্গে কথা। কিন্তু এতেও তো তুই আমাদের নোস্, বিশেষতঃ আমার সঙ্গে তোর যেন চিরকাল বৈরভাব।

গীত।

আড়েনা—আড়খেম্‌টা।

কে জানে কপটীর ছলনা চাতুরী হয় কেমন।
জানিরে কপট মায়া কেবল কৃষ্ণ তোর যেমন॥
তব পদাশ্রিত কৃপা-ভিখারী, ভক্তপাণ্ডব হে তোমারি,
ছিছি শ্রীহরি, তায় হ'লে বৈরী, অকূলেতে দিলে বিসর্জ্জন॥
তব মন-কথা কিবা মনে, শত্রুভাব কেন ভীমে,
নয় বল দীনে, ওপদ শরণে, করি পাপ তনু-পতন॥

অর্জ্জুন। দাদা! এটী আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম! যখন পাণ্ডবের জীবন-সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবকে প্রিয় ভেবে স্ব-ইচ্ছায় পাণ্ডবসখা নাম ধারণ ক'রেছেন, তখন কি আপনার প্রতি ওঁর কোন বৈরভাব থাক্‌তে পারে? দাদা, তাহ'লে যে ওঁর পাণ্ডবসখা নামে কলঙ্ক প'ড়্‌বে। আর উনিই যদি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌তেন, তাহ'লে কি আমরা দুর্জ্জয় কুরুযুদ্ধে বিজয়লাভে সমর্থ হ'তেম? না হস্তিনার রাজলক্ষ্মী আমাদের অঙ্কশায়িনী হ'তেন?

ভীম। অর্জ্জুন! তুই চুপ কর্, তুই ছেলেমানুষ, তুই এর কি জান্‌বি। ও বড় কুহক জানে, সেই কুহকে তোকে বশীভূত ক'রেছে, আর দাদার তো কথাই নাই, তাঁকে তো বহুদিন

পূর্ব্বে ভুলিয়েছে। কিন্তু ভীম সে সামান্য কুহকে ভুলে না। হাঁকে গোটা কতক মিষ্টি মিষ্টি কথায় যদি বীর-হৃদয় রমণী-হৃদয়ের মত মুগ্ধ হয়, তাহ'লে আর পাণ্ডবের পুরুষত্ব কোথায়?

কৃষ্ণ। কেন, পাণ্ডবের পুরুষত্ব কি আমা হ'তে কখন হয় নাই?

ভীম। হবে না কেন, তুই যেমন পুরুষ তেম্‌নি হ'য়েছে। তোর গুণের কথা ব'ল্‌তে গেলে, আপন আপন রসনাকে কলঙ্কিত করা হয়। লোকে জানে যে কৃষ্ণই পাণ্ডবের শ্রেষ্ঠধন, কৃষ্ণই ওদের সহায়। কিন্তু আভ্যন্তরিক তত্ত্ব যদি কেউ জান্‌তো, তাহ'লে তারা বুঝ্‌তো যে, পাণ্ডবের অসীম দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মান একেবারে অতলজলধিতলে নিমগ্ন হ'য়ে গিয়েছে। এক কৃষ্ণ হ'তে পাণ্ডবের আকাশভেদী বিজয়-পতাকা রসাতলগত হ'য়েছে; পাণ্ডবগণের সর্ব্বস্ব সেই অমূল্যরত্ন, বীরের যশঃ-প্রতিভা একেবারে নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। কৃষ্ণ রে, স্পষ্ট মুখের উপর কোন কথা ব'লিনে ব'লে তুই জানিস্ যে, তুই পাণ্ডব-দের বড় উপকারই ক'র্‌ছিস্, কিন্তু তো হ'তে যে পাণ্ডবের নাম একেবারে লোপ হ'তে ব'সেছে, তা কিন্তু তুই একবারও ভাবিস্‌নে। অর্জ্জুনের কথা ছেড়ে দে, ও যেমন তোকে পেয়েছে, তুইও তেমনি ওকে পেয়েছিস্। তোদের বলাবল তোরা দুইজনেই জানিস্। কিন্তু মহাবলপরাক্রান্ত ভীম আর কারেও জানে না, জানে তার একমাত্র পূজ্যরত্ন দাদা, আর এই মাত্র গদা। যদি পাণ্ডবের কোথাও পুরুষত্ব থাকে, তাহ'লে এই একমাত্র ভীমের দ্বারাই সেই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। মধ্যমপাণ্ডব, অতো আত্মশ্লাঘা ভাল নয়। যার যত পরাক্রম, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সে তো আমি বিলক্ষণ জেনেছি।

ভীম। জান্‌বে না কেন, এও কি জান না যে, তোমার বিনা সহায়তায় ভীম কত শত ভীষণসমরে জয়লাভ ক'রেছে। আর আমিই বা তোমার সাহায্য ল'য়েছি কোথায় ?

কৃষ্ণ। সাহায্যের কথা পরে ব'ল্‌ব, বিপদের সময় তো একবার বিপদ-তারণ কৃষ্ণ ব'লেও ডেকেছ ?

অর্জ্জুন। তাহ'লে প্রাণাধিক ধন অভিমন্যু-রতনের মৃত্যু হ'ল কেন সখে! কৃষ্ণ হে, যদি কৃষ্ণনামের এত গুণ, তাহ'লে কৃষ্ণগতপ্রাণা সুভদ্রার হৃদয়পিঞ্জরের কৃষ্ণগতজীবন অভিমন্যু, বাছা আমার যখন বিপদের সময় বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে জীবন বিসর্জ্জন দিলে, সখা হে! সে সময়— এই অভাগার সেই সর্ব্বনাশের দিনে—তোমার নিস্তারণ নামের গুণ কোথায় ছিল ? জানি সখে, তুমি নিত্য, শান্তিময়, পূর্ণানন্দ, চিন্ময় ; জানি হে তুমি ধর্ম্ম, তুমি মোক্ষ, তুমি সকলই ; জানি হে জানি, তুমি বিশ্বনিয়ন্তা প্রভো! তুমি অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা, পাপীর পাপত্রাতা, জগৎপাতা হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ; জানি তুমি অক্ষয়, অনন্ত, অজর, অমর ; জানি তুমি জ্যোতির্ম্ময় শ্রীহরি, তবে অভাগার ভাগ্যদোষে সেই সর্ব্বনাশঘটনা সংঘটিত হ'য়ে থাক্‌বে। (রোদন)।

ভীম। অর্জ্জুন, এই মত—এই মত বুঝ্‌বি। কৃষ্ণ, উঃ! মনে প'ড়েছে, তোকে যেদিন বিপদের সময় ডেকেছিলাম, সেই দিন মনে প'ড়েছে।

বৃষকেতু। কোন্ দিন খুল্লতাত!

ভীম। যে দিন সেই ক্রূরমনাঃ দুরাচার জয়দ্রথের নিকট আমি পরাজিত হই।

কৃষ্ণ। যদি সে দিন আমি সহায় না থাক্‌তেম, তাহ'লে এতদিন মধ্যমপাণ্ডবের নাম জগৎ হ'তে লোপ হ'য়ে যেতো।

ভীম। কৃষ্ণ, সাবধান হ'য়ে কথা কোস্! ভীমের সে প্রবৃত্তি নয় যে, একজনের শরণ ল'য়ে আর একজনের নিকট সুখ্যাতি গ্রহণ ক'রবে। ভীম কাপুরুষ নয়, ভীম ক্ষণমাত্র তুচ্ছ প্রাণের জন্য যে, একজন লম্পটের লম্পটতার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌বে, ঈশ্বর যেন ভীমের সে প্রবৃত্তি কখন না দেন। তবে যে সেদিন ভীম অনেক দুঃখে তোকে বিপদ-তারণ ব'লে ডেকেছিল, সে কেবল অন্তরের অন্তরমণি, পাণ্ডববংশের পিণ্ড পাবার একমাত্র ভরসাস্থল, প্রাণাধিক অভিমন্যুর জন্য;—ভীমের তুচ্ছ প্রাণের জন্য নয়। তাতো তো হ'তে আমাদের সে সাধ পূর্ণ হ'ল, তোর কৃষ্ণনামের গুণ বেস বোঝা গেল। তার পর—

অর্জ্জন। দাদা, ক্ষান্ত হোন্, ক্ষান্ত হোন্। কৃষ্ণ একদিন মানবের যে কর্ম্মফলসম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন, দাদা! সেই কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ মানব সে কর্ম্মফলভোগব্যতীত আর কিছু কি ক'র্‌তে পারে? "যা হবার তা হবে" এইটী কর্ম্মসূত্র নাটকের প্রথম অঙ্ক; গর্ভাঙ্কে "তার পর যা কিছু ক'রেছে বা ক'র্‌ছি।" যখন ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং শ্রীমুখে এই উপদেশ-বাক্য ব'লেছেন, তখন দাদা! তাতে মঙ্গলামঙ্গলের দোষ কি? আমাদের যখন জ্ঞান নাই, ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, তখন

আমরা কষ্ট পাব না তো পাবে কে? দাদা, যে আশায় আমরা জড়িত, এখন হ'য়েছে কি? এক অভিমন্যু নয় জীবন-গৃহ আঁধার ক'রে চ'লে গেছে; কিন্তু যদি পুত্রশোক অপেক্ষা আরও কোন নিদারুণ কষ্ট থাকে, তাহ'লেও যে তা আপন বুক পেতে নিতে হবে; তখনও আমরা সে কর্ম্মচক্রের ক্রিয়া কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ব না। দাদা, তাই বলি, ও সব কথা ছেড়ে দিন, ও সব ছেড়ে দিয়ে, সকলই সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় পূর্ণব্রহ্মে সমর্পণ ক'রুন; তিনি যা করান তাই করুন, যা বলান তাই বলুন।

গীত।

দেশসিন্ধু—আড়খেম্‌টা।

ধর দাদা ধর নব-জলধর যে ধরে ভূধর করে হে,
সে কৃষ্ণপদে দাও জীবন-যৌবনধনে।
রবে না ভাবনা ভয় অভয়-পদ শরণে॥
ঐ যে উনি যোগারাধ্য, যাঁহার জগৎ বাধ্য,
দাদা হের গো;—
আঁখি ভরি নীলআঁখি কি অপূর্ব্ব ভাব ভক্তসনে॥

ভীম। ঢের ঢের বলা হ'য়েছে, আমি অমন ভণ্ডামি বুঝিনে। তুই ঐ লম্পটের কথায় একেবারে জ্ঞানের মাথাটা খেয়েছিস্। কিন্তু তুই নিজে ভেবে দেখ্ না, যে নিজে বলে বিলাস ঐশ্বর্য্য কিছুই নয়, সে নিজেই বিলাসীর চূড়ামণি। ধন ঐশ্বর্য্যের জন্য পিতৃভবন পরিত্যাগ ক'রে, নিজে দ্বারকায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন ক'রেছে। এখন বল্ দেখি, সেই লম্পটের কথায় কেমন ক'রে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়?

কৃষ্ণ। মরি মরি, উদরের সঙ্গে সঙ্গে বিধাতা বুদ্ধিরও তারতম্য ক'রে দিয়েছেন।

ভীম। কৃষ্ণ, আমার উদর দেখে বড় ঘৃণা ক'র্‌ছিস্, নিজের উদরের প্রতি বুঝি দৃষ্টিপাত ক'রিস্ নে? সূক্ষ্মদর্শিন্! যার উদরে চতুর্দ্দশব্রহ্মাণ্ড স্থান পেঁয়েছে, তার আজ আবার আমার উদর দেখে হাস্য কেন? ছি ছি লম্পট, এ অবলা গোপবালা পাস্ নাই যে বাঁশীর গানে যমুনা-পুলিনে গিয়ে মনপ্রাণ ভুলিয়ে নিবি। এ হৃদয় বীরের,—বীরের হৃদয় ভুলান বড়ই কঠিন কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। তুমি নিজে বড় সৎ; আমার গোপবালা, তোমার আবার ততোধিক রাক্ষসী!

ভীম। সে কি বাঁশীর গানে?

কৃষ্ণ। না, না, তা কেন, সে ঐ সূক্ষ্ম মধুর ঠামে।

ভীম। তোমার নয় ত্রিভঙ্গবঙ্কিম ভঙ্গি কালরূপ, আমি নয় কদাকার; কিন্তু—

কৃষ্ণ। কিন্তু আর কি, তোমার ঐ যে গভীর শব্দ, সে কেবল মেঘের গর্জ্জন,—বারিবর্ষণের আশা ভরসা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তোমার উদ্ধত-স্বভাব-প্রযুক্ত আপনাকেই প্রধান ব'লে মনে কর, কিন্তু আমি না থাক্‌লে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধেই বুঝ্‌তে যে, যুদ্ধ কি বস্তু।

ভীম। না না যথেষ্ট হ'য়েছে; কৃষ্ণ আমি কাপুরুষ, আমার উদ্ধতস্বভাব-প্রযুক্ত আমি আমার গদাকেই প্রধান ব'লে বিবেচনা করি। না না, আর গদা চাই না, আর কৃষ্ণ!

তোকেও চাই না । দেখ্, এক ভীম হ'তে ভীমের তেজঃপুঞ্জ কি হৃদয়বিদারক ।

শোণিত-লহরী জাগ্ রে জাগ্ রে,
বিস্তার সাহস ধমনীভিতরে,
নাচ্ রে ধমনী তেজঃপুঞ্জ ধ'রে,
কতদিন আর নিদ্রিত রবি !
আর্য্যবংশ হ'য়ে আর্য্যের সন্তান,
আর কত বল্ হবি হতমান,
শৃগাল-শিয়রে ক'রিছে পয়ান,
এ ছার পয়াণে কতই সবি !
ঘোর লম্পটতা ঘেরিয়াছে দেশ,
বাহুযুগে নাই বিক্রমের লেশ,
হায় রে আর্য্যের এই অবশেষ,
হেরিয়ে সে কার্য্য অন্তর জ্বলে ।
জ্বল্ ক্রোধানল জ্বল্ রে আবার,
কুরুক্ষেত্র-রণ হবে পুনর্ব্বার,
বিশ্বধাম হবে করিতে সংহার,
ঘুমাস্‌নে আর ভ্রান্তির কোলে ।
সেই দেখ্ আছে বীরের হৃদয়,
সেই আর্য্যবংশ অনার্য্যতো নয়,
সেই যশোজ্যোতিঃ আছে বিশ্বময়,
সেই রবিশশী গগনে ফিরে ।
ক্ষত্রিয়সন্তানে গোপের নন্দন,
কয় কটু কথা কলুষবচন,

'দে রণ দে রণ' যাহার ভূষণ,
তাহারে নিন্দিবে ভারতে কেরে?
যারে কৃষ্ণ! যারে, ধর্ শরাসন,
পক্ষ কর্ এক ল'য়ে ত্রিভুবন,
শত্রু মিত্র আমি জানি না কেমন,
জানি এ বিনাশ করিব সবে।
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এই পদাঘাতে,
করিব বিচূর্ণ পলক-কালেতে,
কৈ রে কে আসিবি আয় সম্মুখেতে,
ভীমের দাপটে প্রলয় হবে!

অর্জ্জুন। সখে! সখে! এ কি! চক্রধর! আবার এ কি ক'র্লেন? শান্তিময় সুখরজনীতে এ অভ্যাপাত কেন সখে!

কৃষ্ণ। ভয় কি সখে! (ভীমের প্রতি) দাদা, ক্ষান্ত হও, শান্ত হও, অনুজের প্রতি অত কি রুষ্ট হ'তে আছে? অপরাধ হ'য়েছে, আমায় ক্ষমা কর।

ভীম। ক্ষমা কি? কৃষ্ণ, ক্ষমা কি? হাঁরে, আমি কাপুরুষ, আমার বল বিক্রম নাই, আমায় নিকট ক্ষমা কি? আয়, তোর ক্ষমতা থাকে সম্মুখে আয়! আজ ভীমের প্রচণ্ড ক্রোধানলকে তুই জ্বেলে দিয়েছিস্; আজ এই কোপ-বহ্নি, দেখ্‌রে কৃষ্ণ, আব্রহ্মস্তম্ব প্রজ্বলিত ক'র্‌তে পারে কি না?

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ যে আবার মহাবিপদে পড়্‌লেম, পাগলকে রাগান ভাল হয় নাই। হায় হায়! পাণ্ডবদের জন্য আমায় যে কত কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে হবে, তা ব'ল্‌তে পারি না; যাই হ'ক্, এখন সান্ত্বনা করি। (ভীমের পদ ধরিয়া প্রকাশ্যে)

দাদা, যদি ছোট ভাই অন্যায় ক'রে তোমাকে তুটো কথা বলে, তা কি ক্ষমার যোগ্য হ'তে পারে না? দাদা গো, সুখের বৃন্দাবন ও দ্বারকা ফেলে যে তোমাদের তুটো মিষ্টি কথার জন্য হস্তিনায় প'ড়ে র'য়েছি। দাদা, তুমি যদি আমার উপর ক্রোধ কর, তা হ'লে তোমার কনিষ্ঠ কোথায় যাবে দাদা! (ভীমের হস্তধারণ)।

ভীম। মরি মরি কৃষ্ণরে, আয় ভাই কৃষ্ণ, কোথায় যাবি, আয়, বুকে আয়। তোকে বুকে ক'রে সব জ্বালা ভুলে যাই, আয়। তোর ঐ কথা শুন্‌লে সব কথাই ভুলে যেতে হয়। কৃষ্ণ রে! তুই যখন ঐ মোহিনীমায়ায় ত্রিজগৎকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিস্, তখন এই নরাধমকে যে অনায়াসে মুগ্ধ ক'র্‌বি, সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি আছে বল? (কৃষ্ণকে কোলে লইয়া) এস, বৃন্দাবনচাঁদ, এস, আমার একবার হৃদয়ে এস। এস ত্রিভঙ্গ দ্বিভুজ মুরলিধর বাঁকা শ্যাম, এস। এস হে কালবরণ! একবার কাল অঙ্গে পোড়া বুকে শীতলতা দান ক'র্‌বে এস।

গীত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আয়রে কোলে নীলমণি নটবর কালাচাঁদ।
তোরে ধ'র্‌তে হয়রেএমনি ক'রে পেতে দিয়ে ভক্তিফাঁদ॥
হাস একবার বনমালি, অধরে মুরলি তুলি,
(গাও) রাধানাম আধবুলি, সাধ রে মনেরি সাধ॥
যুগলরূপে বৃন্দাবনে, ভুলালে গোপিকাগণে,
(আজ) দেখ্‌ব হরি ভক্তসনে, ভক্তাধীনের কি বিবাদ॥

অর্জ্জুন। কেন সখে! মলিন বদনে রৈলে?

ভীম। হরি, মদনমোহন, কালাচাঁদ, রাগ ক'রেছ কি? জীবন-মাণিক, কাঙ্গাল পাণ্ডবের জীবনসর্ব্বস্ব, বড় ভাই দুটো কঠিন কথা ব'লেছে ব'লে কি অভিমান হ'য়েছে? না ভাই, আর কিছু তোকে ব'ল্‌ব না; কৃষ্ণ রে! যত তুই কঠিন হ, আর আমি তোকে ভুলেও কঠিন কথা ব'ল্‌ব না; কিন্তু ভাই কৃষ্ণ, এই ক'রিস্‌, যেন সেই শেষদিনে,—সেই নিদানকালে তোর এই হতভাগ্য ভীমদাদাকে মনে থাকে। আর হে পাণ্ডবসখে! যখন নিজগুণে পাণ্ডবকে স্বর্ণচক্ষে দেখে, নিজে পাণ্ডবসখা নাম ধারণ ক'রেছ, তখন যাতে পাণ্ডবের উপস্থিত মানাপমানের কারণ এই অশ্বমেধযজ্ঞটী পূর্ণ হয়, তার উপায় বিধান কর।

কৃষ্ণ। মধ্যমপাণ্ডব! সে তো আমার অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। তোমরা পঞ্চপাণ্ডবে আমায় যে কি গুণে বেঁধেছ, তা আমি ব'ল্‌তে পারি নে। আমি নিত্যধাম বৃন্দাবনে থেকে যত আনন্দ না পেয়েছি, ততোধিক আনন্দ তোমাদের কাছে পেয়েছি; অধিক কি, আমি তোমাদের কাছে থাক্‌লে আমার সাধের দ্বারকা, প্রাণময়ী রুক্মিণী, সত্যভামা, পূজ্যপাদ পিতা বসুদেব, স্নেহময়ী মাতা দেবকী কারেও মনে পড়ে না। এক্ষণে অদূরে ঐ পরম ভক্ত নীলধ্বজের মাহিশ্মতীপুরী দৃষ্ট হ'চ্চে। বোধ হয় অশ্ব ঐ পার্শ্বেই গমন ক'রে থাক্‌বে; চল, আমরা সকলে অশ্বের অনুসরণে যাত্রা করি। (গমনোদ্যত)

নেপথ্যে। যেতে হবে না, অশ্ব ধৃত হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। ব্যক্তিটা কে?

নেপথ্যে। নীলধ্বজপুত্র প্রবীর!

কৃষ্ণ। (স্বগত) প্রবীর যে আমার পরম ভক্ত, সেই নাকি?
(প্রকাশ্যে) তবে যুদ্ধই অনিবার্য্য?

নেপথ্যে। আজ্ঞে হাঁ।

কৃষ্ণ। তবে সৈন্যগণকে একস্থানে সমবেত কর। এস সখে! এস, মধ্যমপাণ্ডব! সকলে যুদ্ধোদ্‌যোগে গমন করা যাক্।

ভীম। উঃ, প্রবীরের এতদূর ক্ষমতা! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্বকে ধৃত করে!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর।

অগ্নি আসীন।

অগ্নি। (স্বগত) এখন বোধ হ'চ্চে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ কেবল প্রবীরের ধ্বংসের কারণ। ধরণীর মহাভার সংহার করার জন্যই দয়াময় কৃষ্ণের অবতার। এখন কেবল অবশিষ্ট বিনষ্ট করাই তাঁহার অভিপ্রেত। ভ্রাতঃ প্রবীর! তুমি পরম কৃষ্ণভক্ত হ'য়ে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না যে, যুধিষ্ঠির কার বলে এত বলী? নরনারায়ণরূপী অর্জ্জুন যে তার ভ্রাতা, আপনি স্বয়ং শ্রীহরি ভক্তের ভক্তি-ডোরে আবদ্ধ হ'য়ে,

নিত্যধাম পরিত্যাগ ক'রে হস্তিনায় প'ড়ে রয়েছেন। এরূপ অবস্থায় সেই ভাগ্যবান্ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব কি ধৃত করা কর্ত্তব্য? ভ্রাতঃ! এখনও সময় আছে, অর্জ্জুনের অশ্ব অর্জ্জুনকে প্রত্যর্পণ কর। তা তুমি ক'র্‌বে না; কেননা কাল-চক্রে তুমি এবং তোমার মাতা ঘূর্ণিত। আমি কেবল ত্বদীয় ভগ্নী প্রিয়তমা স্বাহার অনুরোধে তোমাদের এত মঙ্গল চেষ্টা করি, তা কি তোমরা বোঝ না? যাই হোক, এত দিনের পর শ্বশুর মহাশয়ের হৃদিষে বিষাদ উপস্থিত হ'লো, কেননা, তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনে তাঁর আর আহ্লাদের সীমা নাই, কিন্তু এদিকে আবার পুত্রের নিধন-পন্থা আবিষ্কৃত হ'য়েছে। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী জনাই তার প্রধান কারণ। স্বাহার অনুরোধে,আমায় যুদ্ধে যেতে হবে। স্ত্রীবুদ্ধি! হা সরলে! জগদ্বল্লভ গোবিন্দ রণে যার সারথি, তার সঙ্গে যুদ্ধে কি অন্যের জয়াশা সম্ভব? মহাত্মারা পূর্ব্বেই উল্লেখ ক'রেছেন, "জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।" আমি কেন, তেত্রিশ কোটী দেব দেবী প্রবীরের পক্ষ অবলম্বন ক'র্‌লেও প্রবীরের প্রাণরক্ষার কিছুতেই উপায় হবেনা। আমি বিলক্ষণ জেনেছি, প্রবীর যদি যুদ্ধে গমন করে, তা'হলে তার আর কিছুতেই নিস্তার নাই। দেখি, যদি শ্বশুর মহাশয়ের দ্বারা যুদ্ধকার্য্যটা নিবারণ ক'র্‌তে পারি। (গমনোদ্যত)

বয়স্যের প্রবেশ।

আরে ও জামাই বাবু, শোন শোন, আরে ও জামাই বাবু গান শোন।

অগ্নি। কে ও? বয়স্য নাকি?

বয়স্য। এইতো বাবা দেব্‌তা, শেষ্‌টা জেরটা দিয়ে ছাড়লে? ক্ষীরের ডেলাও খেলে, আমাকেও সার্‌লে?

অগ্নি। কি ব'ল্‌ছ, বুঝতে পারছি না।

বয়স্য। দমে ভারি, রেক্তার গাঁথনি, বুঝ্‌তে একটু জুলুম হবে, শেষে মিঠে কড়ায় মজা নেবে।

অগ্নি। বয়স্য! কেন ডাক্‌লে?

বয়স্য। অয়, অয়, অয় বাবা ঐটে এলো জের। তারপর তারপর বল বল, বলে যাও, বলে যাও।

অগ্নি। জেরটা কি বুঝিয়ে বল।

বয়স্য। আরে ম'লো, দেব্‌তা তুমি যে! পেটের ছাঁদ বুঝ্‌তে পার না? জের হ'লো কেন বুঝ্‌লে, তোমার শ্বশুর আমায় বল্লেন বয়স্য, তুমি বাবা আমায় বয়স্য বল কোন্‌ হিসাবে? তাহ'লেই "বাপকো বেটা, সিপাইকো ঘোড়া* *।" বাবা জের এলো না?

অগ্নি। এই, তারপর ক্ষীরের ডেলা?

বয়স্য। এই তো মণি, এত বোঝ দেব্‌তা, ক্ষীরের ডেলাটা বুঝ্‌তে পারলে না? তারপর তারপর, বলে যাও বলে যাও।

অগ্নি। যাও, এখন রহস্যের সময় নয়, যুদ্ধ উপস্থিত, পাণ্ডবগণ দ্বারে সিংহনাদ ক'র্‌ছে।

বয়স্য। অয়,অয়, ক্ষীরের ডেলা ঐটে, বুঝ্‌লে দেবতা? ঐ যে বাবা, নধর চেহারা, রাঙা টুক্‌টুকে মুখখানি, ঈষৎ গোঁপের রেখা, মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি, ভাসা ভাসা চাওনি, কোমল ঢলঢলে ভাব, দেখ্‌লে পরেই কেমন একটা ভালবাসা জন্মায়, লালসা

হয় যে কাছে রাখি, দুদণ্ড চক্ষু মিলে চেয়ে দেখি,হাঁহে দেব্‌তা; ও কি আর ক্ষীরের ডেলা না হ'য়ে যায় মণি? কেবল পাঁচজনে প'ড়ে ক্ষীরের ডেলাটা মাটি কর্‌বার চেষ্টায় আছ বৈ ত নয়? দেখ দেব্‌তা, আমার বড় কান্না পাচ্চে।

অগ্নি। তোমার তাতে কান্নার কারণ কি?

বয়স্য। এই তো মণি, মহারাজ নীলধ্বজ রূপ গোয়ালা, তাঁর পুঁজি পাটা প্রবীর রূপ ক্ষীরের ডেলা, যদি হারা হন, তাহ'লে আমার মত ক্ষীরপ্রিয় গোস্বামী মহাশয়েরা একবারেই যে ভ্যাকা চাকা, দমে সারা হবে। বাবা রাঙা পানতুয়া, খিচুড়ি ভোগ্‌টা থাট্টা দিয়ে সেরে সট্‌কে পড়না ছাই। বাবা লালমোহন, তুমি বরং ক্ষীরের ডেলাটাকে আমাকে দাও, আমি বদনে ফেলে দিয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি। একলা খেও না হজম হবে না। এইবার দেখ বাবা, চোরের উপর বাট্‌পাড়ি হয়।

অগ্নি। যাও মূর্খ, প্রলাপ বাক্য ব'লো না।

বয়স্য। আঃ দেব্‌তা রাগ কেন? বলি, ক্ষীরের ডেলা প্রবীর সে তো তোমারই ছিল। তবে কেন আজ সিংহী এসে ধিঙ্গী হ'য়ে পড়্‌ছে? ওকি, রাণী ঠাকরুণ যে; উনি আবার সাক্ষাৎ দুগ্ধসমুদ্র, ক্ষীরের ডেলার মা কি না? দেব্‌তা সট্‌কে পড়ি এস, যুক্তিতে ভাল যোগাচ্চে না।

অগ্নি। হাঁ, রাণী মা নয় সিংহী, যেন মাহেশ্মতী পুরীর ধ্বংসের কারণ, প্রকাণ্ড প্রচণ্ড থাণ্ডাধারিণী দিগম্বরী করালবদনী মা সিংহবাহিনীরূপে এ রাজ্যে অবতীর্ণা হয়েছেন। ভয়ঙ্করার

ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে আজ এই মাহেশ্মতী পুরী নিস্তব্ধ। এস, বয়স্য! আমরা মহারাজের কাছে যাই। তিনি কি ক'চ্চেন, দেখিগে চল। (উভয়ের প্রস্থান)।

জনা ও প্রবীরের প্রবেশ।

প্রবীর। নমি মাতঃ পদাম্বুজে।
পালিয়াছে আদেশ সন্তান,
তন্ন তন্ন করি,
গিরি বন উপবন
অন্বেষি অশ্বের পেয়েছি সন্ধান,
বন্ধন ক'রেছি বিধিমতে
পাণ্ডব যজ্ঞীয় অশ্ব বটে মাতঃ।

জনা এস বাছা, দিয়াছি অশেষ ক্লেশ।
দীর্ঘজীবি, ধর্ম্মমতি,
মা জাহ্নবী করুন তোমায়,
জাহ্নবীর বরপুত্র তুমি,
আমি দাসী তাঁর, ধন্যা আমি হেন পুত্র পেয়ে।

প্রবীর। ধন্য কি মা! বড় ভয় এবে,
সমরে দুর্জ্জয় শুনি মা অর্জ্জুন,
দুর্দ্ধর্ষ সে ভীম, অতি ভয়ঙ্কর!
আপনি গোলোকপতি নররূপ ধরি,
প্রিয় ভেবে অর্জ্জুনের রথের সারথি।
হাঁমা, এবে তো গো বাধিবে সমর,
কেমনে বিজয় লাভ করিব সে রণে?

গীত।

মঙ্গলবিভাস—আড়্‌খেমটা।

বলি মা তোমায়, কেমনে আমায়,
রণে পাঠাবি গো হায়।
গোলোকের হরি, নররূপ ধরি,
ভূভার হরিতে এসেছেন ধরায়॥
অর্জ্জুন সামান্য নয়গো জননী,
তাঁরে কৃষ্ণ সখা বলেন আপনি,
নর নারায়ণ, ইন্দ্রের নন্দন,
তার সনে রণে জয়াশা কোথায়॥

জনা। প্রবীর, প্রবীর! কেন মলিন বদন?
পেয়েছ কি ভয় অভয়ার বর-পুত্র হ'য়ে?

প্রবীর। জননি গো!
ভয়ে মোর আকুল পরাণ।
বাক্য নাহি সরে, না বুঝি অন্তরে,
কেন কাল বিষধরে করিনু প্রহার,
যেন মাগো! এ সংসার আঁধার তমসা।

জনা ছি ছি বাছা
কেহ যেন নাহি শুনে হেন কথা মুখে।
ক্ষত্রিয় তনয় তুমি,
প্রাণ-দাস কবে হয় ক্ষত্রিয়নন্দন!
ভীরু সে ক্ষত্রিয় কোথা ধ'রেছে ভুবন?
ক্ষত্রিয়ের রণ দেহের ভূষণ,

ক্ষত্রিয়ের রণ মোক্ষের ভবন,
ক্ষত্রিয়ের রণ জীবন-রতন,
ক্ষত্রিয় তনয় কোথা রণভয়ে হয় অচেতন ?
এ কথা শুনিলে লোকে,
দিবে গালি শতমুখে,
সে কলঙ্ক-মহাভার হবে না মোচন।
আর যদি অকাতরে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তরে,
ছার প্রাণ দাও বিসর্জ্জন,
তাতে নাহি অপমান,
যশোগান,
জ্বলন্ত অক্ষরে, অনন্ত কালের তরে,
রবে লেখা প্রকৃতির গায়ে।
ক্ষত্রিয়ের বীরহিয়া নাচিবে হেরিয়া
প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তব ধেয়াবে চরণ
কত সুখ তায় বাছা !
আর যদি ক্ষত্রিয় তনয়
রণনামে পায় ভয়, শৃগালের ন্যায়,
ছিঃ ছিঃ ! নরকেও স্থান নাই তার।

প্রবীর। জানি মা সকলি,
নহি মাতঃ রণেতে কাতর।
ভীষণা ফণিনী জননী গো যার,
তার শিশু কবে নতশিরে থাকে ?
উদিলে মা, নব ঘন বিমান উপরে,
করে মা গো, ময়ূর ময়ূরী

নেহারি সে মেঘমালা, উৎফুল্ল না হয় ?
ভাবে কি তাহারা,
জলধর ধরে হৃদে বজ্র ভয়ঙ্কর ?

জনা। সাবাসিরে সাবাসিরে পুত্র তোরে।
ধন্যা আমি গর্ভে তোরে করিয়া ধারণ।
তো হ'তেরে তোর পিতা মাতা,
বহু খ্যাতি লভিবে ভারতে।

প্রবীর। (স্বগতঃ) কেন প্রাণ অনুক্ষণ কাঁদে,
হায়! যেন কিছু হারাই হারাই,
শান্তি নাই এ পোড়া পরাণে।
শূন্য হেরি আকাশ ভুবন।
কেন, একি চিন্তা ?
কি চিন্তা আরেরে মন,
কি চিন্তারে তোর,
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক্ হবে ফললাভ।
আপনি কৈবল্যপতি,
আসিবেন রণে ভকতের হেতু,
ভক্তি-যুদ্ধ দেখাব তাঁহায়।
ভক্তাধীন হরি, ভক্ত ভক্তি দুয়ে
বাধিবে সমর।
দেখিবে জগত-জনে,
সমরের পরিণাম নির্ব্বাণ-আলয়।

জনা। কি ভাবিছ মনে মনে বাছা ?

প্রবীর। কি আর ভাবিব মা ?

(স্বগত) প্রাণের ভাবনা এই,
কবে দীনবন্ধু হরি সনে দেখা হবে মোর?
কবে হৃদয়ের দ্বার খুলে, হৃদয়ের ধনে,
হৃদয় ভরিয়া দিব প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি;
কবে ভক্তিযুদ্ধ দেখাব তাঁহায়।

জনা। যাও বাছা শয়নমন্দিরে;
সারা দিন পরিশ্রমে শ্রান্ত-কলেবর;
শ্রান্তিহারা নিদ্রাকোলে
বিরাম লভরে ক্ষণকাল।
যাই আমি—
তোমার মঙ্গল লাগি জাহ্নবীমন্দিরে,
দেখি মা কেমনে,
কি ব'লে সান্ত্বনা দেন দুঃখিনী বালারে। (প্রস্থান)

প্রবীর। (স্বগত) ধন্য মা তুমি! আজ আমি তোমার কৃপায় কৃপাময় কৃষ্ণের যুগল পাদপদ্ম দর্শন ক'র্‌তে পা'ব। দয়াময় হরি হে, প্রাণ যে বড় আকুল হ'লো। তোমায় দেখবার ইচ্ছা আমার অত্যন্ত বলবতী হ'য়েছে। সেই নবীন জলধর সদৃশ শান্ত মধুর মনোমোহন মূর্ত্তি দেখ্‌তে প্রাণ অতিশয় কাতর হ'য়ে প'ড়েছে। মনে হ'চ্চে, যেন এই দণ্ডে গিয়ে তোমায় একবার প্রাণ ভ'রে প্রাণের আশা মিটিয়ে, দর্শন ক'রে আসি। কিন্তু তা যে হবার উপায় নাই। গুরুদেব আমায় ব'লেছেন, প্রচ্ছন্নভাবে স্ত্রীপুরুষে কৃষ্ণ আরাধনা ক'র্‌বে; তা যেন তোমার মাতা ঘুণাক্ষরে না জান্‌তে পারেন। জগন্নাথ! আর কতদিন সেরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাক্‌ব। দয়াময়, আর যে

থাক্‌তে পারি না। এস এস নাথ! একবার আমার হৃদয়-পদ্মে পাদপদ্ম দিয়ে প্রাণের পিপাসা শান্তি ক'র্‌বে এস।

গীত।

লুম্‌ঝিঁঝিট—লোফা।

কোথায় শ্রীহরি হে নারায়ণ।
প্রাণের আশা আজ মিটাও হে নাথ,
ও মধুর কান্তি দেখাও হে নাথ, হে নারায়ণ।
ধন, জন, পরিজন, ও পদে যাক্ জীবন,
ওপদে মিশিতে সাধ ত্যজি কামিনী কাঞ্চনে,
কামনা থাকিতে কোথায় কে পায় তোমা ধনে,
(তাই ক'রেছি ত্যাগ পাপ মায়া বাসনায়,
তোমা ধনে পাব ব'লে গুরু উপদেশে), হে নারায়ণ ॥
চরণ-সরোজে মিশাব এ কায়,
সে সাধ আমার বল কবে মিটাইবে,
তোমার প্রেমের হাটে কবে নাচাইবে ;
(রূপ গর্ব্ব যাবে,মান অভিমান পলাইবে) হে নারায়ণ ॥

প্রবীর। (স্বগত) গুরুবাক্য কিরূপে অবহেলা করি। তিনি মদীয় মাতাকে শক্তিভক্ত ও পূজ্যপাদ পিতাকে কৃষ্ণপরায়ণ দেখে, আমায় গুপ্তভাবে কৃষ্ণ আরাধনা কর্‌বার উপদেশ দান করেন। আমিও তাতে স্বীকৃত হই কিন্তু আর যে গুপ্তভাবে থাক্‌তে পারি না। দয়াময় কৃষ্ণের আগমন-কথা শুনে প্রাণ একবারে সুখের হিল্লোলে নৃত্য ক'য়ে উঠ্‌ছে। কৈ

কোথা হে ভক্তবল্লভ, কোথা হে জীবের জীবন জনার্দ্দন কিরূপে আপনার দর্শন পাই! গুপ্তভাবে যদি যাই, তাহ'লে ত মাতৃ কোপানলে ভস্মসাৎ হই, শক্রভাবে গেলেও পিতৃ কোপানল। তবে শুনেছি, শক্রভাবে তোমার কাছে গেলে, আর ভবপারের কোন ভয় থাকে না। তাই যাব। দুরাচার কালীয় যখন শক্রভাব অবলম্বন ক'রে—অনায়াসে মুক্তিধন লাভ ক'রলে, তখন তাকে আদর্শ ক'রে যাতে এই দুস্তর ভয়ঙ্কর ভবার্ণব হ'তে উদ্ধার লাভ ক'র্‌তে পারি, আজ তারি উপায় দেখ্‌বো। আজ দেখ্‌বো হরি! আজ দেখ্‌বো, কেমন ক'রে তুমি ভক্তের চখের জল দেখে স্থির হ'য়ে থাকৃতে পার? আজ দেখবো অর্জ্জুন, আজ দেখবো হে কৃষ্ণসখা ধনঞ্জয়! তুমি কেমন ক'রে ভক্তসখা গোবিন্দকে আপন ভক্তিডোরে বেঁধে রেখেছ। আজ দেখ্‌বো হে পাণ্ডব! আজ দেখ্‌বো হে কৃষ্ণপ্রিয় পাণ্ডুতনয়গণ! তোমাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণধন কেমন ক'রে আজ ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

অগ্নিকর্ত্তৃক ধৃত উন্মত্তপ্রায় নীলধ্বজ, বয়স্য, মন্ত্রী ও অগ্নির প্রবেশ।

নীলধ্বজ। না, না মন্ত্রিন্! আর আমায় ধ'র্‌তে হবে না; এখন আমার প্রাণাধিক প্রাণপুত্র প্রবীরকে আমায় দেখাও। আমার অন্তিমের সম্বল, অন্ধের যষ্টি, প্রাণের উদ্দীপনী শক্তি প্রাণপুত্র তো এখনো অর্জ্জুনের সহিত রণে প্রবৃত্ত হয় নাই? বল মন্ত্রিন্! কোথায় আমার সেই দুগ্ধপোষ্য সুকোমল সুকুমার শিশু, কোথায় আমার পিতৃবৎসল মিষ্টভাষী প্রবীর।

মন্ত্রী। মহারাজ! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। চিত্তবৈকল্যের কারণ কি? কুমার এখনও যুদ্ধে যান নাই। ঐ দেখুন, কুমার এই স্থানেই আছেন।

নীলধ্বজ। কৈ মন্ত্রিন! আমার প্রবীর কৈ, আমার একমাত্র বংশের পিণ্ডপাবার ভরসাস্থল, কৈ আমার সাধনের প্রাণধন পুত্ররত্ন?

প্রবীর। পিতঃ! কেন এত ব্যাকুল হ'চ্চেন? এই যে আপনার হতভাগ্য সন্তান।

নীলধ্বজ। প্রবীর রে, আয় বাপ কাছে আয়। আমার মৃত জীবনে প্রানদান কর বাপ। অর্জ্জুনের অশ্ব অর্জ্জুনকে প্রত্যর্পণ কর, যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; আমি কথনই তোকে সেই কাল যুদ্ধে পাঠাব না।

প্রবীর। পিতঃ! যথন অর্জ্জুনের অশ্বকে সগর্ব্বে বন্ধন ক'রেছি, এবং শত্রু যথন দ্বারে উপস্থিত তথন যদি সেই অশ্ব অর্জ্জুনকে প্রত্যর্পণ করি, তাহ'লে ক্ষত্রিয় ব'লে কে আমাদিগকে সম্ভাষণ ক'রবে?

নীলধ্বজ। নাই করুক, তাতে দুঃখ কি? স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মের নিকট আর মানাপমান কি বাপু।

বয়স্য। তাতো ঠিক কথা মণি; তার চেয়ে সদ্ব্যয় কর, অতিথি সৎকার কর, মানে একবারে পয়মাল হ'য়ে যাবে।

প্রবীর। পিতঃ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি কথনই অর্জ্জুনকে অশ্ব প্রত্যর্পণ ক'রব না।

অগ্নি। ভ্রাতঃ প্রবীর! তুমি এথনও বুঝ্‌তে পাচ্চ না, কার সঙ্গে

বিবাদে প্রবৃত্ত হ'চ্চ? এর পর যে হৃতবল হ'য়ে, অর্জ্জুনের অশ্ব অর্জ্জুনকে প্রত্যর্পণ ক'র্‌তে হবে।

বয়স্য। তখন হাতে দিবে মাকু, ভ্যা করাবে বাপু। তুমি একে ক্ষীরের ডেলা, তাতে আবার হরির খেলা, একবারে সব থ্যাক্ হ'য়ে যাবে চোখে কাণেও দেখতে পাবে না।

প্রবীর। আমি সব জানি, কিন্তু জেনে শুনে কি ক'র্‌ব্? একদিকে প্রতিজ্ঞা, অন্য দিকে মাতৃ আদেশ, কোন্ দিক অমান্য করি।

মন্ত্রী। তবে কি পিতৃ আদেশ অবহেলার যোগ্য?

প্রবীর। আজ্ঞে, তাই বা বলি কিরূপে?

নীলধ্বজ। বৎস! আমি তোর বৃদ্ধ পিতা। আমি কেবল তোর স্নেহপাশে আবদ্ধ হ'য়ে, এখনও বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করি নাই। তোর চাঁদমুখ দেখে সংসার কারাগারের নিদারুণ যন্ত্রণা ভুলে র'য়েছি, এখন তোর যা ধর্ম্মে হয়, তাই তুই কর। আর যদি যুদ্ধই অনিবার্য্য হয়, তাহ'লে বল, আমি এখনি দন্তে তৃণ ক'রে সেই নারায়ণের নিকট যাই এবং তাঁর পদতলে এই অসার জীবন পরিত্যাগ করিগে। আমি প্রাণ থাক্‌তে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে দোব না। হরি হে অনাথবন্ধো! কেন হতভাগ্যের সহিত আরও ছলনা ক'চ্চেন? আমার প্রবীরকে [illegible] দিন, আমি যেমন আপনার দাস, তেমনি দাসের পুত্রকে দাস ক'রে, আপনার কোমলপদের শীতল ছায়া দান করুন।

প্রবীর। (স্বগত) তাইতো কি করি? পিতৃ-আদেশ অলঙ্ঘ্য। গুরো! এস, আমি বড় বিপদে প'ড়েছি। আমি কোন্ বাক্য

রক্ষা, আর কোন্ বাক্য লঙ্ঘন করি? এস গুরো! ও পদ মস্তকে' দাও, আমি অবোধ, বুঝ্তে পার্ছি না, আমার বড় ভয় হ'য়েছে।

গীত।

মিশ্র দেশমল্লার—লোফা।

গুরো দাও হে দাও হে অভয় রতন।
এ ঘোর সাগরে যায় হে জীবন ॥
ও তায় কর্ণধার দেখি না হে,
গুরো তোমা বিনে আর অন্য জন॥
তাই ভব-তুফানে ডাকি তোমায়,
চরণ দানে কর উপায়;
গুরো ভবৌষধি ইষ্টমন্ত্রদানে,
নাশ মনের বিকার নিজগুণে,
ও তাই অভয় চরণ করি স্মরণ,
যদি গুরু স্মরণ করি পাই মোক্ষধন ॥

নীলধ্বজ। প্রবীররে! তুই কোথায় অশ্ব রেখেছিস্, তাই বরং বল্? আমি না হয় অর্জ্জুনের অশ্ব অর্জ্জুনকে প্রত্যর্পণ ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা লইগে। তাতে দয়াময় কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি দন্তে তৃণ ক'রে তাঁর পা ধ'রে ক্ষমা লব; আর ব'লব, আমার অবোধ পুত্র বুঝ্তে না পেরে এই কুকার্য্য ক'রেছে, তাকে আমার অনুরোধে এবারকার মত ক্ষমা ক'রে শ্রীচরণে আশ্রয় দিতে হবে। তখন সেই দীনবল্লভ দয়া না ক'রে কিছুতেই থাক্তে পার্বেন না।

জনার প্রবেশ।

জনা। কহ নৃপ!
বিরল পুরীতে পশি,
পাচে মিশি, কোন্ শিক্ষা দিতেছ পুত্রেরে?
নীতি-শিক্ষা? ভীরু-নীতি যাহা বুঝি?
পাণ্ডব শিয়রে, হুহুঙ্কার করে,
আলোড়িয়া ক্ষত্রিয় হৃদয়।
ভাবহে স্বামিন্!
ক্ষত্রিয়ের পাশে দেখাবে কেমনে মুখ?
পুত্র ধায় বীরত্ব কারণ,
তুমি তারে কর নিবারণ,
নরনারায়ণ ভাবি অর্জ্জুনেরে।
হেন শিক্ষা দেয় কিহে কভু,
ক্ষত্রিয়-জনক হ'য়ে, আপন পুত্রেরে?
হায় ভীরো! রহ গিয়া অন্তঃপুরে,
বিলাস-আলয়ে, পুত্র নাহি চায় কারে।

নীলধ্বজ। শুন জনা! কেন সাধ হরিষে বিষাদ!
কার সনে বিসম্বাদ করিবে প্রবীর?
কৃষ্ণার্জ্জুন সনে রণ সম্ভবে কখন?
ধরণীর ভার করিতে সংহার,
অবনীতে অবতার তাঁর।

জনা। (স্বগত) এই কিরে ক্ষত্রিয়-আচার?
কেন হেন জনে মাল্য করিনু প্রদান?

মানামান বোধ নাহি যার, আমি হই নারী তার,
হায়! ধিক্ হেন ক্ষত্রিয়বালার প্রাণে।
(প্রকাশ্যে) শুন শুন, ক্ষত্রিয়নন্দন! শুন শুন, বীরগণ!
ধর শর তরবার, ছাড় ভীম হুহুঙ্কার,
ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কার দেখাও জগতে।
সাহসে বাঁধিয়ে হিয়া, নাচাও উৎসাহ দিয়া,
ধমনী ধমনী ব'য়ে নাচুক শোণিত;
মোহিত হউক ধরা ক্ষত্র-পরাক্রমে।
সম মত্ত করিবর, হও বদ্ধপরিকর,
নাগ নর থরথর করুক অচিরে।
পুত্র মরে যাক্ রণে, তাতে ক্ষুব্ধ নাই প্রাণে,
ক্ষত্রিয়ের রণমৃত্যু পরম গৌরব।
ক'রো না ক'রো না ব্যাজ, পর রে সমর সাজ,
সাজরে সৈনিকবৃন্দ কৃপাণ লইয়া;
নিদ্রিত ক্ষত্রিয়গণ ওঠ রে জাগিয়া।
থাক নৃপ, হীনতেজা পাত্র মিত্র সনে,
চল পুত্র! সাজাইব বিবিধ রতনে;
হেন পিতৃবাক্য কভু না শুনিও কাণে।

[প্রবীরের হস্ত ধরিয়া জনার প্রস্থান।

নীলধ্বজ। (ক্ষিপ্তের ন্যায়) অহো দুগ্ধ দিয়া এতদিন
পোষিলাম কালনাগিনীরে!
জনা! জনা! নাগিনি! নাগিনি!!
রাজ্যধ্বংস, বংশলোপ,

করিলিরে তুই এতদিন পরে ;
ধর ধর সবে আমার প্রবীরে। (গমনোদ্যত)।

বেগে মদনমুঞ্জরী ও স্বাহার
প্রবেশ।

মদনমুঞ্জরী। পিতঃ! পিতঃ! পতি ভিক্ষা দাও
এই বিধুরা বালারে। (রাজার পদতলে পতন)।

নীলধ্বজ। কে মা তুমি ?

স্বাহা। পিতঃ! পুত্রবধূ তব মদনমুঞ্জরী,
পতিলাগি আজি পড়ি তব পদতলে।

নীলধ্বজ। ধিক্ ধিক্, অহো,
কনক-মৃণালযুক্ত
কোমল কোরকে—জনা, ছিঁড়িতে বাসনা তোর।
ধিক্ আমি রাজ্যেশ্বর!
যাও মাগো সতীলক্ষ্মী,
কৃষ্ণ আরাধিয়ে পতি ভিক্ষা মাগ তাঁর ঠাঁই ;
এস যাই সচিবরতন, বিজন ভবনে।

[নীলধ্বজ মন্ত্রী, অগ্নি ও বয়স্যের প্রস্থান

মদনমুঞ্জরী। কি করি কোথায় যাই,
পতি ভিক্ষা পাব কার ঠাঁই ?

স্বাহা। জানি কৃষ্ণ দয়াময়,
শান্তিময় তিনি,
চল যাই তাঁর ঠাঁই পাণ্ডব-শিবিরে,
সযতনে পূজিগে চরণ।

গীত।

বিভাস—কাওয়ালি।

প্রাণের ব্যথা যে বুঝ্‌তে পারে, ব'ল্‌ব তারে যতন ক'রে।
আমি যারে ভাবি সদা, ভাবে আবার যে আমারে॥
রাখ্‌ব ব'লে সযতনে, যে ঘুরে গো নিশি দিনে,
ক্ষুধাকালে আহার দানে, ক্ষুধাতৃষ্ণা যে দেয় দূরে॥
থাক্‌বে ব'লে মনের সুখে, স্নেহ দিয়ে মায়ের বুকে,
ঘুরে বেড়ায় আশে পাশে, মায়ার বাঁধন বাঁধে জোরে;
জানি না তাঁর নিবাস কোথা, নাম কিবা তাঁর পিতা মাতা,
ভক্তিতে তাঁর সবি গাঁথা, চল দেখি যাই ভক্তের দ্বারে॥

মদনমুঞ্জরী। আজি ভিখারিণী সাজিব সজনি,
দেখি পাণ্ডবের মণি কত ছল করে।
চল ভাই, সেই স্থানে,
পতি চাই নারায়ণে,
না পাইলে এ জীবন করিব বর্জ্জন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব-সৈন্যনিবেশ-দ্বার।

ত্রিশূল হস্তে মহাদেব আসীন।

মহাদেব। ব্যোম্ ব্যোম্ বব বম্ বম্,
হরি হরি হরি বব বম্ বম্
শঙ্কর শঙ্কর, হর হর হর,
হরি হরি হরি, বিপদ সংহর।
ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম হরি হর। (পরিভ্রমণ)।

সুদর্শনহস্তে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। অতি সাবধানে আজি নিশি, শিবির দুয়ার
রক্ষ মহাদেব, এই দেশ দুর্ম্মদ, অজেয়,
নর-নারী সমর-নিপুণ,
রিপুগণ মহাবলশালী।

মহাদেব। বনমালি!
কিবা ভক্তিডোরে বেঁধেছে পাণ্ডব মোরে;
বুঝিতে না পারি, কহ হরি,
আর কতদিন বাঁধা রব পাণ্ডব-দুয়ারে?
তুমিই বা কতদিন আর,
মায়াভার হৃদে ধরি ভুলাবে সংসার?

হে শ্রীপতে!
করিহে মিনতি, ত্যজ নরকায়,
লীলাময়, পাণ্ডবের কর লয়,
চল সবে বৈকুণ্ঠভুবন, ছাড়ি আমি ভক্তের বন্ধন।
বৈকুণ্ঠের সেই শূন্য সিংহাসন
হেরি দেব দেবী কাঁদে অনুক্ষণ।

কৃষ্ণ। দিগম্বর! সম্বর ক্ষণেক কাল;
টুটাইব মায়ার জঞ্জাল,
রাজা যুধিষ্ঠির করে যজ্ঞ
অশ্বমেধ;
পূর্ণ হ'লে যজ্ঞ তাঁর, তেয়াগিব মায়াভার,
স্বীয় যদুবংশ ধ্বংস করি, যাব গোলোকমাঝারে,
বুঝিব না আপনার, দারা, পুত্র, পরিবার,
দ্বারকার সে মাধুরী হইবে সংহার;
আমার শোকের ভার, নারিবে সহিতে আর,
প্রিয় মোর পাণ্ডবীয়গণ;
আত্মহারা হ'য়ে শেষে পাইবে নিধন।

মহাদেব। হে মুরারে দানবারে!
চক্রধর! তব চক্র ভেদিবারে কার সাধ্য আছে?
ধন্য পুণ্যবল ধরে পাণ্ডুর তনয়,
তাদের পুণ্যের বলে, হরি, রুদ্র বাঁধা দ্বারদেশে।
ধন্য তব দ্বাপরিক লীলা।
কোটী কোটী প্রণিপাত করি রাঙা পায়।

(প্রণাম করিতে উদ্যত)

কৃষ্ণ। হর হর তব অই চরণ-কৃপায়।

মহাদেব। হরি হরি অনাদি অব্যয়!
হৃষীকেশ!
কহ সবিশেষ,
কেন আজি এত ব্যস্ত শিবিররক্ষণে?

কৃষ্ণ। বড় ভয় মনে, আজি রিপুগণে
বিশেষতঃ প্রিয়ভক্ত প্রবীররতনে।
পাছে কেহ প্রবেশয় পাণ্ডব-শিবিরে,
তাই হে দ্বারীর কার্য্যে নিয়োগি তোমারে।

মহাদেব। আর যদি দেব, কোন ভক্ত আসে দ্বারে?

কৃষ্ণ। ভক্ত কাছে অবারিত দ্বার,
ভক্ত সনে নিশি দিনে বিহার আমার,
প্রচার সংসারে ভক্তাধীন আমি।
ভক্তপদে কণ্টক ফুটিলে, দন্তে তুলে দিই ফেলে,
ভক্ত মোর জীবনরতন,
হেন ভক্তে অনাদর কোথায় শঙ্কর!
রক্ষদ্বার পাণ্ডব-শিবিরে,
নিশার প্রভাতে হবে তুমুল সংগ্রাম। (প্রস্থান)।

মহাদেব। ধরণীগৌরব, অতুল পাণ্ডব,
ধন্য রে ভারত ধরে।
ধন্য যুধিষ্ঠির, সুমতি সুধীর,
ধন্য ধনঞ্জয় বৃকোদরে॥
তুষিলা কি ক্ষণে, তুমি রে অর্জ্জুন,
কিরাত কবচে বধি।

সেই সে কারণ, আমি মহেশ্বর,
বাঁধা দ্বারে নিরবধি ॥
সুখের যামনী, নিস্তব্ধ বিজনে,
কোথায় করিব যোগ।
অহংরাগ ধরি, সাধিব শ্রীহরি,
তা না হ'য়ে কষ্টভোগ ॥
সুখের সাধনা, হ'ল না হ'ল না,
পারি না পারি না আর।
আয়রে পাণ্ডব, দেখ্ রে দেখ্ রে,
দেখ্ রে ধুর্জ্জটীর ভার ॥
সারা নিশা যায়, তোদের দুয়ারে,
চাস্‌নে মিলিয়ে চোক।
ভক্তের গৌরব, পারি না নাশিতে,
তাইরে পাইরে শোক ॥
হরি হরি হরি, বৃথা দিন যায়,
রেগ না রেগ না নাথ।
হে নীলকমল, অন্তিম সম্বল,
অন্তিমে কর হে সাথ ॥
ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম, ববোম ববোম্,
শিঙ্গারে বাজরে বাজ।
শ্যাম নটবরে, সাজাবি যদি রে,
মধুর মোহন সাজ ॥
দ্বিভুজে মুরলি, নব নটবর,
পরা শিরে শিখিপাখা।

গোপিকা-বিলাসী, শ্রীরাধা-পিয়াসী,
আমরি আমরি বাঁকা !!
ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ ববোম্ ববোম্
গাও বীণ গৌরী স্মরি ।
গভীর আরাবে, সাধরে খাম্বাজে,
বিহাগ আলাপ করি ॥
ঝন্ ঝন্ ঝন্, ছাড়রে ঝঙ্কার,
সংযোগ হরির পায় ।
ঘুমাও না আর অলস আবেশে,
কাল তো কাটিয়ে যায় ॥
ওরে ওরে বীণ, নাচাও কুমারী,
নাচাও হিমাদ্রি-চূড়া,
নাচারে কানন, নাচারে ভুবন,
জাগুক নিদ্রিত ধরা ॥
বিশ্ব হ'তে বিশ্ব, কোটী বিশ্ব যেন
গর্জ্জিয়া সিন্ধুর পানে ।
হরি হরি ব'লে অনন্তে মিশায়,
আনন্দ-উৎফুল্ল প্রাণে ॥
ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম, ববম্ বম্,
থিয়া তাথিয়া তাথিয়া—
ভং ভং ভোরং ভোরং জাগরে পিনাক,
জাগরে জাগরে জাগ ।
হরিপদে মজ, রক্ষরে পাণ্ডব,
হয়ের আদর ভাগ ॥

ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্, বববম্ বম্,
হরি ব'লে নাচয়ে হর।
গভীর নিশায়, বল্ হরিবোল,
জগৎ-নিবাসী নর॥

গীত।

খট্‌ভয়রাম—একতালা।

গাও জীব হরি-মহিমা।
বেদান্ত আগম নিগম পুরাণে,
বটপত্রশায়ী হেরি নারায়ণে,
বর্ণনে অক্ষম দিতে নারে সীমা॥
কারণ জলে যাঁর নিধন উদ্ভব,
শবাসনে ভাবি করি ব্যোম-রব,
হেরি শূন্যময়, বলি মনোময়,
দীননাথ! ঘুচাও এ ভ্রম-কালিমা॥
সেই এক হ'তে হ'লো বিশ্বধাম,
যোগমায়া আদি যোগের বিরাম,
সে যোগ সংযোগে সঙ্ঘটে নির্ব্বাণ,
জীবে লভে পুণ্যফল;—
তাই বলি জীব জাগরে জাগরে,
শ্রীহরি চরণে মজরে মজরে,
গাও প্রাণ খুলি, হরি হরি বলি,
জপ হরিনাম গুণগরিমা॥

মহাদেব। নিশি হলো দ্বিতীয় প্রহর,
পাণ্ডব-শিবিরে জাগে হর,
পরিহরি কৈলাসশিখর।
নারি যেতে কোথা আর,
পাণ্ডবের ভক্তি ডোর ছিঁড়ি,
ধন্য ধন্য ধন্য পাণ্ডুর তনয়।

যোদ্ধৃবেশে স্বাহা ও মদনমুঞ্জরীর

প্রবেশ।

স্বাহা। কে হে তুমি জটাধার, ভৈরব-মূরতি,
প্রাচীন স্থবির, নিশা দ্বিপ্রহরে
পাণ্ডব-শিবির-দ্বারে?
ছাড় দ্বার, যাব কৃষ্ণদরশনে।
সঙ্গে আসে পতি লাগি বিধুরা অবলা
ভ্রাতৃনারী মদনমুঞ্জরী, পরমা বৈষ্ণবী,
কৃষ্ণদরশনে আশা তার,
তাই বলি ছাড় দ্বার, ওহে হে স্থবির।

মহাদেব। কি কহ সুন্দরি!
নারি ছাড়িবারে দ্বার;
পাণ্ডবশিবির আজি রক্ষে শূলপাণি।

স্বাহা। হর হর শ্রীচরণে করি প্রণিপাত।
আঘাত দিও না প্রাণে করি যোড়হাত॥

মহাদেব। কি করিব সতি।
করো না মিনতি,

নারি দ্বার ছাড়িবারে,
বাঁধা আমি এই সত্যে পাণ্ডব-দুয়ারে।

স্বাহা। কি কহ শঙ্কর! জ্ঞানে তুমি পরম পণ্ডিত;
ভক্ত-কাছে কবে আছে আবদ্ধ দুয়ার?
বিশেষতঃ তুমি পরম বৈষ্ণব,
ত্যজিয়াছ সব বিষয় বিভব,
সত্ত্বময় শ্রীহরির লইয়া আশ্রয়,
জানি তাঁর কোমল হৃদয়।
কহ হে পরমজ্ঞানি, তবে কোন্ জ্ঞানে
নিবার যাইতে ভক্তে তাঁহার সদনে?
এই বুঝি ভক্ত-সখা নাম?
ভক্তাধীন হর, ব্যক্ত ত্রিসংসারে?

মহাদেব। বদ্ধ আমি সত্য-পণে,
ভঙ্গ করিব কেমনে,
কেন প্রাণে ব্যথা পাও,
আমাতে না ফিরে চাও,
যাও, সতি! এস দিবাভাগে।

স্বাহা। হর হর, আসি নাই ফিরিবার তরে,
হয় কৃষ্ণ দরশিব, নয় প্রাণ তেয়াগিব,
করিব তুমুল রণ, কাঁপাব ধরারে।
হর হর, সেই ভাল, হের হের
ভক্তির বিক্রম আজ ভক্তের সময়ে।

মহাদেব। জ্ঞানহীনা নারীজাতি, বোঝ না অবলে!

যাও ফিরি, সুলোচনে, আপন ভবনে,
গৃহে গিয়া কৃষ্ণ-পূজা করগে যতনে।

স্বাহা। কেন, ভয় করি মনে?
তেজোময়ী জননী আমার,
গঙ্গামার বরকন্যা আমি,
কারে ভয় আমার শঙ্কর!
হরি হর দুই ছবি হৃদে মোর আঁকা।

মহাদেব। হাসালে আমায় সতি।
ভীতি নাই মহাকাল সনে রণে?
আশা মনে, মম রণে
করিবে বিজয় লাভ?
না না, শিক্ষা দিছে পাণ্ডব আমারে;
ভক্ত-বাধ্য হব না কথন,
রাখিব না ভক্তের গৌরব।

স্বাহা। হর, বৃদ্ধ হ'য়ে জ্ঞানপুঞ্জ কোথায় রেখেছ?
ভুলেছ কি ভক্তাধীন নাম?
পদে যদি ঠেল কারে, সে কেন বা যাবে দূরে,
ভক্তি ধরি সেই জন, মজাবে তোমার মন;
অধীন যে জন হয়, শোভা পায় এ কথা কি তার?
তবে কেন ভক্তাধীন নাম হ'য়েছে প্রচার?

মহাদেব। অই কথা বারবার,
আরে আরে,
ভক্তভরে চাই নাই আমি,
অবধ্য অবলা বলি,

এতক্ষণ ক্ষমা পেলি,
ভকতেরে চক্ষে না হেরিব,
ভকতের লাগি নারি সহিতে যাতনা,
পারি না পারি না আর ভুগিতে এ ক্লেশ।

স্বাহা। তবে ভক্ত সনে করি রণ পূর অভিলাষ,
কৃত্তিবাস! রাখ কীর্ত্তি পাণ্ডবের দ্বারে।

মহাদেব। আরে আরে, বারে বারে এত অহঙ্কার,
দৃষ্টির বাহিরে যারে নারি।
হরি হরি, নহিলে ত্রিশূলাঘাতে যাবি যমালয়।

(ত্রিশূল প্রহারোদ্যত

স্বাহা। নাহি করি ভয়,
এস দয়াময়, তনয়া-সংগ্রামে,
হর হর, নাশ হে সমগ্র বিশ্ব তব কোপানলে।

(অসিনিষ্কাসন

মহাদেব। (স্বগত) অহো! ভক্তিবাণে জর্জ্জরিত কায়,
হেন ভক্তি কভু নাহি হেরি,
আপন অসীম শক্তি হারালাম সবে।

মদনমুঞ্জরী। ভিখারিণী আমি, ভক্তি নাহি জানি,
ভরসা কেবল ওপদ-কমলে,
নিরাশ্রয়া নারী বলি সংহার ত্রিশূলে!

মহাদেব। কে মা তুমি?
পুনঃ হান ভক্তিবাণ,
একে প্রাণ অধীর ক'রেছে স্বাহা,
শাপভ্রষ্টা বসুমতী, অগ্নির ঘরণী,

পুনঃ কি জননি,
তুমি পাগলে মাতাবে ?

মদনমুঞ্জরী। বাবা, আমি তব পুত্রবধূ,
নাম মদনমুঞ্জরী।
আশা, যাব কৃষ্ণ দরশনে,
স্বামী সনে অর্জ্জুনের রণ,
পতি ভিক্ষা তাই করিব কৃষ্ণের ঠাঁই।
কর দ্বার পরিহার,
নয় পদে হইব সংহার,
বিশ্ব জুড়ি গাক সবে ভক্তাধীন নাম।

মহাদেব। হেন ভক্তি কি শিখেছ তুমি ?

মদনমুঞ্জরী। জানি শুধু ইষ্ট হরি, ভক্তি নাহি চিনি।

মহাদেব। হরি চেন তুমি সতি! ভক্তি কি জান না ?

মদনমুঞ্জরী। ভক্তির দারুণ ফাঁস বিষম যাতনা,
তাই করি মানা,
ভক্তি করো না, করো না,
শুধু তাঁর পায়ে, জীবন সঁপিয়ে,
কর আরাধনা ; যা হয় তা হবে, ভক্তিতে কি হবে,
ভক্তাধীন তিনি, চাই নাই আমি করিতে অধীন,
অধীনে কি ভাবে প্রিয় অধীনতা ?

মহাদেব। মা গো, কি দারুণ ভক্তিবাণ তোর,
ত্রিলোচন অচেতন প্রায়!
যাও মা সরলে! কৃষ্ণ দরশনে ;
বাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ তব।

হরি হরি, ব'লেছেন বংশীধারী,
ভক্ত-কাছে তাঁর অবারিত দ্বার।
পরমা বৈষ্ণবী এরা জানিনু বিশেষে,
ছাড়ি পূর্ব্ব দ্বার আমি চলিনু কৈলাসে। (প্রস্থান)।

স্বাহা। তবে আর কেন যোদ্ধ্ বেশে থাকি, এখন ভিখারিণী সেজে ভ্রাতৃভিক্ষা লইগে চল।

মদনমুঞ্জরী। ঠাকুরঝি! এস, এখন প্রাণ বেঁধে যাই চল। যদি দয়াময় কৃষ্ণ মুখ তুলে চান, তা হ'লেই দিদি, ঘরে ফিরবো, নৈলে এই জন্মের মত দেখা হলো। আর পোড়া মুখ লয়ে ঘরে ফিরবো না। পতির জন্য সতী আজ আত্মহারা হ'য়ে সন্ন্যাসিনীবেশে দেশে দেশে ফিরবে, নয় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ ক'রবে, না হয় অনলে ছার জীবন বিসর্জ্জন দিবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব সৈন্যনিবেশের মধ্যস্থল।

কৃষ্ণ আসীন।

কৃষ্ণ। (স্বগত) আজ মদনমুঞ্জরীর কৃষ্ণভক্তি পরীক্ষা করবার জন্য ইষ্টদেব মহেশ্বরকে দুর্গে দ্বারীর কার্য্য ক'রতে ব'লেছি। তিনিও আমার জন্য সেই কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছেন। মদনমুঞ্জরী আজ আমার নিকট পতির প্রাণ ভিক্ষা ক'রতে আস্‌বে। বোধ

হয়—এতক্ষণ—মদনমুঞ্জরী এসেছে। হয়তো, আমার জন্য প্রিয়দাসী আমার ইষ্টদেবের নিকট কত অপমানিতা হ'চ্চে। হয়তো 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, হা জগদ্বন্ধো ব'লে' এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ ক'র্‌ছে। হয়তো, ভোলানাথ সে সব কথা না শুনে কত কর্কশ কথা ব'লে তাকে আমার তিরস্কার ক'র্‌ছেন। হায়! আমি এখন কি করি? কোন্ দিক্ রক্ষা করি? যেমন আমার পাণ্ডব, ততোধিক আমার প্রিয়ভক্ত প্রবীর। এ কি, এ আবার কি! সৈন্যনিবেশে প্রভাতের সূর্য্য সদৃশ জ্যোতির্ম্ময়ী, পরমাসুন্দরী দুইটী ভিখারিণী কন্যার উদয় কোথা হ'তে হ'লো! তবে কি আমার প্রিয় প্রবীরের সহধর্ম্মিণী এই? অপরটী কে? বুঝেছি, পরমা বৈষ্ণবী, অগ্নিপত্নী, শাপভ্রষ্টা বসুমতী; স্বাহা নামে পরিচিতা। তাহ'লে শঙ্কর ভক্তের রোদনে মুগ্ধ হ'য়ে দ্বার পরিত্যাগ ক'রেছেন। বাঁচ্‌লেম, রক্ষা হ'লো; কিন্তু আজ একবার এদের হরিভক্তির বিশেষ পরিচয় গ্রহণ ক'র্‌তে হবে। এখন অন্তরাল হ'তে এদের গন্তব্য পথ কোথায় দেখি? (অন্তরালে দণ্ডায়মান)।

ছদ্মবেশে স্বাহা ও মদনমুঞ্জরীর

প্রবেশ।

মদনমুঞ্জরী। বোন্, এই তো দুর্গের মধ্যে এলাম; এখন কোন্ পথে যাই?

স্বাহা। সুপথে চল।

মদনমুঞ্জরী। কেন আমি কি কুপথে যাচ্ছি?

স্বাহা। আমি কি তা ব'ল্‌ছি?

মদনমুঞ্জরী। তবে সুপথের কথা ব'লছ কেন?

স্বাহা। মন প্রাণ তাঁর পদে দৃঢ় ক'রতে না পারলে, রূপ যৌবন সমর্পণ না ক'রলে, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা না ছাড়লে, এবং সুপথে না চ'ললে, দয়াময় হরিকে পাওয়া যায় না; তাই ব'লছিলাম দিদি!

মদনমুঞ্জরী। তুমি যা ব'ললে, তা মোট কথায় বুঝিয়ে বল বোন্, নৈলে বুঝ্তে পারছি না।

স্বাহা। মোট কথায়? মোট কথায় 'বিশ্বাস' বলে।

মদনমুঞ্জরী। তাহ'লে বল, সুপথে যেতে হ'লে বিশ্বাসকেই সঙ্গে নিতে হয়?

স্বাহা। বিশ্বাসেরই দাস হ'চ্চে সৎ।

মদনমুঞ্জরী। কি ক'রে, আমায় সাদা কথায় বল?

স্বাহা। বোঝ না কেন, যার প্রতি যার বিশ্বাস হয়, তা'র কি তাকে সু ব'লে জ্ঞান হয় না?

মদনমুঞ্জরী। তাহ'লে তো বিশ্বাসেই হরি পাওয়া যায়। তবে কেন লোকে ভক্তি ভক্তি ক'রে বেড়ায়? ভক্তির প্রয়োজন কি?

স্বাহা। হা পাগলিনি! ভক্তি আর কারে বলে? বিশ্বাসের নিগূঢ় তত্ত্বই হ'চ্চে ভক্তি। পরের দুঃখে দুঃখ হ'লেই যেমন দয়া হয়, তেমনি বিশ্বাস হলেই ভক্তি হয়; এতেই যা বুঝ্তে পার।

মদনমুঞ্জরী। কি বল্লে, যে ভক্তির বিনিময় পরম পিতাকে অধীন ক'রে তাঁকে ভক্তাধীন করা, হাঁ ঠাকুরঝি! সেই ভক্তির সোপান হ'চ্চে বিশ্বাস? বিশ্বাসেই ভক্তি?

স্বাহা। শুধু তা কেন? যে বিশ্বাসের বলে শ্রদ্ধা, প্রেম, অনুরাগ ও শেষে মিলনের সুধাময় ভাব হৃদয়ে আকৃষ্ট হয়, যে বলে মুক্তি পাওয়া যায়, তারি নাম ভক্তি।

মদনমুঞ্জরী। তুমি যা ব'লছ বোন, তাতে তো এক হ'তেই সকল, এই বোধ হ'চ্চে।

স্বাহা। দুটী কি জগতে কিছু আছে? কালির কাজল যে পরেছে, তার কাছেই দুই, নৈলে সব এক; একেই দুই, দুয়েই এক। এক হ'তে উৎপত্তি, আবার এক হ'তে লয়। একা এসেছ আবার একাই যেতে হবে। এ জগতে এক ভিন্ন দুই নাই।

গীত।

পিলু—কীর্ত্তন একতালা।

ও ভাই সংসারে আর এক বিনে দুই নাই।
ও তুই ভেবে কেন দেখ্ না তাই॥
একের খেলা একের লীলা করে সকল একজনাই।
হয়তো একে তিন, বোঝা এ বড় কঠিন,
তিন হ'তে দুই গেলেও একেই থাকে তিন, (হায়রে,
সেই শেষে এক, তুই বুঝে নেনা ভবপারে যেতে
হ'লে), একের লাগি, যোগী ঋষি বনে ভাবে সর্ব্বদাই॥
তুই ভেবে দেখ্ মনে, ও সে ভব-তুফানে,
পারে যেতে একা বিনে কোথা পাবি দুজনে,
(হায়রে, একা এসেছিস্ একা যাবি রে, ভবে কেউ

কারো নয়), একবার নয়ন মুদ্‌লে পরে মানুষ মুখে
দেয়রে আগুন ছাই ॥
লোকে কতই কথা কয়, বলে একচোখো ভাল নয়,
একচোখো নামটিতে তার আছে পরিচয়, (হায়রে,
সংসার ধোঁকার টাটি, বড় বিষের কুটি), (আবার)
সেই সবচোখোকে কিন্‌তে হ'লে লোকের
এক্‌চোখো যে হওয়া চাই ॥

মদনমঞ্জরী। অতি মিষ্ট কথা। ঠাকুরঝি, তুমি আমার একমাত্র উপায়, তুমিই একমাত্র দুঃখিনীর দুঃখ-পাথারের তরণী। চল বোন্, আমায় দয়াময় হরির কাছে শীঘ্র ক'রে ল'য়ে যাবে চল। আমি আজ তাঁর পতিতপাবন পদে পতিত হবো। দেখি, তিনি আমার গতি কি করেন? শুনেছ, পশুপতি সতীর জন্য মৃতদেহ কাঁধে ক'রে, "হা সতি, হা সতি," ব'লে পথে পথে বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু আজ তোমরাই দেখ্‌বে যে, সে সতীর সপত্নীর বরকন্যা পতির প্রাণ ভিক্ষার জন্য কিরূপ উন্মাদিনীভাবে জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরে। (রোদন)।

স্বাহা। দিদি, কেঁদো না কেঁদো না, তোমার চোখে জল প'ড়্‌লে আমার বড় কান্না আসে।

মদনমঞ্জরী। মানুষ কেন কাঁদে ঠাকুরঝি! কে কোথায় দেখেছে, মা হ'য়ে ছেলেকে কালের মুখে ডালি দেয়? দোষ কপালের। শাশুড়ীর দোষ কি? তিনি ক্ষত্রিয়ের উচিত কার্য্য ক'রেছেন, তিনি পাষাণে প্রাণ বেঁধেছেন। আমি যে তা ছাই পারিনে। (রোদন)।

কৃষ্ণ। (স্বগত) আর ভক্ত প্রণয়িনীর যন্ত্রণা দেখ্‌তে পারি না। এবার হরিভক্তির পরীক্ষা গ্রহণ ক'রে, ওদের জীবনের সাধ পূর্ণ ক'র্‌বো। (সম্মুখীন হইয়া প্রকাশ্যে) কে তোমরা? এত গভীর নিশায় ভীষণ পাণ্ডবদুর্গে পরিভ্রমণ ক'র্‌ছ?

মদনমুঞ্জরী ও স্বাহা। আমরা ভিখারিণী গো, আমরা ভিখারিণী।

কৃষ্ণ। ভিখারিণী? ভিখারিণীর এখানে প্রয়োজন কি?

স্বাহা। ভিখারিণীর প্রয়োজন আর কি? ভিক্ষা।

কৃষ্ণ। রাত্রিকালে ভিক্ষা, তা আমার বোধ হয় না।

মদনমুঞ্জরী। মহাশয়, আপনার কি বোধ হয়?

কৃষ্ণ। তোমরা চোর, কিম্বা শত্রুর কোন ছদ্মবেশী চর, আমাদের কোন সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে এসেছ।

স্বাহা। আচ্ছা, যদি তা হয়, তাহলে আপনি কি ক'র্‌বেন?

কৃষ্ণ। রাজদ্রোহিণী ব'লে বন্দিনী ক'র্‌বো।

মদনমুঞ্জরী। মহাশয়! ভিখারিণী রাজদ্রোহিণী, এ কোন্ রাজনিয়মের বিচার?

কৃষ্ণ। তবে ভিখারিণীর এত স্পর্দ্ধার কথা কেন?

স্বাহা। না হবে কেন, এ কি আর যে সে ভিখারিণী?

কৃষ্ণ। তবে কি তোমরা কোন ছলধারিণী মায়াবিনী? মায়াজাল বিস্তার ক'র্‌তে ভিখারিণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রেছ?

মদনমুঞ্জরী। আজ্ঞে তা নয়, এ ভিখারিণী যথার্থই ভিখারিণী। এতদিন রাজার নন্দিনী ছিলাম, ভবিষ্যতে ভারতের পাটরাণী হ'তেম, কিন্তু এখন পথের কাঙালিনী হ'তে বসেছি। (রোদন)।

কৃষ্ণ। তা কিরূপে বিশ্বাস করি?

স্বাহা। আপনার বিশ্বাসে আমাদের প্রয়োজন কি? আপনি কে?

কৃষ্ণ। আমি রাজকর্ম্মচারী! দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণই আমার কার্য্য।

স্বাহা। তাই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করুন্ গে। আপনাকে আমাদের প্রয়োজন নাই। তবে যদি অনাথিনী ভিখারিণী দেখে হিতৈষী হ'তে চান, তাহলে ব'লে দিন, এই দুর্গের মধ্যে কোথায় আমাদের প্রাণধন কৃষ্ণ আছেন?

কৃষ্ণ। আমি কেন তোমায় ব'ল্‌বো?

স্বাহা। না ব'ল্‌তে পারেন, জ্বালাতন ক'র্‌বেন্ না। আমরাও দেখি, হরি আমাদিগে কোন্ পথে লয়ে যান। এস দিদি, আমরা যাই। (গমনোদ্যত)।

কৃষ্ণ। বলি ভয়শূন্য হৃদয়ে ভয়ঙ্কর কৃতান্ত সম পাণ্ডব-সৈন্যনিবেশে প্রবেশনিষেধ সত্ত্বেও, কোথায় গমন ক'র্‌ছ? বলি, প্রাণের আশা কি ত্যাগ ক'রেছ নাকি?

মদনমুঞ্জরী। মহাশয়! আমি পতির প্রাণ ভিক্ষার জন্য দয়াময় কৃষ্ণের নিকট কৃপা ভিক্ষা কর্‌তে যাব।

কৃষ্ণ। কি, কি বল্লে, পতির প্রাণ ভিক্ষার জন্য কৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা ক'র্‌তে যাবে? কে তোমার পতি, আর তুমিই বা কে?

মদনমুঞ্জরী। না না, সেটী আপনাকে ব'লব না। সে কথা ব'লতে জিহ্বা সরে না। কেবল চোখের জলে বুক ভেসে যায়। বুকের ভিতর কি যেন কি কর্‌তে থাকে। আপনার পায়ে ধরি, ক্ষমা কর্‌বেন; তবে যদি কখন সেই কঠিন-হৃদয় কৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন পাই, তাহ'লে প্রাণ খুলে প্রাণের কথা তাঁর পায়ে ব'ল্‌বো, নৈলে সব কথা প্রাণেই থাক্‌বে, প্রাণই কাঁদ্‌বে, আর কারেও কাঁদাব না। (রোদন)।

কৃষ্ণ। (স্বগত) প্রাণ বড় কাঁদালে, আর ছলনা ক'রতে পারি না আর মায়ায় মুগ্ধ ক'রতে পারলেম না। আজ ছদ্মভাবে এদের হরিভক্তির চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত দেখা হ'চ্চে। ভক্ত রে! যা তোরা ধ্রুবের কাছে যা, যা তোরা প্রহ্লাদের কাছে যা, তোদের সঙ্গে আর পারবো না। কি করি, কি বলি? বলবো কি, এদের মুখকান্তি তাপদগ্ধা তরুলতার ন্যায় ম্লান দেখলে, চোখের উপর যাই হোক্ বুকের ভিতর যেন শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তীব্র-যন্ত্রণা অনুভূত হ'তে থাকে?

মদনমুঞ্জরী। একি আপনি কাঁদছেন কেন?

কৃষ্ণ। তোমার হৃদয়ের ভাব দেখে আমার হৃদয় বড় কাঁদছে। হাঁগা বলনা গা, তোমার কি হয়েছে? কেন তুমি পতির প্রাণ ভিক্ষা ক'রতে যাবে?

মদনমুঞ্জরী। কেন, আপনাকে ব'লে কি হবে?

কৃষ্ণ। তুমি বলনা, আমি তার উপায় করবো। আমি স্বয়ং কৃষ্ণকে গিয়ে অনুরোধ করবো।

মদনমুঞ্জরী। করবেন, এই অধিনীর জন্য আপনি সেই পাষাণকে গিয়ে অনুরোধ ক'রবেন?

কৃষ্ণ। ক'রব, তুমি বল।

মদনমুঞ্জরী। মহাশয়! তবে বলি শুনুন, আজিকার নিশা প্রভাত হ'লে, আমার পতির সহিত নরনারায়ণরূপী অর্জ্জুনের যুদ্ধ হবে। তাতে আমার পতির পরিত্রাণ কিছুতেই নাই, তাই সেই কৃষ্ণের নিকট স্বামীর প্রাণভিক্ষার জন্য যাব।

কৃষ্ণ। পাগলিনি! পতিপ্রেমবিধুরে! তাকি কখন হ'য়ে থাকে? কৃষ্ণ হ'চ্ছে অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী।

মদনমুঞ্জরী। হরি হরি! মহাশয়, ও কথা ব'ল্বেন না, প্রাণে তাহ'লে বড় ব্যথা পাই; দয়াময় হরি নিরপেক্ষ, তিনি কি কারো পক্ষ অবলম্বন করেন? তাঁর নাম জগদ্বন্ধু, তাঁর কাছে সকলি সমান!

স্বাহা। অনন্ত বিশ্ববাসী যাবতীয় লোক তাঁর প্রেমে বিভোল হ'য়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছে।

কৃষ্ণ। (স্বগত) আর পরীক্ষার বাকী কি আছে? অখিল বিশ্বের জীব! ভাল ক'রে শুন্‌রে, ভক্তের প্রাণের কথা। কৃষ্ণনিন্দা ভক্তের প্রাণে কিরূপ লাগে, তাই তোরা একবার দেখে নে। আহা! ভক্তের হৃদয় কি সরল! দেখি, এইবার শেষ পরীক্ষা। (প্রকাশ্যে) বলি হাঁগা, তুমি যে কৃষ্ণের কাছে পতির প্রাণ ভিক্ষা ক'র্‌তে যাবে, যদি কৃষ্ণ কৃপা ভিক্ষা না দেন।

মদনমুঞ্জরী। না দেন, তাঁর পাদপদ্মে এ ছার প্রাণ জলাঞ্জলি দোব। কৃষ্ণের অকূল প্রেমসাগরে এই অসার জীবন-তরী ভাসিয়ে দিয়ে আপন মনে খেল্‌বো। (উন্মাদিনীর ন্যায়) খেল্‌তে খেল্‌তে, ভাস্‌তে ভাস্‌তে, মধুর হরিনাম ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, হরি ব'লে বাহু তুলে নাচ্‌তে নাচ্‌তে, সেই নয়নবাঁকা, কাল-সখা, কটিতটে ধড়া-বাঁধা, মোহন-চূড়া-পরা, পরিধানে পীতাম্বর; হরি, হরি, হরি, মরি মরি মরি, আহা কি মাধুরী—

অপরূপ নবঘন-কায়,
শ্যামরায়,
ওগো ঐ যে পালায়,—

ওগো ধর ধর ওরে,
ও প্রাণ-চকোরে,—
নৈলে হায়! প্রাণ যায়,
কোথা কৃষ্ণ দয়াময়! (পতন ও মূর্চ্ছা)।

স্বাহা। হায়! হায়! কোথায় হে শ্রীনিবাস, কোথায় হে নারায়ণ জগন্নাথ, আজ আপনার অদর্শনে মাহেশ্মতী পুরীর রাজ্যলক্ষ্মী স্বর্ণলতা মদনমুঞ্জরীর জীবনান্ত হয়, একবার এসে দেখে যাও।

গীত।

দেশসিন্ধু—আড়খেমটা।

কোথায় দয়াময়, এস এ সময়,
এসে অবলায় কর প্রাণদান।
দেখ স্বর্ণ-কমলিনী, বিনে তোমা মণি,
যেন মণিহারা ফণিনী সমান॥
জ্ঞান নাই হরি, করি অনুমান,
আছে কি না আছে অবলার প্রাণ,
একি নাথ হ'লো, (হরিহে) অকূলে ডুবিল,
তোমার অকলঙ্ক নামের বিজয়নিশান॥
কাল অঙ্গের ছায়া শীতল বলিয়ে,
কাল ব'লে ভাল নিলাম ভাবিয়ে,
কাল হ'লে কাল, (হরিহে) কালহলাহল,
অকালে কুলবালার হয় অবসান॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) আর না আর না, অর্জ্জুনরে, আর পার্‌লেম না। তোর জন্য সব পরিত্যাগ ক'রেছি, রথে এসে সারথী হয়েছি, মান লজ্জার মাথা খেয়ে একচোখো নাম কিনেছি, কিন্তু আর বুঝি পার্‌লেম না; আর ভক্ত-প্রণয়িনীর নিদারুণ যন্ত্রণা চোখে দেখে থাক্‌তে পারি না। (প্রকাশ্যে) প্রিয়দাসি! আর বিভোলা হও না। আমিই সেই কপট কৃষ্ণ; আমিই সেই নিঠুর! দেখ, আমিই তোমাদের সেই নয়নবাঁকা কাল-সখা। (সারথিবেশ ছাড়িয়া) কেবল ভক্ত অর্জ্জুনের জন্য সারথিবেশে সারথ্যকার্য্যে ব্রতী আছি। এই লও সুদর্শন, শঙ্খ, চক্র, গদা; আমি আজ প্রিয় ভক্ত প্রবীরের জন্য তোমা-দিগকে সকলি অর্পণ ক'র্‌লাম; আজ যদি প্রবীর এই সকল অস্ত্র শস্ত্র লয়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তাহ'লে অর্জ্জুন কেন, ত্রিভুবনস্থ কোন ব্যক্তিই তার সমকক্ষ হ'তে পার্‌বে না।

স্বাহা। আপনি সেই হরি! এতক্ষণ দাসীদের সহিত ছলনা ক'র্‌ছিলেন? দয়াময়, আমি অনাথিনী, শ্রীচরণে দাসীকে আশ্রয় দিতে হবে।

কৃষ্ণ। তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে। এক্ষণে গৃহে গমন কর, নিশা প্রভাত প্রায়, ঊষা সমাগত, বিলম্ব ক'রো না।

স্বাহা। জগদ্বল্লভ! দাসী আপনাকে না বুঝ্‌তে পেরে, কত অপ্রিয় কথা ব'লেছে, আমার সে সকল অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা ক'র্‌তে হবে।

কৃষ্ণ। কোন কথা আমাকে ব'ল্‌তে হবে না। আমি তোমাদের মনের ঐকান্তিকী ভক্তি বিলক্ষণ জানি। তোমরা শীঘ্র যাও, পাণ্ডবীয় সৈন্যগণ জাগ্রত হ'য়েছে।

মদনমুঞ্জরী। যে আজ্ঞা। দেখ্‌বেন, যেন শ্রীচরণে আশ্রয় দিতে ভুল্‌বেন না। (স্বাহা ও মদনমুঞ্জরীর প্রস্থান)।

কৃষ্ণ। (স্বগত) অ্যাঁ! উদভ্রান্ত হ'য়ে কি ক'র্‌লাম? অর্জ্জুনের বিপক্ষকে নিজের অস্ত্র দান ক'র্‌লাম? তবেতো দেখছি আমার অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ বিপদ! এ অবস্থায় অর্জ্জুনতো কথনই প্রবীরের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ ক'র্ত্তে পার্‌বে না। আবার শুধু তা নয়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘট্‌ল। কি ক'র্‌লাম, আমিই যে যুধিষ্ঠিরকে এ যজ্ঞে ব্রতী ক'রেছি। হায় হায়! এতদিনের পর বুঝি আমার অতি সাধের পাণ্ডবসখা নামে কলঙ্ক পড়ে! আমি আর্য্য যুধিষ্ঠিরের নিকট কেমন ক'রে মুখ দেখাব? অগ্রজ ভীমসেনের কাকূক্তি কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌বো? সখা অর্জ্জুন আমায় কি ব'লবে? আমি কোন মুখে বল্‌বো, সখে! আমি তোমাদের কালশত্রু হায় হায়! অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে কি ক'র্‌তে কি কর্‌লাম! ধিক্ আমার ভক্ত-সখা নামে! হায়! অর্জ্জুন যে আমা ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ঐ যে প্রাণসখা আমার অগ্রজ ভীমসেনের সঙ্গে, আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য, এই দিকে আসছে। হায়! হায়! আমি কেমন ক'রে এ মুখ দেখাই! (করতলে মস্তক রাখিয়া উপবেশন)।

ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। সখে বাসুদেব! আপনার আজ্ঞানুসারে অন্যান্য সৈন্যগণকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হ'য়েছে। গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ আপনার কৌশলমত ক্রমান্বয়ে

সজ্জিত হ’য়েছে। অস্ত্রশস্ত্র-নিপুণ রণশাস্ত্রবিশারদ কুমার বৃষসেন্ স্বয়ং সৈন্যরক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ ক’রেছে। অগ্রজ ভীমসেন স্বয়ং দুর্গদ্বার রক্ষা ক’রবেন। এক্ষনে অন্যান্য কার্য্য যদি থাকে, সেই আদেশ গ্রহণ কর্‌বার জন্য আপনার নিকট সমাগত হ’লেম। সখে! নিস্তব্ধ রৈলেন কেন? কথা ক’চ্চেন্‌না কেন? (ভীমের প্রতি) দাদা! দেখুন দেখুন, সখা কেন আজ নিরুত্তর? কেন আজ তিনি তাঁর প্রাণের অর্জ্জুনের কথায় কর্ণপাত ক’র্‌ছেন না? দাদা, সখার তো কখন এমন ভাব দেখি নাই?

ভীম। বুঝি বা রাত্রিজাগরণে—নিদ্রার কোমল কোলে দেহ রেখেছেন।

অর্জ্জুন। তা কি কখন হয়? যাঁর নাম ক’র্‌লে জীবে মহানিদ্রা হ’তে নিস্তার লাভ করে, তাঁর আবার নিদ্রা? তিনি নিদ্রায় আজ কাতর হ’য়ে অর্জ্জুনের সহিত বাক্যালাপে কুণ্ঠিত হ’চ্চেন!

ভীম। তবে আর কি হবে, হবার মধ্যে এক মরণ, তা না হয় নিদ্রা, নিদ্রা নয় তো অন্যটা।

অর্জ্জুন। দাদা, বাতুলের মত কি ব’ল্‌ছেন? যিনি অজর, অমর, অব্যয়, তাঁর আবার মৃত্যু কি দাদা?

ভীম। তবে তুই কেন বল্‌না যে, কৃষ্ণের এই হ’য়েছে, তুইতো বুঝ্‌তে পারছিস?

অর্জ্জুন। দাদা, বুঝে আর হবে কি? আজ সখা বাসুদেবের শ্রীমুখকমলের মলিনতায় সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবগণের সৌভাগ্য-আকাশে ভীষণ কালমেঘের সঞ্চার হ’য়েছে। আজ পাণ্ডব-

সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হবার উপক্রম হ'য়েছে। সখে! কেন বিষণ্নবদনে উপবেশন ক'রে আছেন? অর্জ্জুন কি আজ শ্রীপদে কোন অপরাধে অপরাধী? তাই কি ক্রোধে ও অভিমানে কথা ক'চ্চেন না? আর্য্য! দেখুন দেখুন, জলধর সদৃশ অঙ্গে নয়নের স্বেতাশ্রু নিপতিত হওয়াতে কি ভীষণ ভাবের উদয় হ'চ্চে, দেখুন! হায় হায়, আজ পাণ্ডবের কি সর্ব্বনাশের দিন উপস্থিত। সখে! সখে! উত্তর দিন, কি পাপে আপনার স্নেহে বঞ্চিত হ'চ্চি? তবে আর অর্জ্জুনের পাপ প্রাণে প্রয়োজন কি? এখনি এ কৃষ্ণ-ঘৃণিত অসার জীবন পরিত্যাগ ক'রবো। সখে—সখে!—

কৃষ্ণ। কে ও, সখা অর্জ্জুন এসেছ? সখে! আর এ অধমকে 'সখে' ব'লে ডেকো না, আমি তোমাদের সখা নামের যোগ্য নই।

ভীম। হাঁরে কৃষ্ণ! এ আবার তোর কি ভাব বল্ দেখি? এ কি কথা ব'ল্‌ছিস্? তোর কাঁদ কাঁদ মুখ তো কখন দেখিনে। আজ তোর এ ভাব দেখে ভীষণ ভীমহৃদয়েও যে আঘাত লাগছে। কৃষ্ণ রে, তুই নিরাশ্রয় পাণ্ডবের একমাত্র বল, বুদ্ধি, ভরসা। তোর শ্রীপদ-তরণী পাণ্ডবেরা সহায় ক'রে অনেক বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হ'য়েছে, আর এখনও হবে। তবে ভাই, তোর প্রেম-ভিখারী পাণ্ডবগণকে কেন এরূপ ভাবে দুঃখ-পাথারে ফেলে কাঁদাচ্চিস? কৃষ্ণ, এর মধ্যে কি হ'লো ভাই! দ্বারকার সব কুশল তো? হস্তিনার তো কোন অমঙ্গল বার্ত্তা আসে নাই?

অর্জ্জুন। সখে বাসুদেব! নিগূঢ় বৃত্তান্ত ব'লে অশান্ত প্রাণ

শান্ত করুন। যখন এক আত্মা কৃষ্ণার্জ্জুন, তখন আপনার এতাদৃশ অবস্থা দেখে অর্জ্জুনের যে কি হ'চ্চে, তা কি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না? আপনার মুখচন্দ্রমা মলিন দেখে অর্জ্জুনের অর্দ্ধেক শক্তি আজ সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হ'য়ে গিয়েছে। আর গাণ্ডীব ধারণের সে শক্তি নাই, মনের সে বল নাই; সে সাহস সে ধৈর্য্য, সব রসাতলে যেতে ব'সেছে, সব রসাতলে যেতে ব'সেছে।

কৃষ্ণ। হায়, সখে! আমি কেবল তোমাদিগকে যন্ত্রণা দেবার জন্য ধরণীতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলাম।

ভীম। ওটা তোর আর দাদার চিরকেলে কথা ও কথা ভাই ছেড়ে দিয়ে মনের কথা কি, খুলে বল্।

কৃষ্ণ। ব'ল্‌বো কি, তোমাদের শত্রু নীলধ্বজের পুত্রবধূ প্রবীর-পত্নী আপনার স্বামীর প্রাণভিক্ষার জন্য আমার নিকট এসে-ছিল। আমি তার স্তবে সন্তুষ্ট হ'য়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ক'র্‌তে না পেরে, আপন অস্ত্রাদি তাকে দান করেছি, বিজয়-বরও দিয়েছি। প্রভাতে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে পাণ্ডবের ধ্বংসই নিশ্চিত।

অর্জ্জুন। পাণ্ডবজীবন! আপনি থাক্‌তে পাণ্ডবের পরাজয় কি? শ্রীকান্ত, প্রবীর যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে, তা'হলে অর্জ্জুনের নিন্দা নাই, পাণ্ডব নষ্ট হয়, তাতেও ক্ষতি নাই; কেন না জগতের লোক ভালরূপে জানে যে, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের বলেই বলী। পাণ্ডবেরও সেই স্পর্দ্ধা। আপনিই স্পর্দ্ধা দিয়েছেন, আবার আপনিই যদি চূর্ণ করেন, তা'হলে পাণ্ডবের আর ক্ষতি বৃদ্ধি কি হরি! হে জগজ্জীবন! জগতের লোক এই ব'লে আপনার নিন্দা ক'র্‌বে যে, নিরাশ্রয়

অবস্থায় শ্রীহরি আপন প্রিয়ভক্ত পাণ্ডবগণকে শত্রু-করে অপমানিত করলেন। দয়াময়, অখ্যাতি শোনা অপেক্ষা অর্জ্জুনের মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর। বাসুদেব! অর্জ্জুন এ পাষাণহৃদয়ে জীবনাধিক অভিমন্যুর নিদারুণ শোকজ্বালা সহ্য ক'রেছে ব'লে, আপনার নিন্দাবাদ কিছুতেই সহ্য ক'র্তে পারবে না। হয় জলে না হয় অনলে, না হয় উদ্বন্ধনে এ ছার-জীবন পরিত্যাগ ক'র্বেই ক'রবে।

ভীম। কৃষ্ণরে, কি ক'র্লি! এই কি তোর দাদা বলার শেষ ফল? অমৃতে হলাহল তুল্লি? অতুল ধর্ম্মবাণিজ্যের ভাণ ক'রে এসে,দেশ হ'তে বিদেশে এনে অমূল্য প্রাণে বিসর্জ্জন দিতে বসালি। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! স'রে আয়, ও কালবিষধরকে তুই চিন্তে পারিস্ নে; আমি বিলক্ষণ চিনেছি, ও আমাদের কালশত্রু। তবে ভাই! ব'ল্তে পারিস্ যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৃষ্ণ আমাদের কেন এত হিতৈষী হ'য়েছিল? কেন কৃষ্ণ আমাদের জন্য আপন পর বিবেচনা করে নাই? তার অভিসন্ধি, তুই ছেলেমানুষ বুঝ্বি কি? ওর কৌশল কি জানিস্? জ্ঞাতিবিরোধ ঘটিয়ে দিয়ে আমাদের আপনার আপনার বলক্ষয় করা; আর দেখনা কেন, তাতে তো আমরাই সহায়হীন হ'য়ে পড়েছি; ওর এখন ইচ্ছা যে আমাদিগকে অন্য শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত ক'রে, আপনি এই বিশাল রাজ্য অধিকার করে; তাই ও শত্রুপক্ষের সহায়তা ক'র্ছে। আরে রে কপট, এত কপটতার প্রয়োজন কি? ব'ল্লেই তো পার্তিস্ "আমি পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি হবো"; পাণ্ডবেরা তো তাতে ক্ষুণ্ণ হ'তো না, পাণ্ডবেরা যখন তোর জন্য জীবন

ত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত, তখন তাদের কাছে রাজ্যতো অতি তুচ্ছ। হায় হায় অর্জ্জুনরে! এত দিনে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'লো। ভীষণ হিংস্রজন্তুসমাকুল উত্তাল-তরঙ্গমালাপূর্ণ ভীষণ সমুদ্রে রত্ন লাভ ক'রে' আজ অকূলের কাণ্ডারী শ্রীহরিকে সম্মুখে রেখেও কূলে এসে রত্ন রক্ষা করা দূরে থাক্, অমূল্য প্রাণরত্ন বিসর্জ্জন দিতে ব'স্‌লেম। কৃষ্ণরে! ভাইরে! এত তোর কপটতা? (রোদন)।

কৃষ্ণ। দাদা, আমি কি করি? কৃতকর্ম্মের উপায় কি ক'র্‌বো?

ভীম। ক'র্‌বি কি? কর্‌বার মধ্যে পাণ্ডবের ধ্বংস, তাই কর্। কৃষ্ণ রে! ইচ্ছাময়! তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আর তোর চরণ আরাধনা ক'র্‌বো না, আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে সংসারময় ঘুরে মর্‌বো না। অর্জ্জুন! চল্, এখন সৈন্য সামন্ত ল'য়ে দাদার কাছে যাই; কেন ভাই, কুচক্রীর চক্রে শেষে নির্ব্বংশ হ'য়ে মাকে আমরা শেষদশায় কাঁদাবো? আর যুদ্ধ করা হবে না; পাণ্ডবের এ কলঙ্ক দিক্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হোক। দাঁড়িয়ে কেন, যাবি না? হাঁরে, তোর মন্তব্য কি বল্?

অর্জ্জুন। দাদা, মন্তব্য আর কি? এ অপমানিত জীবন ল'য়ে কোথায় যাই দাদা?

ভীম। সিন্ধুগর্ভে, নয় গহন বনে, নয় অনলে, নয় পর্ব্বত-শিখরে।

অর্জ্জুন। সেখানে গেলে কি আর শান্তি হবে?

ভীম। অর্জ্জুন! আবার শান্তি চাস্ না কি রে? শান্তিময় শ্রীহরি যখন পাণ্ডবদের প্রতি বাম হ'য়েছেন, তখন আর শান্তি পাবি কোথায় ভাই!

কৃষ্ণ। গেলাম, গেলাম, দাদা! আর মেরো না, মোরো না,

তোমাদের এক একটি ভক্তিপূর্ণ বাক্য আমার প্রাণে শত শত পুত্রশোক অপেক্ষা দারুণ যাতনা দিচ্ছে। সখে! কি করি, কোথায় যাই? কোথায় গেলে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হয়? সখে! আমায় ব'লে দাও, আমি সেখানে যাব, আত্মগ্লানিতে হৃদয় আমার যারপর নাই কাতর হ'চ্ছে। আমি আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পার্‌ছি না।

গীত।

সুরটমল্লার—একতালা।

কাতর অন্তর, দহে নিরন্তর,
ভক্তবাক্য-বাণ সহে না সহে না।
কোথা গেলে ভাই, এ জ্বালা নিভাই,
বিপদে আমায় কে দেয় মন্ত্রণা॥
ভক্ত ভক্তিভরে ফেলে নয়নবারি,
ভক্তাধীন আমি সহিতে না পারি,
আমি সেই হরি, হই ভক্তের দ্বারী,
ভক্ত বলীর পূরাই মনের বাসনা॥
ভক্তপদে যদি হয় কুশাঘাত,
আমার হৃদয়ে হয় (যেন) বজ্রাঘাত,
ভক্তেরি কারণে, ত্যজি নিত্যধামে,
বৃন্দাবনে এসে ক'রেছি কি না॥

অর্জ্জুন। লজ্জানিবারণ বংশীবয়ান হরি হে! কার কোথায় কিসে লজ্জা নিবারণ হয়, তা কি আবার আপনাকে ব'ল্‌তে

হবে ? আপনি যাকে রাখেন, তার লজ্জাতো সেই সঙ্গে সঙ্গেই দূর হয়। বিবস্ত্রাবস্থায় দ্রৌপদী লজ্জায় প'ড়ে, একবার মাত্র লজ্জানিবারণ শ্রীহরি ব'লে যখন তেমন লজ্জা হ'তে অব্যাহতি পেলে, তখন আর ওরূপ কথা কেন ব'ল্‌ছেন ? এখন নিজের লজ্জা নিজেই নিবারণ করুন।, আশ্রিত ভিখারী পাণ্ডবকে রক্ষা করুন।

কৃষ্ণ। সখে ! আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ; এখন চল, একবার কৈলাসে যাই। যদি গিরিসুতা মা জগদম্বা মুখ তুলে চান, তা হ'লেই রক্ষা, নৈলে অদৃষ্টে যে কি আছে, তা ব'ল্‌তে পারি না। মধ্যম পাণ্ডব যুদ্ধোদ্‌যোগে থাকুন ; আমরা অবিলম্বেই প্রত্যাবৃত্ত হবো।

ভীম। কৃষ্ণরে, মুখে যাই বলি, কিন্তু তোর পদভরসাই পাণ্ডবের জীবন। পাণ্ডবের তুই একমাত্র আশ্রয়।

কৃষ্ণ। এস, সখে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-শিখর।

ভিত্তিতে লগ্নপৃষ্ঠ নিদ্রাভিভূত প্রবীর।

প্রবীর। (স্বগতঃ) ঘোরা ভয়ঙ্করা রজনী ! নৈশাকাশে তারাকুল কুসুম-স্তবকের ন্যায়,মরি মরি,কেমন শোভা পাচ্ছে ! কি মাধুরী রে—

নব-দূর্ব্বাদলে যথা শিশিরের কণা !

শন্‌শনে সমীরণ,

মলয় অচল হ'তে বহে ধীরে ধীরে।

কয় কথা পূতভোয়া নদী,
কুল, কুল, কুল!
তীরে দুলে তরুরাজী!

কেরে, কেরে এমন সময়ে প্রবীরের সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ ক'র্‌লি? মা, মা, মা! সেই প্রচণ্ডা খাণ্ডাধারিণী মাই তো বটে! ঐ, ঐ, ঐ যে অদূরে কৃপাণ ধ'রে আমাকে সঙ্কেত ক'র্‌ছে। অধরে মৃদু মৃদু হাসি। আর প্রগাঢ় রক্তিমা-ছটা! বুঝি নিদ্রার বিকার! স্বপন! স্বপন! মিথ্যা চিন্তা মাত্র।

প্রভাতের রেখা উষার কোমল কোলে,
মধুর, মধুর!
শাখে পাখী গান করে মরি কি স্বর,
কল, কল, কল!
অহো কি দারুণ! কি ভীষণ!
বাজে কর্ণে কঠোর জীমূতমন্দ্র—
কড়, কড়, কড়!
বজ্রাঘাতে ভাঙে অভ্র-ভেদী
মহীরুহ বিটপী-নিকর—
মড়, মড়, মড়!
মাঝে মাঝে, গর্জ্জে ধনুর টঙ্কার!
প্রলয়ের কালে যথা
ভীম ভৈরব-গর্জ্জন!

কেরে, কে বীরের হৃদয় এমন ক'রে উন্মত্ত কর্‌লি? কে ও, অর্জ্জুন! তোর প্রাণের সখা বিপত্তারণ সেই ভক্তবৎসল কৃষ্ণ কোথা ভাই!

নিরাশ্রয় আমি,
বেঁধোনা বেঁধোনা মোরে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ,
ব’ধোনা ব’ধোনা মোরে;
হৃদয়-শ্মশান হ’তে এ মরু-জগৎ
শ্মশান ভীষণতর,—
করে ধু, ধু, ধু, ধু!
কি—ও, কি—ও—অহো!
জ্বলন্ত উলুকা কেন বিমান-মণ্ডলে?
রাহু, কেতু, শনৈশ্চর, মঙ্গলবুধাদি
গ্রহ-উপগ্রহরাজি খণ্ড খণ্ড হ’য়ে,
চূর্ণের বিচূর্ণ অণু মিশাইছে
হায়! কালের সাগরে।
কক্ষভ্রষ্ট স্থানচ্যুত রবি, শশী, তারা,
ভয়ঙ্করা সে মুরতি!
যেন এ খণ্ড প্রলয়!
প্রচণ্ড প্রতাপে ব্রহ্মাণ্ড বিখণ্ড হয়!
কোথা যাই আমি,
নাহি স্থান সংসার-মাঝারে।
এ কি স্বপন বিকৃতি?
মতি গতি বোঝা নাহি যায়।
বাজে সপ্তস্বরা, স্বরত, সারঙ্গ,
রবাব, শরদ, মোহমন্ত্রকারী তম্বুযন্ত্র;
ঝম্‌ঝম্‌ নাদিছে দামামা, কাড়া,

মৃদঙ্গ, মাদল, জয়ঢাক ;
বাজে বীণা, সারিন্দা, মন্দিরা,
করতাল, খরতালী, আনন্দলহরী,
একতারা, রামশিঙা, গোপীযন্ত্র
গভীর উচ্ছ্বাসে।
হের হের ঊর্দ্ধপানে—
স্বর্গে বিদ্যাধরী ছায়াভাবে ছায়ানটে
করিছে আলাপ, ছাইছে স্বরগ।
করের কঙ্কণে মারে তাল
মধুর নিক্কণে! কণ্ঠে ঝরে সুধাধারা।
হা ধিক্ কোকিলে!
শিখেছিস্ তুই কিবা মধুর কাকলী!
স্থিরা সৌদামিনী সমা জ্যোতির্ম্ময়ী
বালিকারা ঝলসে নয়ন—
কে মা তোমরা সুরম্য স্বরগরাজ্যে?
প্রবীরে লইতে কেন সাধ?
এস মাগো চারুশীলে জননি আমার,
কোলে যাব, তব সনে বিহারিব
মন্দাকিনীতীরে ;
লোচন-আনন্দকর নন্দন কানন
হ'তে তুলে পারিজাতফুলে,
গাঁথি মালা ভক্তিভাবে দিব পদে ডালি।
ঐ ঐ সারি সারি পূর্ণ ঘট শোভে,
যথা শারদীয় মহোৎসবে

মেনকার হেমময় দ্বারে বিল্বতলে।
মঙ্গল-আরতি উলুধ্বনি হইল সহসা ;
হাসে তরুলতা, হাসে চাঁদ কুমুদীরে
সঙ্গে করি ! হাসে সবে খল্ খলে—
কোথা আমি, দেখ্‌রে ব্রহ্মাণ্ডবাসি !
হে'লে দুলে খেলি ওই সুখের হিল্লোলে,
হৈম-সিংহাসনে ঐ ঐ—
নিম্নে বালুরাশি ক'রে ধূ ধূ ধূ ধূ।
ঊর্দ্ধে আমি সাধু সঙ্গে ভাবে গদগদ,
বামে মদনমুঞ্জরী পতি-সোহাগিনী
ঝল্ ঝল্ ঝলে !
তারি পার্শ্বে জননী আমার পুত্রে কোলে করি
আনন্দে বিভোল। হাঃ হাঃ (হাস্য)।
দেখ্‌রে জগদ্বাসি, হাসি আমি মনের আনন্দে ;
হাঃ হাঃ (হাস্য)।
দেখ্‌রে সতীর পতিসনে অপূর্ব্ব মিলন ;
মনের আনন্দে আমি ভুলি ভব-জ্বালা।

জনার প্রবেশ।

জনা। বেস নিদ্রা যাও যাদু প্রাসাদ-শিখরে,
রাখি মান দেশের গৌরব, ক্ষত্র-খ্যাতি
বিস্মৃতি-সাগরে ! ধিক্ ! হেন পুত্রে ধিক্ !
মরি ! গর্ভ কেন মোর নাহি নষ্ট হ'ল,
মানিতাম বুঝিতাম সৌভাগ্য তাহ'লে।

হায়রে ভারতমাতঃ! দুর্দ্দশা তোমার
করিছে দুরাত্মা কত অদৃষ্টে জনার,
ধিক্ ধিক্ তা সবারে!
হিন্দুর সন্তান, হিন্দুর গৌরব,
নানা আভরণে বাড়াঁবে সৌষ্ঠব,
তা না হ'য়ে হায়! ভয়ে ভীতচিত,
থর থর থরে শরীর কম্পিত,
অসাড়, নড়ে না চড়ে না আর।

হেথায় প্রবল বিপক্ষনিচয়,
ঘোর বীরদম্ভে ধরা করে লয়,
বিজয়-পতাকা ধরিয়াছে করে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার বিকট চীৎকারে,
দেখায় ক্ষত্রের বীরত্ব সার॥

যাও যাও নিদ্রা অনন্ত নিদ্রায়,
জনা নাহি চায় বীরত্ব কাহায়,
পশিব সমরে, দেখাব সবায়,
হয় কি না হয় শত্রু পরাজয়,
বীরের নন্দিনী বীরা তো বটি।

কোথা কেলো সখি, দেলো শরাসন,
দেলো ভল্ল শেল, খড়্গ বিভীষণ,
নারাচ, ত্রিশূল জীব সংহরণ,
দুকুল কাঁচলি বিবিধ রতন,
দেলো দে ত্বরায় কাটিতে আঁট॥

যাও পুত্র নিদ্রা সুখের হিল্লোলে,
নিভৃতে নিশাতে নিজ রাজ্য ভুলে,
দাসদাসী কোথা আসুক সকলে,
সেবুক সতত চরণকমলে,
দেখুক জগৎ ক্ষত্রিয়নারী।

পশু পক্ষী যারা তারাও স্বাধীন,
হ'তে নাহি চায় কাহার' অধীন,
হীন আজ তোরা ক্ষত্রিয়তনয়,
রণনামে তাই পাস্ সবে ভয়,
দেখ্‌রে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়নারী॥

প্রবীর, প্রবীর, প্রবীর!

প্রবীর। আমায় কে ডাক্‌ছে? আমি নিরাশ্রয়, অকূল পাথারে ভাস্‌ছি।

জনা। (স্বগত) একি, প্রবীর এত নিদ্রায় নিদ্রিত যে, নিদ্রার ঘোরে আমায় পর্য্যন্ত চিন্‌তে পার্‌ছে না। (প্রকাশ্যে) বৎস! আমি, আমি।

প্রবীর। কে তুমি?

জনা। আমি তোমার মা, জনা।

প্রবীর। (চকিত হইয়া) মা এসো না, এসো না, এখানে৷ ব'লছি এসো না। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি মা, তাই বলি মা, এস না। এলে আমায় আর পাবে না, আমিও আর মা ব'ল্‌তে পার্‌বো না।

গীত।

মিশ্রসিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মা হ'য়ে সেধোনা বাদ ধরি চরণে।
মা কথা যে জন বলে, মা আসিগো কুতূহলে,
তুলে তারে স্নেহের কোলে মধুর বচনে॥
মা যদি গো সে মা হ'তে, তা হ'লে কি ভয় তাতে,
মা হ'য়ে মা, মা আসিতে, সন্তানেরে অভয় দিতে,
এখন মা বিনে মা ভাবি চিতে, কালস্বপ্নদরশনে॥

জনা। কেন বৎস! কি হ'য়েছে, কেন তুমি আমায় মা ব'ল্‌তে পাবে না?

প্রবীর। মা, আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা; তোমায় সেকথা বল্‌বো না।

জনা। নাই বলো। কিন্তু বৎস! এখনও কেন এরূপ অবস্থায় রয়েছ? পাণ্ডবগণের জয়ধ্বনি আকাশ পর্য্যন্ত ভেদ ক'রে উঠ্‌ছে। সৈন্যগণের বিকট কোলাহলে মাহেশ্মতী পুরী কাঁপ্‌ছে। জনার পুত্র হ'য়ে এখনও তুমি নিশ্চিন্ত? দুরাত্মাদের দর্প চূর্ণ ক'র্‌তে পার নাই?

প্রবীর। মাগো! আজ বড় কঠিন স্বপ্ন দেখেছি; প্রথম দৃশ্যে তুমি, দ্বিতীয় দৃশ্যে করাল রণক্ষেত্র, তার পরেই মা দেখ্‌লাম, সেই রণক্ষেত্রে আমি শায়িত, তুমি তোমার পুত্রবধূ মদনমঞ্জরীর সহিত হাহাকারে কাঁদ্‌ছ।

জনা। হা পাগল, হা জনার অপগণ্ড পুত্র, হা ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার,

স্বপ্নে তুমি এতদূর কাতর, এত ভীত যে, অমূলক স্বপ্নে জীবনের অনিত্যতা বিবেচনা কর?

প্রবীর। না মা, তা ভাবি নাই, কেবল এই ভাবি যে, জীবনান্তে এ জীবনের গতি কি হবে; আর এই ভাবি, এ হেন দয়া-বিহীন রাজ্যে পতিব্রতা স্নেহশীলা মদনমঞ্জরীর কি দশা ঘট্‌বে।

জনা। তবে তোমার যুদ্ধে যাবার তত ইচ্ছা নাই?

প্রবীর। মাতৃ-আদেশ কবে প্রবীরের অবহেলার যোগ্য মা!

জনা। তবে যুদ্ধে যাও, শত্রুগর্ব্ব খর্ব্ব কর, আমার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ ক'রেছ ব'লে বীর ব'লে পরিচয় দাও।

প্রবীর। এখন তো মা, রাত্রি প্রভাত হয় নাই, এখন তো ধ্বংসের কাল উপস্থিত হয় নাই?

জনা। তোমায় আমি বুঝাব কত? তুমি হ'চ্ছ সেনানায়ক, তুমি না অগ্রে উঠ্‌লে সৈন্য সজ্জিত ক'র্‌বে কে?

প্রবীর। (স্বগত) জীবন রে! ক্ষান্ত হ। আর তোর অধিক সময় নাই; প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তোর ভবখেলা সাঙ্গ হবে। জীবন রে, এত দিন তোমায় কত ক'রে প্রতিপালন ক'রে আস্‌ছি, কৃষ্ণপদে মিশ্‌বো ব'লে কত উপদেশ দিয়েছি, কত যোগ সাধনা করিয়েছি, আজ তার সব পরীক্ষা হবে। সে পরীক্ষায় যদি তুমি উত্তীর্ণ হ'তে পার, তা হ'লে বুঝ্‌বো জীবন, তুমি সার্থক হ'য়েছ। নতুবা বুঝ্‌বো আমার সকলি বিফলে গেল। কেবল ভবে আসা যাওয়া হলো, কিছু কাজ করা হলো না।

জনা। প্রবীর, হাঁরে কাঁদ্‌ছিস্ না কি?

প্রবীর। না মা, কাঁদি নাই ; না মা, কাঁদি নাই মা, কে যেন আমায় কাঁদাচ্চে, কে যেন আমায় কাঁদ্‌তে ব'ল্‌ছে।

জনা। তবে তোমার যুদ্ধে যাবার প্রয়োজন নাই। জনা স্বয়ং আজ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে, সেই অহঙ্কারী কৃষ্ণার্জ্জুনের মহান্‌ গর্ব্ব খর্ব্ব ক'র্‌বে।

প্রবীর। তবে মা, কেন তুমি এ হতভাগ্যকে স্তন্যপান করিয়েছিলে ?

জনা। সেটা আমার সম্পূর্ণ ভ্রম হ'য়েছিল।

প্রবীর। কখনই নয়, এইটাই তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। মা, প্রবীর শত্রুভয়ে ভীত নয়, প্রবীর তোমার পুত্র হ'য়ে কখন অপুত্রের ন্যায় কার্য্য করবে না। (স্বগত) এ আবার কে ? মদনমুঞ্জরী নয় ? আবার প্রাণে কণ্টক দিলে! হা কৃষ্ণ! হা দয়াময়! আশা পূর্ণ করুন।

স্বাহা ও মদনমুঞ্জরীর প্রবেশ।

জনা। কে তোমরা এ সময় গভীর নিশায়।

স্বাহা। তব কন্যা, পুত্রবধূ এসেছে হেথায়॥

জনা। কে মা, স্বাহা! বৌমা! কেন নিদ্রা যাও নাই ?

স্বাহা। কিসে নিদ্রা হয় মাগো, যুদ্ধে যাবে ভাই॥

জনা। রাত্রিজাগরণে বল কিবা প্রয়োজন ?

মদনমুঞ্জরী। ইষ্ট চিন্তি স্বামী লাগি অন্য নাহি মন॥

জনা। বেস মাগো, পূজা কর জাহ্নবীচরণ।
রণে যেন জয় লভে প্রবীর-রতন॥

মদনমুঞ্জরী। পেয়েছি মা, ইষ্ট পূজি এই অস্ত্রগুলি।

জনা। দেখি দেখি বৌমা, কিবা সন্তোষ করালি॥
দিয়েছে কি ইষ্টদেব তোরে কোন বর?

মদনমুঞ্জরী। দিয়েছে মা, স্বামী মম জিনিবে সমর॥

প্রবীর। (স্বগত) নিয়তি-লিখন যাহা আছে ভাগ্যে মোর,
দেখিয়াছি চিত্রপটে অদ্ভূত ঘটনা।
হায় প্রিয়ে মদনমুঞ্জরি!
অবলা সরলা তুমি, তাই যে যা তোমা
কহিয়াছে মধুভাষে, বুঝিয়াছ তাতে
স্বামীর হইবে হিত নিয়তি খণ্ডিয়া।
কিন্তু হায়! সেই সব আশার কল্পনা;
একে একে নিয়তি যে যবনিকা তুলি,
দেখায়েছে দিব্যরূপে এই অভাগারে।
শ্মশান সমরক্ষেত্র দেখিয়াছি প্রিয়ে,
আমার শয়ন তথা অন্তিম সময়।
পাইয়াছ অস্ত্র তুমি কৃষ্ণ আরাধনে,
কিন্তু আকাশ-কুসুম সম ভাবি আমি।

জনা। প্রবীর রে!
এখনো কেন রে তোর মলিন বদন,
পাইয়াছে পুত্রবধূ এই দেব-অস্ত্র,
এস বাছা, ধর যত্নে শিরের উপর। (সজ্জিত করণ)।

প্রবীর। দাও মা সাজায়ে পুত্রে, জনমের সাধ,
পুরে যেন আজ, চির পিপাসিত আমি।

গীত।

টোরীভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

দে মা ত্বরায় দে সাজায়ে অন্তিম ভূষণ।
এই দেখা মা শেষের দেখা জনমের মতন ॥
হরিষে ঘটিল বিষাদ, সংসারের না মিটিল সাধ,
বিধি সাধ্‌লে অকালে বাদ, আমার যৌবনে মরণ ॥
কাল হয়েছে কর্ম্মফল, ধর্ম্মপথ নিঃসম্বল,
ভবপারে যেতে বল, দিস্ মা শ্রীচরণ ॥

জনা। এস বাছা, পূরাণ বাসনা মা জাহ্নবী।

প্রবীর। দাও মাগো পদধূলি, (প্রণাম)
দলি যেন রিপু বলী,
(স্বগত) যাই চলি যেন এ দারুণ মায়াপাশ হ'তে।

জনা। এস বাছা, বারেকের তরে
জাহ্নবীমন্দিরে,
দিব অর্ঘ্য ফুল, সাধি মাঙ্গলিক ক্রিয়া। (প্রস্থান)।

প্রবীর। চল্ মা, ত্বরায়।
(স্বগত) দেখে লই জনমের মত এ জনমভূমি!
রক্ষ মা জনমভূমে, স্নেহনেত্রে তোর মদনমুঞ্জরী।
জনমের তরে চলে তোর অভাগা সন্তান। (প্রস্থান)।

মদনমুঞ্জরী। একি ভাই একি হলো,
অন্ধকারময় কেন হেরি ত্রিভুবন।
এই যে আলোক ছিল,
সেই আলো কে নিভাল, আঁধারি জীবন।

পতি সোহাগিনী ছাড়ি প্রাণমণি,
বল না কেমনে থাকিবে।
পতির লাগিয়া সংসার ত্যজিয়া,
সরলা অবলা যাইবে। (প্রস্থান)।

স্বাহা। চল্ চল্ চল্, বিকচ কমল, স্বাহা তোর সনে রহিবে,
কাঁদিব দুজনে, আপনার মনে, জগতের জনে দেখিবে।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান-বাদন।



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপর্ব্বত।

মহাদেব ও ভগবতী আসীন।

ভগবতী। ভোলানাথ! আজ কেন এত শীঘ্র পাণ্ডব-শিবির-দ্বার হ'তে এলেন? পাণ্ডবের দ্বারী হ'য়ে এরূপ ভাবের কারণ কি হ'লো?

মহাদেব। বিশ্বারাধ্যে, মহেশমনোমোহিনি! আমায় সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না।

ভগবতী। কেন নাথ! এমন কথা ব'ল্‌ছেন কেন?

মহাদেব। কেন বল্‌ছি, সে কথার প্রত্যুত্তর নাই ব'লেই বল্‌ছি যে, আমায় আর ও কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। যোগমায়ে! জগৎপ্রসবিনি শিবে! যদি জগতে কারেও ল'য়ে লীলা খেলা ক'র্‌তে হয়, তা'হলে যেন জ্ঞানহীনা ধরণীর মাঝে গিয়ে ভক্ত-গণ ল'য়ে সে খেলা খেল্‌তে না হয়। ভক্তের বন্ধন দারুণ বন্ধন, ভক্তের মায়াপাশ দারুণ মায়াপাশ।

ভগবতী। প্রভো! কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। জানি, ভক্তের লীলা প্রভুর সঙ্গে, আর প্রভুর লীলা ভক্তের সঙ্গে; তারা জানে প্রভুকে, আর প্রভু জানেন ভক্তকে; তারাও যেমন প্রভুগত প্রাণ, আর প্রভুও তেমনি ভক্তগত প্রাণ। হাঁ চন্দ্রশেখর! আপনার সঙ্গে যখন ভক্তগণের এত নিকট

সম্বন্ধ, তখন আজ আবার সেই ভক্তের প্রতি দোষারোপ ক'র্‌ছেন কেন?

মহাদেব। অনন্তরূপিণি! ভক্তের সহিত এরূপ সম্বন্ধ ব'লেই, তাদের কাছে আমি বাঁধা পড়ি, সেই জন্য তারা আমায় বশতাপন্ন কর্‌বার সতত চেষ্টা করে। তাই বল্‌ছি, সে সব কথা আমায় ব'লো না।

ভগবতী। তবে প্রভো! ভক্ত পাণ্ডবেরা কি আপনার কোন অপমান করেছে?

মহাদেব। না দেবি! পাণ্ডবেরা আমার সেরূপ ভক্ত নয়। যাদের অকৃত্রিম ভক্তিডোরে আকৃষ্ট হ'য়ে কৈলাস হ'তে শত যোজন দূরে গিয়ে স্বয়ং আবদ্ধ হ'য়েছি, তাদের সঙ্গে আর আমার প্রভেদ কি? পাণ্ডবও যে, আর আমিও সে।

ভগবতী। তবে দিগম্বর! কেমন ক'রে সে ভক্তের সত্যপাশ ছিন্ন ক'র্‌লেন? আহা হর! একদিন দুরাচার অশ্বত্থামার ছলনায় আপনি মুগ্ধ হ'য়ে, আমার প্রাণের প্রাণ দ্রৌপদীর স্নেহপালিত পাঁচটী বুকের রত্নকে হ রণ করিয়েছিলেন। প্রিয়-ভক্ত পাণ্ডবগণকে চোখের জলে ভাসিয়েছিলেন। আজ আবার কি ক'র্‌লেন? আজ আবার কি হ'তে কি হবে প্রভো!

মহাদেব। যা হবার তাই হবে; কার সাধ্য নিয়তি লঙ্ঘন করে? কালরূপিণি! কার যে কি হবে, তা যদি কেউ ব'ল্‌তে পার্‌তো, তা হ'লে অন্তর্যামিনি! তুমিই কেন বল না, তোমার মায়ামোহে জগৎ অন্ধ হ'য়ে থাক্‌বে কেন? অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হ'য়ে আপন পর ল'য়ে আত্মজীবন উৎসর্গ ক'র্‌বে কেন?

ভগবতী। তা যেন হ'লো ; সবই বুঝ্‌লেম ; আপনি যার বাধ্য হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌লেন, সেই ভক্তের নাম কি প্রভো !

মহাদেব। জগদ্ধাত্রি! হররমে! সেই মদ্গতজীবন প্রিয় ভক্তের নাম প্রবীর। এই প্রবীর আমার পরম ভক্ত। তাই তদীয় পত্নী পতিপরায়ণা মদনমঞ্জরীর অনুরোধে পাণ্ডব-শিবিরের দ্বার পরিত্যাগ ক'রে পাণ্ডবেরই সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

ভগবতী। ছি! ছি! এ কলঙ্ক কিরূপে যাবে? ভাল, প্রবীর আপনার এরূপ ভক্ত হলো কিরূপে?

মহাদেব। "হরিবোল হরিবোল" ব'লে ব'লে। যে হরিভক্ত, সে আমার পরম ভক্ত।

ভগবতী। কেন নাথ! পাণ্ডবেরা কি আপনার হরিভক্ত নয়? তবে কেন শ্রীকান্ত গোলক ভুলে, ভূলোকে এসে, অর্জ্জুনের সারথ্য কার্য্যে ব্রতী আছেন?

মহাদেব। তা আমি বল্‌ছি না। উভয়েই আমার পরম ভক্ত।

ভগবতী। তাহ'লে নিশ্চয়ই ভক্তের ভক্তি দুই প্রকার আছে, বোধ হ'চ্ছে।

মহাদেব। হাঁ, তা তো আছেই। ভক্ত দুইরূপ, একজন কামনা করে, আর একজন কামনা করে না, নিষ্কামী। নিষ্কামীই আমার অধিক প্রীতির পাত্র।

ভগবতী। কামনাহীন হ'লেই কি আপনার প্রীতির পাত্র হয়?

মহাদেব। তা কেন হবে? সেই কামনাহীন মনের বিকারশূন্য হওয়া চাই।

ভগবতী। তা কিসে হয়?

মহাদেব। তত্ত্বজ্ঞানে।

ভগবতী। তাহ'লে নিষ্কামী তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও বিকারহীন ব্যক্তিই কি আপনার পঞ্চমভক্ত হবে?

মহাদেব। তা নয় শঙ্করি! তা নয়; তার পর সম, দম, শ্রদ্ধা, উপাদান, উপরতি, তিতিক্ষা এই ছয় সম্পত্তিশালী হ'য়ে বৈরাগ্যধর্ম্মের আশ্রয় লওয়া আবশ্যক।

ভগবতী। কেন শুধু বিকারহীন হ'লে কি বৈরাগ্যধর্ম্মের আশ্রয় লওয়া হয় না?

মহাদেব। তাহ'লে অনায়াসে বিকারহীন কুকুরজাতিও সেই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌তো।

ভগবতী। ভাল, তা-না হোক; কিন্তু এই বৈরাগ্যের পরেই তো আপনার ভক্ত হবে?

মহাদেব। না, তার পর সন্ন্যাসাশ্রম, পর্য্যায়ক্রমে সদ্‌গুরু অন্বেষণ, আত্মসংযম ও গুরুর উপদেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা চাই। প্রবীর আমার তাই ক'রেছে। সে আন্তরিক ভাব গোপন ক'রে সংসার-মধ্যে অবস্থান ক'র্‌ছে। আমি তাই সেই ভক্তের পরম বাধ্য, আমার ইষ্টদেব শ্রীহরিও তাই।

ভগবতী। তাহ'লে অর্জ্জুন আর প্রবীরে কি প্রভেদ আছে?

মহাদেব। সামান্য। অর্জ্জুন হ'চ্চে মুক্ত পুরুষ, আর প্রবীর হ'চ্চে মুমুক্ষু ভক্ত। কার্য্য প্রায় একই। ঐ দেখ প্রিয়ে! শ্রীনিবাস আজ সেই মুক্ত পুরুষ অর্জ্জুনকে লয়ে এ দিকে আস্‌ছেন। আসুন আসুন! আজ আমার কৈলাস পবিত্র হলো, দীন ভিখারী ভোলার মনের সাধ পূর্ণ হলো। কথা ক'চ্ছেন না কেন প্রভো!

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

ভগবতী। কেন দয়াময়! আজ শঙ্কর-সম্ভাষণে সন্তুষ্ট না হ'য়ে মুখ ম্লান ক'রে রৈলে? ভিখারী ভোলা কি অশ্রদ্ধার পাত্র?

কৃষ্ণ। না মা, তা নয়। তোমার দুর্ব্বোধ মায়ামোহে মুগ্ধ হ'য়ে আত্মজ্ঞানের উন্নতি করা' দূরে থাক, আত্মতত্ত্ব নষ্ট ক'র্‌তে ব'সেছি। আমি যে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য মল, মূত্র, মেদ-অস্থি, মাংস সম্বলিত নর-জঠরে জন্মগ্রহণ কর্‌লেম, কত দারুণ-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌লেম, অবশেষে ধরণীতে এলেম, বুঝি আমার সে আশা পূর্ণ হলো না। মা, ভিখারী ব'লে কি ভোলা আমার অশ্রদ্ধার পাত্র? তা মা, কথনই নয়।

গীত।

মিশ্র দেশসিন্ধু—লোফা।

তা নয় মা, তা নয় মা নগেন্দ্র-নন্দিনি।
ভোলা কি ভিখারী, ও শঙ্করি,
(সে যে রাজরাজেশ্বর, তুমি মা রাজরাজেশ্বরী)
শঙ্কর-কিঙ্কর তোর মা নীলমণি॥
কত সাধ ছিল মনে সাধিব সংসারে,
মায়ায় হ'য়ে বন্দীভূত না চিনি আমারে,
(আশা মিট্‌ল না, আমার আমার ব'লে আশা
মিট্‌ল না, ওমা আমি কাঙাল ব'লে আশা মিট্‌লনা
মিট্‌ল না)
এই বড় খেদ রৈল শিবানি॥

জান তো মা কি কারণে হই কৃষ্ণ অবতার,
ধর্ম্মের বাড়াতে মান উদয় আমার,
(তার কি কর্‌লি মা কর্‌লি মা, পাপ কিরাতের
কি কর্‌লি মা কর্‌লি মা, সে যে অকূলে ভাসায় তার
কি কর্‌লি মা কর্‌লি মা)
সাধে বিষাদ ঘট্‌লো জননি ॥

মহাদেব। ও হরি, ইচ্ছাময়! যাঁর ইচ্ছায় জগৎ পরিচালিত, বিদ্যা, অবিদ্যা, মোহ, ভ্রম, সুষুপ্তি, জ্ঞান, তামস, জ্যোতিঃ যাঁর আজ্ঞাধীন, যাঁর ঐ অভয় চরণ চিন্তা ক'র্‌লে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীব সকলই ক'র্‌তে পারে, তাঁর আজ আবার আশা-পূরণের কথা শুনে, আমি আর যে প্রভো! হাস্য সম্বরণ ক'রতে পার্‌ছি না। সকল চিন্তার স্বামী চিন্তামণি আজ চিন্তিত! মরি মরি কি রহস্য! কি রহস্য! কি লীলা!

কৃষ্ণ। হাঁ মা, হাঁ মা বিশ্বরম্যে! আজ সেই জন্যই মা, তোমাদের কাছে এসেছি। পুত্র বড় বিপদে পড়েছে মা, উপায় ক'রে দিতে হবে মা!

মহাদেব। শিবে, আজ মায়াময় নটবরের নূতন নাট্যের অভিনয় দর্শন কর।

অর্জ্জুন। জগদ্‌গুরো! প্রমথেশ! ব্যোমকেশ! সত্যই ব'লেছেন, আজ মায়াময় শ্রীধরের নূতন নাট্যের অভিনয়। প্রভো! অন্তর্য্যামি! সকলি জানেন; তবে একবার সেই দৃশ্যকাব্যের সমালোচনা করুন। এই নাটকের প্রধান নায়ক অর্জ্জুন, উপনায়ক প্রবীর, ক্ষেত্র মাহেশ্মতী পুরী, ঘটনা পাণ্ডবের

অশ্বমেধযজ্ঞ। কবির কল্পনা সেই যজ্ঞ রণক্ষেত্রে পণ্ড করা। অধিক আর ব'ল্‌বো কি প্রভো! আজ কৃষ্ণভক্ত হ'য়ে অর্জ্জুনের মহাকলঙ্ক জগতে ঘোষিত হবে। আজ অর্জ্জুনকে কৃষ্ণগত-প্রাণ হ'য়ে কৃষ্ণনিন্দা শুনে পাপপূর্ণা ধরণী পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে। এতদিনের পর হরিনামের প্রবল স্রোতের গতি রুদ্ধ হবে। (রোদন)।

ভগবতী। অর্জ্জুন, কেঁদো না, কেঁদো না, পিতা মাতার কাছে এসে আর ভয় কি বাছা!

অর্জ্জুন। মা, পিতা-মাতা তো উভয়েই সম্মুখে, তবে পুত্র এত কাঁদে কেন মা! স্বয়ং জগৎপিতা সখা থাক্‌তে এত বিপদে পড়ি কেন মা! কৈ, তোমাকেও তো এত "মা দুর্গে দুর্গতি-হারিণি" ব'লে ডাকি মা, কৈ তুমিও তো মুখ তুলে চাও না।

কৃষ্ণ। সখে! কি ব'ল্‌ছ? ও মা যে পাষাণী মা, ও মা যে নিঠুরা মা, ও মা কি পুত্রের মুখের পানে চায়?

ভগবতী। তোমার মা হবার জ্বালা যদি তুমি নিজে বুঝ্‌তে হরি, তাহ'লে আর এমন কথা ব'ল্‌তে না।

কৃষ্ণ। মা আদ্যাশক্তিরূপিণি! পুত্রের উদ্দেশ্য তুমিও যদি বুঝ্‌তে মা, তাহ'লে তুমিও কখন ও কথা ব'ল্‌তে না। সত্য বটে, আমি আমার সকল অবতারে আমার সকল মাকেই কাঁদিয়েছি, সে মা কোন্ কারণে? তাকি জান নাই? তুমি যদি মা, আমার সকল সংসারের বিষয় দেখ্‌তে, তাহ'লে আর আমি কাঁদাতেম কেন মা!

ভগবতী। ও কি লীলাময়! তুমি যদি মায়ের উপর সে ক্ষমতা দিতে, তা'হলেও বরং এক কথা ছিল; তবে চিন্তামণি, তুমি মা

যখন বলেছ, তা তো তখনই ক'রেছি। তুমি বরং আমার কোন কাজ কর নাই। তবে যদি হরি, নিজ গুণে মা বল্‌বার এতই সাধ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে বল দেখি নীলমণি, সত্য ক'রে বল' দেখি, আমাকে এত মা ব'লে ডাক্‌বার সাধ হ'য়েছে কেন ?

কৃষ্ণ। ও মা! যোগমায়ে, মহামায়ে, মাগো, আমি যে তার কিছু জানি না মা! মা ব'ল্‌তে আমি বড় ভালবাসি, তাই তোমায় মা ব'লে ডাকি।

মহাদেব। অহো লীলাময়! আর ভোলায় ভুলিও না। আর তো আমি তোমার কথায় ভুল্‌বো না।

কৃষ্ণ। আমার সাধের ভোলানাথ! কেন আজ নিজে আত্মভোলা হও? যোগমায়া মহামায়া গৃহিণী থাক্‌তে এত মায়ায় আবদ্ধ হওয়া কি উচিত?

মহাদেব। হরি হরি, শুনেও সুখী হলেম। নারায়ণ, তোমার মায়া হ'তে যে যোগমায়া যোগপ্রকৃতি জগদম্বা সবই উদ্ভূত, এও যদি আজও বুঝ্‌তে না পারি, তা হ'লে বল প্রভো! এ আর বুঝ্‌বো কত দিনে? সূক্ষ্ম তত্ত্ব যদিও বুঝ্‌তে না পারি, স্থূল বিষয়েও তো কিছু বুঝ্‌তে পার্‌বো।

কৃষ্ণ। বল বল চন্দ্রচূড়! তুমি আমায় স্থূলভাবে কি বুঝেছ বল?

মহাদেব। বুঝেছি হরি, বেস বুঝেছি; তোমায় এবার আমি বেস বুঝেছি। তুমি আনন্দ কাননের পারিজাত কুসুম, সংসার-মরুভূমির শীতল শান্তি-জল। তুমি প্রেমিকের অভ্যন্তরের গূঢ় বস্তু, পাগল ভোলায় পাগল কর্‌বার মহতী শক্তি।

কৃষ্ণ। আর তোমায় তুমি কি বুঝেছ?

মহাদেব। তুমিই আমার একমাত্র গতি, এই বুঝেছি।

কৃষ্ণ। গতির পথ কি ক'রেছ।

মহাদেব। ঐ অভয় পদ না পেয়ে, তোমার পদবিনিঃসৃতা পবিত্র-সলিলা জাহ্নবীকে মস্তকে ধারণ ক'রেছি।

কৃষ্ণ। আমার গতির বিষয় কি ভেবেছ?

মহাদেব। তোমার গতি? তুমিই অগতির গতি।

কৃষ্ণ। ভুল ভুল, ভোলানাথ! তুমি বুঝ্‌তে না পেরে সব ভুল বুঝেছ।

মহাদেব। না, আর সূক্ষ্ম বুঝ্‌বো না, তা হ'লেই স্থূলে সব দোষ পোড়্‌বে। হরি হে, এই ভুলে যেন জগৎ ভুলে থাকে, এই ভুলে যেন ভোলার হরিবোল বলা থাকে। সব ভুলে যেন ঐ অভয় যুগল চরণ আমার হৃদয়-মাঝারে আঁকা থাকে।

অর্জ্জুন। আমারও প্রভো! ঐ সঙ্গে নিবেদন, রণে, বনে, জলে, অনলে যেন আমার ঐ অভয় পদে মতি থাকে। যেন অন্তিম-কালে মনের সাধে "হরিবোল হরিবোল" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে এ পাপ তনুর পতন হয়।

কৃষ্ণ। মা জগদম্বে! নিস্তারকারিণি! শুন্‌লে মা! এই জন্যই তোমার মা ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয়, এই জন্যই তো তোমায় মা ব'লে ডাকি মা! তুমি মা, এ সব শক্তি না দিলে জীবের গতির বিষয় আমি কি ক'র্‌বো মা! হর, এস পদধূলা মস্তকে দাও। সুখের ব্রজলীলায় আমার যে সুখ-সাধ মিটিয়েছিলে, এখন একবার সে সাধ মিটাও। মা—ওমা, ব্রজের বনে এক দিন যেমন দশভুজা শ্যামা-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে পুত্র ব'লে আমায়

কোলে ল'য়ে মধুর আদর ক'রেছিলে, সেইরূপ একবার কর না মা! একবার সেবারকারমত করে নবনীত ল'য়ে স্নেহের নীলমণি ব'লে মুখে ননী তুলে দাও না মা!

ভগবতী। হা চক্রধর! তোমার যে কত লীলা, তা আমি অবলা হ'য়ে কি বুঝ্‌বো? সে যাই হোক্, যখন আমাকে মা' ব'ল্‌তে এত সাধ হ'য়েছে, তখন এস রে নীলমণি! মায়ের কোলে এস। একবার কোলে এসে মধু মুখে "মা মা" ব'লে ডাক। আমি আজ জীবন সার্থক করি। (কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লওন)।

কৃষ্ণ। মা, মা, ও মা!

ভগবতী। দেখ্‌রে জগদ্বাসি! আজ মায়ের কোলে মায়ের ছেলে কেমন শোভা পাচ্ছে দেখ।

মহাদেব। বিশ্ব-মনোমোহিনি, একাকিনী জনার্দ্দনের কাল অঙ্গের শীতল ছায়া ল'ও না। আমিও অতি পিপাসিত, তাপিত; দাও, দাও, আমাকে একবার জলদবরণকে দাও। আমি একবার কাল মেঘের কোলে এ দগ্ধ জীবন রেখে আমার প্রাণের জ্বালা দূর করি দাও।

ভগবতী। একটু শান্ত হও না শঙ্কর! অনেক দিনের পর প্রাণের মণি নীলমণিকে পেয়েছি, একটু কোলে ক'রে থাকি। এক-বারে এত উথলা হ'লে আমি যে কালবরণের শীতল ছায়া উপভোগ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

মহাদেব। না—না শঙ্করি, আমার হরিকে একবার আমায় দাও। আমার প্রাণ প্রাণ-চকোর কালাচাঁদকে দেখে একেবারে, নৃত্য ক'রে উঠেছে।

কৃষ্ণ। মা—মা, আমার একবার মার কোল হ'তে পিতার কোলে যেতে বড় সাধ হ'য়েছে। একবার ছাড় না মা, পিতার কোলে যাই।

মহাদেব। (কৃষ্ণকে কোলে লইয়া) কেমন হরি, আজ সত্য ক'রে বল দেখি, আমার প্রাণের আশা চরিতার্থ ক'র্‌বে কি না? চরণধূলার অধিকারী হবো কি না? অমূল্য হরিনামে আমার মন প্রাণ নিরন্তর উন্মত্ত থাক্‌বে কি না? অখিল বিশ্বের জীব! আজ আয় রে, আমার কাছে আয়, যদি হরি-প্রেমের মধুর স্বাদ আস্বাদন ক'র্‌তে কারো বাসনা থাকে, তবে আয় ভাই, আজ দয়াময়ের অভয় পদে শরণ হবি আয়। এই সময় একবার ভাই বন্ধু সকলে বল ভাই, প্রেমে মাতুয়ারা হ'য়ে বল ভাই, হরিবোল হরিবোল হরিবোল। আজ দেখ্‌ ভাই, হরির আঁখির সনে আঁখির কি খেলা, এখন এই আঁখিতে আয় ভাই, আমাদের সকলের আঁখি মিশাই।

গীত।

মঙ্গলবিভাস—ঝাঁপতাল।

আঁখির সনে আঁখির ভাব আঁখি ভরে কে দেখিবি রে।
কালরূপে ভুবন আলো হেরে কাল ভয় ঘুচিল রে॥
কাল চাঁদমুখে মধুর হাসি, যেন নীলাকাশে তারারাশি,
লুকাতে সে রূপ-শশী, অধরে ধ'রেছে বাঁশী,
আবার ভুলাতে জগদ্‌বাসী, সে রাধা রাধা বলে রে॥
ভক্ত-দুখনিবারী, ভক্তাধীন সেই শ্রীহরি,

ভক্ত লাগি বক্ষোপরি, দেখ্‌রে ভক্ত আঁখি ভরি,
বৃথা মায়া পরিহরি, ভাই হরি হরি বল রে ॥

কৃষ্ণ। ভোলানাথ! আজ আমি কি জন্য এসেছি, তা কি জান? আজ নীলধ্বজ পুত্র প্রবীরকে নিজের অস্ত্র দিয়ে বিজয়-বর দিয়েছি; কিন্তু তাতে আমার অর্জ্জুনের বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা।

মহাদেব। তা হ'লে প্রবীর-নিধনের যুক্তি, কেমন শ্রীনিবাস! কিন্তু আমা দ্বারা সেটী হবে না। কেননা আমি জানি, প্রবীর জাহ্নবীর বরপুত্র। সুতরাং এ বিষয়ে আমি যোগ দান ক'র্‌লে জাহ্নবীর নিকট মুখ দেখাতে পার্‌বো না। একে জাহ্নবী আমার প্রতি কুপিতা। ভগবতীকে ভালবাসি ব'লে, কত যে আমায় বিদ্রূপ করে, তা আর ব'লতে পারি না, প্রভো!

অর্জ্জুন। তাহ'লে কি সত্য সত্যই অর্জ্জুনের মৃত্যুই নিশ্চিত হলো? একি প্রভো, আপনি শ্রীচরণে আশ্রয় না দিলে আমায় কে আশ্রয় দিবে? আমি কার কাছে যাবো? মা হররমে, শিবানি, ঈশানি! মা! এই কি 'মা' বলার শেষ ফল? মাগো, মরি তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আজ তোমার নাম ক'রে এসে কি ফল পেলেম মা! মা, এ কলঙ্ক কিসে দূর হবে মা! বিশ্ব জুড়ে এ অখ্যাতি ঘোষিত হবে। অর্জ্জুনের শ্মশান-অস্থিতে যে অকলঙ্ক দুর্গানামের এ কলঙ্করেখা লেখা থাক্‌বে।

কৃষ্ণ। সখে! তাই ব'লেছিলেম, যে, আমাদের মা পাষাণী, পিতা পাষাণ। মা, তবে আর কেন, এখন চল্‌লাম। মাগো, যদি

আজ অর্জ্জুনের সেই ভাবিবিপদই সংঘটিত হয়, তা হ'লে জেন মা! যে অর্জ্জুনের দেহলীলার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এ পাপ কৃষ্ণলীলারও অবসান হবে।

ভগবতী। কেন জগন্নাথ! এত মনঃপীড়ার কারণ কি? পিতা যদি না দেখেন, মা আছে তো? আমি অভয়া মা থাক্‌তে অর্জ্জুনের ভয় কি আছে? এখন এক কার্য্য কর, যদি প্রবীরকে এরূপ বরই দিয়ে থাক, তা হ'লে আমি অর্জ্জুনের পরিত্রাণের উপায় ব'লে দিচ্ছি। যে সময় অর্জ্জুনসহ প্রবীরের যুদ্ধ হবে, সেই সময় আমার মায়াসম্ভূত একটী নবীন মায়া-পুরুষ ও একটী নবীনা মায়া-স্ত্রী আবির্ভূত হ'য়ে প্রবীরকে ঘোর মায়ায় মুগ্ধ ক'র্‌বে। প্রবীর আপন যৌবনসুলভ-চপলতা-বশতঃ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য হ'য়ে তাদের রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হ'লে তারাই তাদের বাসস্থান মায়ারাজ্যে প্রবীরকে ল'য়ে যাবে; সেই সময় আমার মোহিনী সঙ্গিনীরা তুমি যে সব অস্ত্র মদন-মঞ্জরীকে দিয়েছ, প্রবীরের হাত থেকে হরণ ক'রে আন্‌বে। মোহিনীগণের স্বকার্য্য সিদ্ধ হ'লে পুনর্ব্বার প্রবীর রণক্ষেত্রে নীত হবে, সেই সময়ে বৎস অর্জ্জুন তথায় গমনপূর্ব্বক প্রবীরকে সংহার ক'র্‌বে।

মহাদেব। দেখো শঙ্করি, শেষে যেন এতে আমায় দোষী হ'তে না হয়। আমি কোন পক্ষেই নাই।

কৃষ্ণ। তবে মা, আমরা এখন আসি। এস সখে!

অর্জ্জুন। দেখো মা, পিতা বিমুখ রৈলেন ব'লে, তুমি যেন আর বিমুখ হ'ও না। মা, অর্জ্জুন তোমার রাঙা পায়ের ভিখারী। (অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ গমনোদ্যত)।

গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। বলি বাবা, আমার বর-পুত্র প্রবীরকে সংহার কর্‌বার ষড়ষন্ত্র তো ঠিক হ'লো?

মহাদেব। (স্বগতঃ) এই দেখ, এইবারেই বুঝি সর্ব্বনাশ হয়! প্রখরার প্রখর কোপ হ'তে অব্যাহতি পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

গঙ্গা। বাবা, কথা ক'চ্ছেন না কেন? লজ্জা ক'রেছেন কি? আপনার আবার কিসের লজ্জা? নিজে তো লজ্জানিবারণ! দৌহিত্র বধে তো আপনার লজ্জা হবে না! বলুন না, কি হ'ল, বলুন না?

কৃষ্ণ। মা, গঙ্গে, তোমাকে আর অধিক কি ব'ল্‌বো, তুমি তো মা, সকলি জান, ভাগ্যে যা আছে, তা হবেই, নিয়তির লিখন খণ্ডন করে, কার সাধ্য?

গঙ্গা। বাবা, রাগ ক'রো না; কালসাপিনীর মাথার মণি কেউ কেড়ে নিলে, সেটা তার বড়ই মর্ম্মান্তিক হয়। বাবা! আমার পুত্র ব'ল্‌তে কি তুমি রাখ্‌বে না? আমার প্রাণের প্রাণ, শেষের সম্বল ভীষ্মধনে হরণ ক'রে আমাকে পুত্রহীনা ক'রেছ; তাতেও কি তোমার মনের দুঃখ যায় নাই? বাবা ভীষ্ম রে! আর কি তোর চাঁদমুখের 'মা মা' কথা শুন্‌তে পাবো? বাবা গো, এত ক'রেও কি তুমি ক্ষান্ত হ'লে না? শেষে আমার বর-পুত্রকে নিধন করবার জন্য—(রোদন)

কৃষ্ণ। কি করি মা! কেন মায়ায় অভিভূত হ'চ্চ! কে কার, মা? সংসারে কার সঙ্গে কার সম্বন্ধ আছে? অনিত্য নশ্বর জীবের সম্বন্ধ সকলই যে নশ্বর, তা কি মা, জান না? আর

তুমি যে ভক্তের কথা ব'লছ, সে প্রবীর কি আমার ভক্ত নয়? কি ক'র্‌বো! তার যা নিয়তি, তা হবে।

গঙ্গা। ভাল, তাহ'লে ষড়যন্ত্র কর্‌বার কারণ কি?

কৃষ্ণ। নিয়তির লিখন কার্য্যে পরিণত কর্‌বার উপলক্ষ তো চাই!

গঙ্গা। আহা পিতঃ! কি ব'ল্‌লে? আমার প্রবীরবধের উপলক্ষ হ'চ্চ তুমি? প্রবীরের মাতামহ হ'য়ে সেই প্রবীরকে বিনষ্ট কর্‌বার জন্য কৈলাসপতির নিকট যুক্তি নিতে এসেছ? বুঝেছি কপট, তোমার কপটতা সব বুঝেছি। স্বামিন্! আপনিও কি এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে না কি? আপনি স্বয়ং মহাকাল হ'য়ে কি আমার প্রবীরকে কালের হাতে তুলে দিচ্ছেন?

মহাদেব। না না গঙ্গে, আমি তোমার ভালমন্দের কিছুতেই নাই। ভোলা ভাং সিদ্ধি খেয়ে হরিনাম ল'য়েই প'ড়ে আছে। আমি কারো কথায় থাকি না গঙ্গে, কারো কথায় থাকি নে।

কৃষ্ণ। না মা, এতে কৈলাসনাথের অপরাধ নাই।

গঙ্গা। তবে কৈলাসে আস্‌বার প্রয়োজন কি ছিল? বুঝেছি, আমার সপত্নীর এই ছলনা! উঃ, সপত্নীর জ্বালা কি ভয়ঙ্কর জ্বালা! সপত্নী না হ'লে প্রাণে এমন ক'রে মর্ম্মান্তিক ব্যথা কে দিতে পারে? কিন্তু বাবা, এ তুমি বেস্ জেন, আমি থাকৃতে আমার প্রবীরকে বিনষ্ট ক'র্‌তে পারে, কার সাধ্য? আমার ভক্ত-অঙ্গে কেউ কুশাঘাত পর্য্যন্ত ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ভগবতী। জগন্নাথ! যাও বিলম্ব করো না। নিশা প্রভাত-প্রায়!

আমি যখন ভক্ত অর্জ্জুনকে অভয় দিয়েছি, তখন আর ভয় কি আছে?

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞা, মা! (কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রস্থান)।

ভগবতী। বলি গঙ্গে! একেবারে যে উন্মত্তা হ'য়ে প'ড়্লি! কার সঙ্গে কিরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা ব'ল্লে নিজের মান থাকে, বুড়োবয়সে এখনও তা শিখ্লি না? ভক্ত তো সবারি আছে, সকলেই তো ভক্তাধীন। তবে আবার কে কোথায় ভক্ত ভক্ত ক'রে লঘু গুরু বিবেচনা করে না, বোন্!

গঙ্গা। (স্বগত) এখন যদি আমি একটী কথা বলি, তাহ'লে অমনি অনর্থ হবে। না ব'ল্বোই বা কেন? আমি কি কেউ নই? প্রাণে ব্যথা দিলে মর্ম্মান্তিক কথা কার না মুখ হ'তে বেরোয়? (প্রকাশ্যে) বলি দুর্গে! তুমি যে একেবারে মহাকর্ত্রী হ'য়ে উপদেশ দিতে এলে! নিজের বেলায় তো বেস্ বুঝ্তে পারো? নিজের স্বার্থহানি হ'লে অমনি সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, বিশ্বনাশ ক'র্তে আগে বিশ্বনাথের কাছে ছুটে যাও; কৈ, তখন তো আমি তোমায় কিছু ব'ল্তে যাই না। আর আমি আমার ভক্তের জন্য একটী কথামাত্র ব'লেছি, অমনি তুমি টিট্কারী দিতে আরম্ভ ক'র্লে? কেন তুমিই বা আমায় এত ক'রে ব'ল্বে কেন? তুমি আমায় বল্বার কে?

মহাদেব। দেখ, বুঝি সর্ব্বনাশ হয়! বুঝি, আমার ভাঙা কুঁড়ে কথার ঝড়ে উড়ে যায়! দেখ, গঙ্গে! তরঙ্গটা একটু কমাও, দেখ, কলহটা বড় ভাল নয়।

গঙ্গা। আমি তো তা জানি। আমি কোন কথা ব'ল্তে গেলেই

তোমার প্রাণে যেন বজ্রের মত গিয়ে লাগে। দূর ছাই, কোন কথাই আর ব'ল্‌বো না ; স্বামী যে নারীর মুখের দিকে চায় না, সে নারীর বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল। তোমার ভগবতীই তো ভাল জানি ; আমি তোমার দু-চক্ষের বিষ, আমি যেন তোমার কোন প্রাণের ধন কেড়ে নিয়েছি।

মহাদেব। হাঁ তাই বটে! ব'লেছ বড় মন্দ নয়। আমি কারে অধিক ভালবাসি, গঙ্গে, তা আর মুখে ব'ল্‌বো কি? সে তো তোমায় মস্তকে ধারণ ক'রে, আমার গঙ্গাধর নামের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ পরিচয় দান ক'রেছি। যাই হোক, তুমি প্রাণ ভ'রে কলহে মন দাও, আর কিছু বল্‌বো না, এই আমি নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, নিশ্চল হ'য়ে ব'স্‌লাম। (উপবেশন)।

ভগবতী। তাইবা কেন? তোমাকেই বা আমার জন্য এত সহ্য ক'র্‌তে হবে কেন? তোমার কাছে আমিও যেমন আর গঙ্গাও তেমন ; আর আমার অপরাধই বা কি হ'য়েছে ; ভক্ত প্রবীরের নিয়তি মৃত্যু ; আর অর্জ্জুন সে বিষয় বুঝ্‌তে পারে না ব'লে, আমি তার কাছে সেই কথা প্রকাশ ক'রেছি ; তার মধ্যে আবার দেখ না, ভালবাসাবাসি, বিচ্ছেদ, মিলন, প্রেম, অনুরাগ—আমর! কত কথারই ঢেউ উঠ্‌ছে। ও মা, তরঙ্গ দেখ্‌লে প্রাণ কাঁপে, সম্মুখে যেতেও ভয় হয়।

মহাদেব। (স্বগত) তরঙ্গ বড় কম ক্যারই নয় ; উনি এক, ইনি দুই, উঃ! এরূপ সংসার কি ভয়ানক! হায়রে! এ দেখেও যারা বহুবিবাহে মত দেয় এবং এক পত্নী সত্বেও যারা দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করে, আমি সেই দুরাত্মা পাষণ্ডগণের মস্তকে বাম পদাঘাত করি।

গঙ্গা। বলি সুশীলে! তবু ভাল, আমার তরঙ্গ দেখে আতঙ্ক হ'য়েছে, সম্মুখে আস্‌তে ভয় পায়, তা সম্মুখে না এলেই পার। কিন্তু বলি দুর্গে, আমার অভয় কোলে আস্‌বার জন্য জগতের লক্ষ লক্ষ জীব আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রেছে। শত শত যোজন হ'তে যারা একবার মাত্র 'গঙ্গা গঙ্গা' ব'লে ডাকে, তারা বিনা আয়াসে মোক্ষ-ভবনে গমন করে। তা তুমি আমার কাছে আস্‌বে কেন? পাপী তাপীর মনস্তাপ দূর করি ব'লেই আমার নাম পতিতপাবনী। দুর্গে! সেই জন্যই তো আমি পতিত হ'য়েছি।

গীত।

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

আমি সুরধুনী পতিতপাবনী,
অধম-নিস্তারিণী, বিষ্ণুপদে স্থান।
শতেক যোজনে, আমায় যে জনে
ভক্তিভাবে ডাকে 'গঙ্গা' ব'লে—
তারে গো অভয়া, দিয়ে পদছায়া,
ভবধাম হ'তে করি পরিত্রাণ॥
মম পূত জলে করিবারে স্নান,
কেন নানা জীব হয় বিদ্যমান,
"ত্রাহি মে মা গঙ্গে, অন্তে দিও স্থান,"
কেন উচ্চারণ মুখে—

জানি দুর্গে তোর বল, নামে দুর্গতি কেবল,
দেখ্ গঙ্গানামের ফল, পাপীজনার হয় গো নির্ব্বাণ॥

ভগবতী। তাই এত অহঙ্কার না কি? ওমা, আমাকে কেউ তো আর ডাকে না? আমার জয় দুর্গানামের কেউ তো ভিখারী নয়? ভাল গঙ্গে, তুই নিজের মহিমাটা প্রকাশ ক'রে খুব সাবাসিটা নিলি যাহোক্। তবে স্পষ্ট কথা ব'ল্‌তে হ'লো; বলি হাঁ জাহ্নবি! তোরে কে চায় বল্ দেখি? যে মহাপাপী, ভ্রমান্ধকারে যে চিরকাল আচ্ছন্ন, যে কখন ভ্রমেও হরিনাম মুখে আনে না, সেইরূপ কুসংস্কারবিশিষ্ট তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিরাই বিনা সাধনে বৈকুণ্ঠলাভের জন্য তোর জলে ঝাঁপ দিতে আসে! যে সাধনাশীল, সে তোর আশ্রয় ভিক্ষা ক'রবে কেন? সে বরং "মা মা" ব'লে আমার শরণ গ্রহণ ক'রে থাকে। আমিও তাকে পরম আদরে আমার নিকট রাখি।

গঙ্গা। লোকে আপনারটাই ভাল বুঝে। আচ্ছা, বল দেখি সপত্নি, তৈলাক্ত শিরে তৈল দেওয়া ভাল, না তৈলবিহীন রুক্ষ মস্তকে তৈল দেওয়া যুক্তিসঙ্গত? যাই হোক্, সাধু রক্ষা ক'রে বড়ই আত্মশ্লাঘা দেখ্‌ছি। তাতে বড়ই গৌরব!

ভগবতী। দেখ চুপ কর্ গঙ্গে, বেশী বাড়াবাড়ি ক'রিস্ নে; নষ্টপ্রকৃতি হ'লে কত রকমেই যে হাবভাব হয়, তা আর ব'ল্‌তে পারা যায় না।

গঙ্গা। হু, আমি নষ্টপ্রকৃতি বৈ কি?

ভগবতী। যোগিরাজ গঙ্গাধরকে স্বামীত্বে বরণ ক'রে আবার

সাগর-পতির কাছে ছুটে যাস্ কেন না ? বলিনে ব'লে বুকের পাটা যে একেবারে বেড়ে গেছে। আস্পরণ আর কি !

গঙ্গা। এটী আমার মহৎ দোষ বটে ; কিন্তু কে আপন পুত্রকে পতি কর্‌বার জন্য কত সাধনা ক'রে, পরিশেষে কারণ-জলে ভেসে শব হ'য়েছিল ? কে আবার সেই পুত্রকে পতি কর্‌লে ? এই গুলো সব মহতী সতীর কর্ত্তব্যপরায়ণতা বটে, বলি দুর্গে, সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে গূঢ় কথা বের'চ্ছে ভাল।

ভগবতী। মন্দই বা কি ? কিন্তু তোমার মত তো আর স্বামীর শিরে অবস্থান ক'রে সতীত্বের নিশানা দেখাই নাই ? ওগো, তুমি বেস্ সতী, বেস্ সতী। এবার সতী ব'লে তোমার একটী দ্বিতীয় নাম দোব।

গঙ্গা। সে বিষয়ে তুমিও ফাঁকে যাও না। তুমিও তো ভীমা উলাঙ্গিনী কালীমূর্ত্তি ধারণ ক'রে, পতির বক্ষে পা দিয়ে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে ক্রুটী কর নাই !

ভগবতী। আর তোমার শান্তনু রাজার কথা ? সেখানে সতীত্বের ফোয়ারাটা যে ঢেউ খেলিয়ে বেড়াচ্ছে, কেমন, নয় ? সেখানে তো আবার সাতটা ছেলের মাথা খেয়েছ।

গঙ্গা। তুমিও তেমনি সুরথ রাজার দুর্গোৎসব উপলক্ষে লক্ষ ছাগের রক্তপান ক'রেছ।

ভগবতী। সে তো আর আপন পুত্রের মাথা নয় ? তার সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ। না—না, তা ব'ল্‌ছি না, তুমি যে ভক্তবৎসলা, তাই ব'ল্‌ছিলেম। ধিক্ ধিক্ গঙ্গে, অধিক কি, তোর নামে ধিক্।

মহাদেব। বলি হাঁগা, তোমরা কি আজ দ্বন্দ্ব কলহটা ছাড়্‌বে না ?

এ যে সমস্ত রাত কেটে দিন এলো। হায়! এমন সংসারের জ্বালায় প'ড়েছিলেম! ও গঙ্গে! একবার চুপ কর মা।

গঙ্গা। তা তুমি বল্‌বে বৈ কি, তোমারই তো এ সব ষড়যন্ত্র। তুমিই তো আমার প্রিয়ভক্ত প্রবীরকে নিধন কর্‌বার মন্ত্রণা দান ক'রেছ। কিন্তু আমি যদি বিষ্ণুপদোদ্ভবা হই এবং আমার নাম যদি গঙ্গা হয়, তা হ'লে দেখ্‌ব শঙ্কর! আমি থাক্‌তে কার সাধ্য আমার প্রবীরকে নষ্ট ক'র্‌তে পারে? মরি রে, আমার সাধের জনা, তার পুত্র প্রবীর, আমি সাধ ক'রে তারে বরপুত্র ক'রেছি; আমি থাক্‌তে কি তার অমঙ্গল দেখ্‌তে পারি? দেখি, কে আমার হৃদয়-রত্নকে হৃদয় হ'তে হরণ ক'রে ল'য়ে যায়? কৈ, কৈ আমার সংহার-মূর্ত্তি ত্রিশূল কৈ? কৈ আমার শক্তিবিশিষ্ট অর্দ্ধচন্দ্র খড়্গ কৈ? আজ ধরাকে অর্জ্জুনশূন্য ক'রে আমার প্রবীরকে নিষ্কণ্টক ক'র্‌বো। এই আমি প্রবীর রক্ষার জন্য চ'ল্লেম। হাঁ হে, আমি যে ভক্তাধীনী, পতিত-পাবনী গঙ্গা ব'লে ডাক্‌লে আমি কি স্থির থাক্‌তে পারি? না না, ভক্ত রে, এই আমি যাচ্ছি। (গমনোদ্যত)

মহাদেব। (গঙ্গাকে ধারণ করিয়া) গঙ্গে! আমায় ক্ষমা কর। শঙ্কর তোমার নিকট আজ ভিক্ষা প্রার্থনা ক'র্‌ছে, তুমি এ ক্ষেত্রে সেখানে যেও না। আর গেলেও সম্মান থাক্‌বে না। কালপূর্ণ ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় কি আছে দেবি! তা হ'লে কাল নামের আর মর্য্যাদা কি? এস জাহ্নবি! আমার সঙ্গে এস, আজ প্রবীর-জীবনের নিগূঢ় বৃত্তান্ত তোমায় ব'লে তোমার অশান্ত-চিত্ত শান্ত ক'র্‌বো, এস। উতলা হ'ও না, আমি ব'ল্‌ছি, তোমার তাতে মনোদুঃখের কারণ থাক্‌বে না,

এস দুর্গে! আজ এই প্রসঙ্গে তোমাদের দুজনের বিবাদ ভঞ্জন ক'র্‌বো, এস।

গঙ্গা। প্রাণেশ, প্রমথেশ! কি ব'ল্‌বেন বলুন? কিন্তু নাথ! আমার ভক্ত হয় তো কাঁদ্‌ছে, আমায় "গঙ্গা গঙ্গা" ব'লে ডাক্‌ছে।

মহাদেব। এস প্রিয়ে, চিন্তিত হ'ও না।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমরক্ষেত্র।

প্রবীর, সেনাপতি, অগ্নি ও প্রবীর-পক্ষীয় সৈন্যগণ আসীন।

প্রবীর। দাঁড়াও সৈনিকবৃন্দ সমবেত হ'য়ে,
শুন সবে এক মনে, কেন ভাব আজি রণে,
কিসের কারণে কার আছ মুখ চেয়ে?
জান কি হে সৈন্যগণ সমরে দুর্ব্বার,
জান কি হে এর ভাব তোমরা সকলে?

সৈন্যগণ। জানি আর নাহি জানি জেনে কিবা ফল?
কিসের কারণে এত পাণ্ডব প্রবল?

প্রবীর। জয়ী হ'য়ে কুরুক্ষেত্র-রণে
ভাবিয়াছে মনে, পাণ্ডবের সমকক্ষ নাহিক কোথায়।

সৈন্যগণ। অসহ্য অসহ্য ব'লে তাহা বোধ হয়।
অনুমতি দিলে সবে দেখি সমুদয়॥

প্রবীর। আরো শুন আরো শুন পাণ্ডব-কাহিনী,
অশ্বমেধ-যাগ উপলক্ষ করি,
অশ্ব ছাড়ি ভুবন-মাঝারে, দেখাবে সংসারে,
অতুল পাণ্ডবকুল!
আর আর ক্ষত্রকুল হীনতেজা সবে।

হায় সৈন্যগণ,
হীনবীর্য্য সব কি হে ক্ষত্রিয়-নন্দন ?

সৈন্যগণ। অহো বজ্রপ্রায় হেন কঠিন বচন,
আজ্ঞার অপেক্ষা দুষ্টে করিতে দমন।

প্রবীর। কেন কেন, থাক থাক মিত্রিতের প্রায়,
অধীনতা মহাপাশ শান্তির আলয়।

সৈন্যগণ। কেন আজ হীন কি হে ক্ষত্রিয়নন্দন ?

প্রবীর। তা না হ'লে ভারতের দুর্দ্দশা এমন !
হায় ! চির-কাঙ্গালিনী ভারত-মাতার
লুকায়েছে সে গৌরব, রাহুগ্রস্ত শশী।
ভয়ঙ্কর নিদারুণ অধীনতা-পাশে,
মৃতপ্রায় জর্জ্জরিত দেশ-বাসিগণ।
পেটে অন্ন দুই বেলা পায় না সময়ে।
মরি মরি জীর্ণ শীর্ণ চরণ-প্রহারে।
পরিণাম তায় কি হে ভেবেছ তোমরা ?
স্বাধীনতা-মহারত্ন লইবে কাড়িয়া।
যায় রাজ্য, যায় মান, যায় সিংহাসন !
ভেক আসি নৃত্য করে ভুজঙ্গের শিরে,
অসম্ভব অসম্ভব সম্ভব সে করে।

গীত।

সোহাকানেড়া—সুরফাঁকতাল।

অসম্ভবে সম্ভব।
ফণি-শিরোপরি ভেকেরি নৃত্য দৃশ্য কি কব

শৃগাল সমান শত্রু, সে ভীরু ক্ষুদ্র,
হরিতে বাসনা সিংহ-বিভব ॥
গরজে বরষে বাণ, সম উল্কা, কাল অগ্নি, খণ্ড প্রলয়ে,-
রে রে কড়্‌কড়ে, ভীমনাদে ইরম্মদে,
ধূ ধূ জ্বলে, হাসে খল্‌খলে যতেক শব ॥

প্রবীর। কঠিন কঠিন শত্রুর সে হিয়া,
বংশ ধ্বংস করে দেখ না চাহিয়া,
ভাবে না আমরা নন্দন কাহার ?
শুন শুন তবে ক্ষত্রিয়-কুমার !
রাজ-বংশে মোরা ভারতের রাজা,
ভারত-মাতার পুত্র মহাতেজা,
তবে রে কাহারে করিব ভয় ?
খোল খোল অসি পিধান হইতে,
চল চল চল রিপুরে বধিতে,
বল বল বল প্রবীরের জয়।
জয় নীলধ্বজের জয় ॥

সৈন্যগণ। জয় জয় প্রবীরের জয়। (সকলের প্রস্থান)

ভীম, অর্জ্জুন, বৃষকেতু ও পাণ্ডবীয় সৈন্যগণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। এস হে বীরেন্দ্রবৃন্দ পাণ্ডব-সেনানী,
এস সবে সৈন্যগণ উন্মুক্ত-কৃপাণ
করে করি, বীরতেজে রণক্ষেত্র-মাঝে।

সাহসে হৃদয় বাঁধি, শক্রর নয়ন ধাঁধি,
দেখাও পাণ্ডব-বীর্য্য ভারত-মাঝারে!
কোথায় নিবাস দেখ, এসেছি কোথায়,
লভিতে যশের ভাতি ক্ষত্রিয়-সমাজে।
অনিমেষে চাহি দেখ নয়ন মেলিয়া,
বীরদম্ভে শক্রগণ, কাঁপায় আকাশ বন,
কাঁপায় জলধিগর্ভ ভূধর কন্দর,
এই সব দৃশ্য কার অসহ্য না হয়?
বীরের শোণিত কার থাকে নতভাবে?
ভুজঙ্গের নত শির, নিরখিতে অতি ধীর,
লগুড়প্রহারে কারে না করে দংশন?
ভীমসর্প ক্ষত্রজাতি নহে কি ভীষণ?
কিন্তু যদি সেই মান হারায়ে এখানে,
যাই এবে ঘরে ফিরে ল'য়ে পাপ প্রাণে,
অহো! কিবা গ্লানি তায়! জীবনে মরণ,
চাও কিহে হেন প্রাণ ক্ষত্রিয়-নন্দন?

সৈন্যগণ। কভু নয়, কভু নয়, সে ছার জীবন।
ক্ষত্রিয়-সমাজে তার কোন্ প্রয়োজন?

অর্জ্জুন। শুধু নহে মৃত্যু ভাই, মুখে চূণকালি,
শক্র কটুবাক্যে সদা দিবে হায় গালি।

সৈন্যগণ। শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন,
যাব নাই ঘরে ফিরি ল'য়ে এ জীবন।

অর্জ্জুন। এস তবে ভ্রাতৃগণ, করি সবে প্রাণপণ,
দেখাও পাণ্ডব-বীর্য্য শক্রর নিকটে,

উৎসাহের নদোপরি, ভাসাও কীর্ত্তির তরি,
উড়াও বিজয়-ধ্বজা আকাশের পটে।
অশ্বমেধ পূর্ণ হবে, রাজার সুগুণ গাবে,
বলিবে জগৎ-জনে জয় জয় জয়,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, শ্রীকৃষ্ণের জয়।

সৈন্যগণ। জয় জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে সেনাপতি ও বৃষকেতু, ভীম ও অগ্নি, প্রবীর ও অর্জ্জুন এবং রণক্ষেত্রের অদূরে বয়স্যের প্রবেশ।

বয়স্য। লেগে যাও বাবা, লেগে যাও, লেগে যাও। মুখ হাতে হাতে মুখে, তাঁতির মাকু, শাঁখারির করাত, যেতে আস্‌তে; বলি ও দেব্‌তা, উঠে প'ড়ে লাগ। আজ বেস খাবারের বুত বরাত হবে এখন। যুদ্ধে জয়—অমনি রসগোল্লার কারখানা ময়। পেট পূরে, ফেলিয়ে ছড়িয়ে, চতুর্ব্বর্গ ফল চিবিয়ে, চুষে, চেটে, ঘিটে, উদ্গারের ঢেউ। একে ঘরজামাই, দিন রাত নাই, কাছে থাকা চাই, এ খাই ও খাই। ভালবাসার ঢেউ খুব উঠ্‌বে এখন। আমার জামাই এলো, আমার জামাই, প্রাণের জামাই, দিন রাত নাই, কাছে থাকা চাই। ঘর-জামায়ের বড় আদর, আর যদি হয় ধনীর ঘর। লেগে যাও বাবা, লেগে যাও, লেগে যাও বাবা।

দেব্‌তা, রাণীমা—দেব্‌তা! রাণীমা, মোহনভোগ তৈয়ারী ক'র্‌ছেন।

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত কেন হ'লি রে বর্ব্বর!
ধর্ ধর্ পুনঃ শর
এত কি সমরে শ্রান্ত হলি?
কেন কালি দিলি ক্ষত্রিয়-সমাজে?

ভীম। শুন্ ভাই রে অর্জ্জুন,
বৃথা রণ কর পরিহার,
বৃথা রণে নাহি প্রয়োজন,
দেখ্ না দেখ্ না মাহেশ্বতীপুরী
শৃগাল-আলয়, ভয়ে সবে জড় প্রায়,
নাহি কথা কয়।

বৃষকেতু। তবে কেন এতই উদ্ধত?
কার সনে রত করিতে সংগ্রাম?
রাজা যুধিষ্ঠির ধরণী-ঈশ্বর,
পূর্ণব্রহ্মহরি সখা যে তাঁহার;
বীরকুলে বীরচূড়ামণি
এ ভীম অর্জ্জুন অনুজ সকলে,
শক্রজিৎ পরাক্রমী বিখ্যাত সংসারে।
নাহি জেনে শুনে কেন অশ্ব বাঁধে তাঁর,
এই অহঙ্কার মোরা করিব সংহার,
মাহেশ্মতীপুরী আজ যাবে যমালয়।

বয়স্য। যাক্ বাবা, আমি আর ঘরজামাই অগ্নি বাদ থাক্‌লেই হ'লো; তা না হ'লে, না খেয়েই ম'রে যাব। কি হে

দেব্‌তা, কথা কচ্ছনা যে? ঘরেতে দেখি বড় বড়াই, এখানে আর বাবাজীর মুখে কথাটী নাই। বলি, ও জামাই ঠাকুর, উপর দিকে চেয়ে কাজ কর্ম্ম করো।

অগ্নি। স্থির হও; বলি সবে করহ শ্রবণ,
কার কিসে হলো পরাজয়?
স্বপক্ষ বিপক্ষ সবে আছ উপস্থিত,
কেহ ভীত নয় তায়;
তবে কার পরাজয় হইল নিশ্চয়?

সেনাপতি। আপনা আপনি সবে করে উচ্চ জ্ঞান,
বীর বলি উন্মত্তের প্রায়,
দেয় পরিচয়,
কিন্তু নাহি জানে বীরপনা;
কি আশ্চর্য্য, হাসি পায় মনে,
বিজয় বিজয়ী এতে কুরুক্ষেত্র-রণে?

বৃষকেতু। নয় কিনা দেখ প্রাণপণে?
অতি ঘোর প্রভঞ্জন এই যে সমর-বেগে
থরথরি কাঁপাইল মাহেশ্মতী পুরী,
সহসা থামিল কেন সে ভীষণ বেগ
কিসের কারণে?

অগ্নি। অর্জ্জুনের বীর-তেজে নয়।

ভীম। নিজ বল-প্রতিঘাতে না কি?

বৃষকেতু। বুঝি তাই হবে,
ভীরুর সহায় সার আড়ম্বর-কথা।

সেনাপতি। ভীরু, ভীরু, ফেরুসম কথা তোর।

অর্জ্জুন। রণমাঝে বাগযুদ্ধ কেন,
কথাও ক্ষত্রিয়তেজ অস্ত্রশস্ত্রমুখে।

প্রবীর। এতক্ষণ কোন কথা কহি নাই,
রণমাঝে বাগযুদ্ধ কে চায় অর্জ্জুন,
কে ছাড়ে প্রথমে তূণ-শর,
ক্ষান্ত দিলে সহসা কে রণে?
মনে জ্ঞান ছিল তুমি বীরের প্রধান,
বীরত্ব-গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ হৃদয় তোমার,
কিন্তু লঘুচিত! লঘু চিত্ত তব।
না হইতে কারো রণে জয় পরাজয়,
কেমনে ভাবিলে মনে বিজয় তোমার?
কিসে তব এত আস্ফালন,
হে বীর অর্জ্জুন! এই কি হে বীরের লক্ষণ?

অর্জ্জুন। যারে যারে, শিশু তুই,
কোমল কোরকে বিঁধিব কেমনে?
স্তন্যপানে কাটাবে যে কাল মাতৃ-কোলে,
ছেলে ছুলে খেলিবে যে সুখের হিল্লোলে,
কি ক'রে—কি ক'রে তারে,
তীব্রশরে করিব প্রহার?

গীত।

সিন্ধুরা—ধামার।

নিন্দি কুসুমকান্তি কি মরি মাধুরী।
নবনীত কায়ে কিসে প্রহারি॥

রবির কিরণে যার, নাশে রে দেহের ভার,
তীব্র অস্ত্রে, বিঁধিলে গাত্র, রবে অখ্যাতি ধরণী উপরি ॥
কোমল নধর মুখ, নিহারি বিদরে বুক,
আজি রণে, শিরিষকুসুমে, কঠিন কীটে দংশে কি করি ॥

অগ্নি। অর্জ্জুন!
শিশু বলি করিও না ঘৃণা,
ভস্মাবৃত অগ্নি পেলে ঘৃতাহুতি
দ্বিগুণ বিক্রমে জ্বলে, জান না কি তুমি?
আছি আমি ঘৃতাহুতি প্রায়,
প্রবীর সামান্য নয়, কর প্রণিধান!

অর্জ্জুন। কে—অনলদেব!
প্রণিপাত করি রাঙা পায়।
হাঁ প্রভো! আজ আবার একি বেশ দেখ্ছি? আজ পদাশ্রিত দীন ভিখারী পাণ্ডবের বিপক্ষে কেন অস্ত্রধারণ ক'রেছেন? দয়াময়! অর্জ্জুন আপনার শ্রীচরণে কোন্ অপরাধে অপরাধী? প্রভো! অভেদ্য খাণ্ডব-বন দগ্ধ ক'রে এ দীন তো একদিন আপনার অভয় বাক্য পেয়েছিল। তবে কেন আজ দাসের প্রতি এ হেন ছলনা? এ হেন আশ্রিতের উপর এত নিগ্রহ কেন?

অগ্নি। বৎস অর্জ্জুন! মনে দুঃখিত হ'ও না? হাঁরে, আমি কি আজ তোর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে এসেছি? জগতের নাথ দয়াময় হরি যখন তোদের অকৃত্রিম ভক্তি-ডোরে আবদ্ধ হ'য়ে সারথ্য-কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন, তখন আমি আর তোদের বিপক্ষ হ'য়ে

কি ক'র্‌বো? বৎস! আজ তোর সেই প্রাণের সখাকে একবার আমার জন্য বলিস্ যে, তিনি যেন অধম অগ্নিকে মর্ত্ত্যভূমিতে রেখে আর যন্ত্রণা না দেন? আমি চ'ল্লেম বৎস, আর আমার রণক্ষেত্রে অন্য কোন বাসনা নাই।

অর্জ্জুন। প্রভো! যান, অশ্বমেধযজ্ঞ পূর্ণ হ'লে এ অধম ঘৃতাহুতি দিয়ে পুনরায় আপনার প্রীতিসাধন ক'র্‌বে।

বয়স্য। দেব্‌তা, এদিকে এস না, কাণে কাণে এত কিসের কথা হ'চ্চে হে? দেখো বাবা, ঘরোয়া ঘরোয়া মিটামিটি ক'রে যেন ক্ষীরের ডেলাটা ফাঁকি দিও না। দেখ দেব্‌তা, একলা খেও—না, হজম হবে না, হজম হবে না।

অগ্নি। ছিঃ বয়স্য! এস, আমরা যুদ্ধের সুমন্ত্রণা করি'গে। অর্জ্জুন তোমার জয় হোক্। (প্রস্থান)।

বয়স্য। বুঝি বা জামাই বাবুর খিদে পেয়েছে; বাবা পেট তো নয়, জগৎ সংসার দিলে কোথায় যে যাবে, তার ঠিক নাই। যাই, যাই, যদি কিছু পাই। (প্রস্থান)।

সেনাপতি। হে কুমার, হের হের হের,
কোথা যায় অগ্নিদেব যুদ্ধে পরিহরি।

বৃষকেতু। সেনাপতে!
ধর ধর ওরে, নহিলে প্রাণের আশা
হবে ত্যাগ তোমা সবাকার।
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্রিয়-কালিমা!
ভয় যদি হয়,
প্রাণ-ভিক্ষা দিই কর পলায়ন।

ভীম। বৃষকেতু! এস বাপ, করি শিরঘ্রাণ

ক্ষত্রিয়ের কুলে তুমি দয়াবান,
দয়া-জলধির উত্তাল তুফান,
দাও প্রবীরের সেনাপতি ছাড়ি,
ভীত জনে কর পরিত্যাগ।

সেনাপতি। টিট্‌কারি সহিতে না পারি,
দারুণ অসহ্য !
আরে আরে কুলাঙ্গার ! ধর্ তরবার,
অহঙ্কার বুঝিব পশ্চাতে।

ভীম। সতত সজ্জিত আছি
পিয়িবারে রিপুর শোণিত,
ক'রো নাই বৃথা-আড়ম্বর।

সেনাপতিসহ ভীমের যুদ্ধ, উভয়ের প্রস্থান
ও বৃষকেতুর প্রস্থান।

অর্জ্জুন। বীর ! দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ ? যা হবার তাতো হ'য়েছে ; যাদের ভুজবীর্য্যপ্রভাবে এবং অসামান্য সমরচাতুর্য্যে তুমি এই মাহেশ্বতীপুরীর রাজ্যেশ্বর হ'য়ে সুখৈশ্বর্য্য উপভোগ ক'র্‌ছ, তোমার সেই সকল প্রবল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে স্ব স্ব স্থানে পলায়ন ক'র্‌লে। এক্ষণে তুমি ?

প্রবীর। এক্ষণে তুমি আর আমি ! আজ তোমাতে আমাতে এই দুই জনেই সমরের পরিণাম দেখা যাবে।

অর্জ্জুন। ভাল, তুমি ব'ল্‌তে পার, কেন আমাদের যজ্ঞের অশ্ব ধারণ ক'র্‌লে ? এবং তাতে তোমারই বা স্বার্থ কি ?

প্রবীর। আছে বৈ কি, তা নৈলেই বা কে কোথায় নিঃস্বার্থভাবে পার্থের সমরে অগ্রসর হয় ?

অর্জ্জুন। তুমি কি জাননা যে, মহাবীর ধনঞ্জয়ের সমকক্ষ বীর জগতে অতি বিরল।

প্রবীর। জানি বৈ কি. আর এও জানি যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নামে একজন এমনি কাপুরুষ কুলাঙ্গার আছে যে, সে স্বার্থের জন্য সেই দুরারাধ্য, জগৎপূজ্য গোলোকবিহারী শ্রীহরিকে আপন রথের সারথি ক'রে রেখেছে। যে ধন মহাযোগীরা কত যোগ, জপ, তপ ক'রে সহজে প্রাপ্ত হন নাই, সেই অসাধ্য-সাধন, অমূল্যধন কি না তার কাছে হতাদর হ'য়ে কালযাপন ক'র্‌ছে। আর এও জানি যে, সেই দয়াময় কৃষ্ণের কৃপায় অর্জ্জুন এত বলী; নতুবা অর্জ্জুন একটা কাষ্ঠ-পুত্তলিকার তুল্য।

অর্জ্জুন। না দুর্ম্মতে! তুই আমায় চিন্‌তে পারিস্‌ নাই।

প্রবীর। বিলক্ষণ চিনি। তুই নরকের কীট, তুই পাপাশ্রমের একটি জঘন্য নীচ কদর্য্য প্রতিমূর্ত্তি, তুই বিশ্বাসঘাতক, লম্পট, চোর,—তোর অসাধ্য কিছুই নাই। হাঁরে বর্ব্বর! তুই যখন এতদিন সেই বংশীধারীকে নিকটে রেখেও সেই মহামূল্য রত্নের মূল্য জান্‌লি না, বরং তার প্রতি ভক্তিহীন হ'য়ে সংসার-লালসায় ধাবিত হ'লি, তখন তোকে আর চেনে না কে বল্‌ দেখি?

অর্জ্জুন। ভাল ভাল, তোর যদি এতই কৃষ্ণভক্তি, তাহ'লে তুই কেন তাঁর বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে এসেছিস্‌? বনে গিয়ে বনমালীর চরণ আরাধনা ক'র্‌লেই তো পারিস্‌?

প্রবীর। তাহ'লে দয়াময় কৃষ্ণের ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা হয় কৈ? আর দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে শিক্ষা দেয় কে?

অর্জ্জুন। ভাল, যুদ্ধে তুই আমায় কি শিক্ষা দিবি? আর প্রেমময় কৃষ্ণের সে উদ্দেশ্যই বা কিসে পূর্ণ ক'র্‌বি?

প্রবীর। যুদ্ধে এই শিক্ষা দোব যে, তোর নিজের বীরত্ব কিছুই নাই—যা কিছু করিস্, সবই কৃষ্ণের প্রসাদে। আর কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সাধন কর্‌বো গুরুদত্ত মহাপাশ ভক্তি অস্ত্রে।

অর্জ্জুন। তুই কি উন্মাদগ্রস্ত, না অশ্বাপহারী দস্যুর এ সব কপট চাতুরী?

প্রবীর। অর্জ্জুন! আমি দস্যু, না তুই দস্যু? আমি চোর না তুই চোর? আমি উন্মাদগ্রস্ত না তুই? হাঁরে, যে ধনে জগতের সকল লোকের সমান অধিকার, তুই যখন সেই অমূল্যধনে সকলকে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত ক'রে তাহা আপন অধিকারে রেখেছিস্, তখন তোর ন্যায় দস্যু আর কে আছে বল্ দেখি? আবার তোর ন্যায় চোরও কেউ নাই, কেননা যে চোর জগতের মন প্রাণ চুরি করে, যে চোর বৃন্দাবনে সামান্য ননী চুরি ক'রে বৃন্দাবনের স্ত্রী পুরুষ সকলের মন প্রাণ চুরি ক'রেছিল, সেই ননীচোরকে তুই অনায়াসে চুরি ক'রেছিস। তোকে উন্মাদগ্রস্ত বলি কেন, না, তুই কৃষ্ণকে আপনার অধীন ক'রে রেখেছিস্ ব'লে মনে ক'রেছিস্ যে, কৃষ্ণধন তোর, আর তুই কৃষ্ণের। অর্জ্জুন রে! হৃদয়ের কথা আভাসে কিঞ্চিৎ ব'ল্‌লেম।০ যদি হৃদয় থাকে, তাহ'লে হৃদয় ভ'রে ভাব্। (স্বগত) ছিঃ ছিঃ আবার সেই কথা! যত মনে করি যে, সে কথা আর তুল্‌বো না, তত যেন কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গমালা হৃদয়-সাগর-মধ্যে খেলা ক'র্‌তে থাকে। উদাস প্রাণে যেন আবার চঞ্চলা চপলার ন্যায় আশার সঞ্চার হ'তে

থাকে? আমি যেন ভাবতে থাকি, আমার সেই আশার সঙ্গে সঙ্গে আশাময় শ্রীহরি মোহন নটবর-বেশে আমার সকল আশা পূর্ণ ক'র্ছেন। (প্রকাশ্যে) অর্জ্জুন রে, সেই শ্রীহরির মূর্ত্তি কি আমি দেখ্তে পাবো? প্রাণের ব্যথা কি তাঁর পায়ে জানাতে পাবো!

অর্জ্জুন। (স্বগত) কৃষ্ণ হে! আজ আবার একি দেখি? এ যে দ্বিতীয় হরিভক্ত প্রহ্লাদ। আপনি ভক্তাধীন হ'য়ে, আজ কেমন ক'রে দুই ভক্ত থাক্‌তে অর্জ্জুনের বাসনা পূর্ণ কর্‌বেন প্রভো! আজ যখন প্রবীর, হরি ব'লে বাহু তুলে প্রাণ ভ'রে আপনাকে ডাক্‌বে,তখন আপনি নিরপেক্ষ হ'য়ে কেমন ক'রে পক্ষপাতীর কার্য্য ক'র্‌বেন? বুঝলেম হরি, এত দিনের পর বুঝ্‌লেম, অর্জ্জুনের আজ মৃত্যুই অবধারিত! আর অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হলো না। আর জ্ঞাতিবধের প্রায়শ্চিত্ত সমাহিত হবে না।

প্রবীর। ও কি অর্জ্জুন! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? কেন, কৃষ্ণকে কি দেখাতে হবে ব'লে তোমার হৃদয় কাতর হচ্ছে? না ভাই কেঁদনা, আমি, তোমার ন্যায় ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিতে ইচ্ছা করি না! তবে তোমার কৃষ্ণকে যদি একবার মাত্র পাই, তাহলে তাঁর পায়ে ব্য। দিয়ে, সব প্রাণের কথা খুলে বলি।

অর্জ্জুন। উঃ! বড় যে স্পর্দ্ধার কথা শুনতে পাচ্ছি?

প্রবীর। ভক্তাধীন শ্রীহরি যখন ভক্তকে স্পর্দ্ধা দিয়েছেন, তখন স্পর্দ্ধাই বা না হবে কেন? তিনি ভক্তের মান বাড়াবার জন্যই তো আপন বক্ষোপরি সাদরে ভক্ত ভৃগুর

চরণ-চিহ্ন ধারণ ক'রে র'য়েছেন"। তিনি ভক্তের স্পর্দ্ধা বাড়াবার জন্যই তো নিত্যধাম গোলোকপুরী পরিত্যাগ ক'রে, বৃন্দাবনে এসে নীচ গোপ-বালকের মুখবিনিঃসৃত আধা বনফল ভক্ষণ ক'রেছিলেন। হাঁরে, এ দেখেও কি ভক্তের স্পর্দ্ধা যে কিরূপ, তা তুই বুঝ্তে পারছিস্ না?

অর্জ্জুন। তাই কি সেই স্পর্দ্ধার বিনিময়ে তাঁর প্রাণে আঘাত দিবি না কি? যাক্, এখন বল্ দেখি, অশ্ব ধৃত করা অপরাধে যুদ্ধই অনিবার্য্য, না অশ্ব পরিত্যাগ ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা? এ দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী?

প্রবীর। প্রথমটী। যেটীতে ক্ষত্রিয়-স্বধর্ম্ম প্রতিপালিত হবে, যেটীতে প্রবীরের প্রবীর নামের সার্থকতা থাক্‌বে, সেইটী।

অর্জ্জুন। তবে আয়। (উভয়ের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের পরাজয়)।

প্রবীর। কি অর্জ্জুন! এই ক্ষমতা ল'য়ে আজ আমার নিকট যুদ্ধ ক'র্‌তে এসেছিলে? এই সমর-কৌশল শিক্ষা ক'রে বিশ্বকে তৃণতুল্য জ্ঞান কর? এই অস্ত্রকুশলতায় তুমি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীষ্ম,দ্রোণ প্রভৃতি মহারথিগণকে নিহত ক'রেছ? এতেই তুমি নয় আমাকে বালক ব'লে উপহাস ক'রেছিলে? অর্জ্জুন! এই গুলো কি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য না কি? যাই হোক্, এখন তোর কৃষ্ণকে ডাক্, যদি কিছু সাহায্য পাস্; নতুবা প্রবীরের সহিত যুদ্ধে তোর পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বে।

অর্জ্জুন। (স্বগত) কৈ হরি! কৈ, অভয়া, মা তো এখনও সে কার্য্য ক'র্‌লেন না? কোথায় মা হররমে শিবানি! কৈ মা বিপত্তারিণি হ'য়ে এ বিপৎকালে কৈ রক্ষা ক'র্‌ছ মা!

অধম অকৃতী সন্তান ব'লে এত ছলনা কেন মা! এই কি মা, তোমার মুখের অভয় বাক্য? অর্জ্জুন যে তোমার অভয় পদের ভরসা ক'রেই এই দুর্জ্জয় সমরে এসেছিল, সে ভরসা আর কোথায় থাকে, মা! দুর্গে! আর শত্রু করে অপমানিত ক'রো না। শত্রু-করস্থ বিষ্ণু-অস্ত্রের তেজে অর্জ্জুনের দেহ জর্জ্জরিত, প্রাণ কণ্ঠ-তালু ভেদ ক'রে ওষ্ঠাগত হ'য়েছে। মা, এ বিপৎ-কালে পুত্র ব'লে কোলে স্থান দাও মা! কৈ মা, সদয় হ'লে না? তবে আর এ পাপ প্রাণের প্রয়োজন নাই; এই গাণ্ডী-বই অর্জ্জুনের প্রাণনাশের কারণ হোক্; আমা হ'তে যেন অকলঙ্ক দুর্গানামে কলঙ্ক না পড়ে। (আত্মহননোদ্যত)।

অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ভাগে জনৈক ভৈরবের আবির্ভাব।

ভৈরব। হের ধনঞ্জয়!
কে আমি তোমার পশ্চাতে?

অর্জ্জুন। অ্যাঁ, করি হে প্রণাম। (প্রণামকরণ)।
ভৈরব আপনি।

ভৈরব। তাই বটে, আসিয়াছি শঙ্করী-আদেশে।
মায়ারূপা আদি মহামায়া
প্রসন্না তোমারে।
কর রণ,
কেন প্রাণ করিবে বিসর্জ্জন?
মার মানস-সম্ভূত
মায়ানর মায়ানারী
আসে ধীরি ধীরি, হের ঐ অদূরে।

কৈলাসের পূর্ব্বকথা কর রে স্মরণ।
আসিলে ইঁহারা,
ত্যজি রণস্থল করিও গমন। (অন্তর্দ্ধান)।

অর্জ্জুন। যে আজ্ঞা, প্রভো! প্রবীর, কি ভাব্‌ছ?

প্রবীর। তুমি কোন্ অর্জ্জুন, ভাব্‌ছি।

অর্জ্জুন। এবার দেখ্‌ছি তোর মরণ অতি নিকটে; ঐ দেখ্‌ রে বর্ব্বর, কাল তোর সম্মুখবর্ত্তী হ'চ্ছে। এইবার প্রস্তুত হ।

প্রবীর। আয় আয়, আমি তাই ভাব্‌ছিলেম্ যে, মহাবীর ধনঞ্জয় আজ সামান্য যুদ্ধে কাতর হ'লো! এইবার সাবধান হ'য়ে যুদ্ধ কর। (উভয়ের যুদ্ধ)।

সহসা নবীন মায়াপুরুষ ও নবীনা মায়ানারীর প্রবেশ

গীত।

খট্‌ভৈরবী—কাশ্মীরি।

তোরা কে সঙ্গে যাবি আয়।
নানা রং বেরঙের ঢেউ লেগেছে প্রেম-দরিয়ায়॥
কেউ ডুব্‌লো তুফানে, কেউ বাঁচ্‌লো হাঁপ টেনে,
রকম দেখে বাঁচিনে প্রাণে—
প্রেমে ডুব মেরে দেখ্‌না কেন আছে কি তলায়॥

প্রবীর। মরি মরি! অ্যাঁ! কে এরা যুবক যুবতী,
কাতি স্থিরা সৌদামিনী,

সুচঞ্চল যুগল লোচন,
সফরী খঞ্জন যাতে পরাজয়।
মরি মরি কিবা সুন্দর মূরতি!
গাঁথি প্রেমমালা,
পরি গলে সযতনে,
হাসি হাসি সুধারাশি বরষিছে প্রাণে।
অহো! কিবা হাবভাব নয়ন-ভঙ্গিমা!
কিবা মধুর গঠন!
কিবা মধুর চলন!
ফুলে ফুলে গাঁথা দেহ, ফুলের ভূষণ!
ফুলময় শর-ধনু ফুলময় করে!
ফুলময় প্রাণ! হাসি ফুলমাখা!
হাঁগা, হাঁগা, ওগো কে তোমরা?

অর্জ্জুন। (স্বগত) মা! কামাতুর, কামানলে
জ্বলে এইবার। (রণস্থল পরিত্যাগ)।

নবীন মায়াপুরুষ ও নবীনা মায়ানারী।

গীত।

খট্‌ভৈরবী—কাশ্মীরি।

আমরা হই প্রেমিক মেনে,
প্রেম বিলাই প্রেমিক জনে;
চাই-চাই ফুলের হাওয়া—
বহিছে মলয় বায়,
প্রেম-ফুল তুল্‌বি যদি ভাবনা কিরে তায়॥

প্রবীর। আহা কিবা সঙ্গীতলহরী!
আধ আধ মুখে আধ আধ কথা,
আধ হানে বাণ।
কচি কচি মুখখানি ননীর পুতলী,
রাঙা রাঙা পা দুখানি!
রঙ্গণের ফুলে বাঁধা কি চরণ?
সাধ করে, রাঙা পায়ে বাঁধা হ'য়ে থাকি।
রুণু রুণু, ঝুনু ঝুনু, নূপুরের রোল,
নৃত্য গীতে পরিহাসে উভয়ে বিভোল।
উভয়ের আঁখি করে দেখাদেখি।
মন প্রাণ কেড়ে নিল সব।
কি করি, কোথায় যাই,
একি প্রেম-ফাঁস!
সুন্দর! সুন্দরি! হবো দাস আমি,
সঙ্গে লও অধীন জনায়। (পদধারণোদ্যত)।

গীত।

খট্‌ভৈরবী—কাশ্মীরি।

নবীনা মায়ানারী।
ছিঃ ছিঃ লাজে মরি, ছুঁও না ছুঁও না হরি,
ফুলের কুঁড়ি, আতসে শুকাবে ও গুণমণি—

নবীন মায়াপুরুষ।
ছিঃ ছিঃ ছিঃ প্রেম জান না তুমি॥

উভয়ে।

ঐ অরসিকের রঙ্গ হেরে প্রাণে হাসি পায় ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রবীর। চল, এ ছার পরাণ বিকাইব অই রাঙা পায়।

(মায়ানর ও মায়ানারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর।

নীলধ্বজ, মন্ত্রী ও অগ্নির প্রবেশ।

মন্ত্রি!
রণে আর কিবা প্রয়োজন,
ক্ষান্ত হ'তে বল গিয়ে প্রবীরে আমার;
নৈলে হাহাকার উঠিবে পলকে।
স্ত্রীর উত্তেজনে, যাইলাম রণে,
অর্জ্জুনের বাণে হৈনু পরাজিত।
জনা! জনা! এত বাদ ছিল তোর মনে,
এ বৃদ্ধ বয়সে দিলি মর্ম্মভেদী ব্যথা!
নারী স্বাধীনতা!
কোন্ মূর্খে বলে উন্নতি-সোপান?
কোন্ মূর্খে করে তায় সম্মতি প্রদান?
চিরাবৃত স্থানে যাদের আবাস,
সূর্য্য-মুখ যারা করে না দর্শন,

এ মায়া-সংসারে
নিত্য হৃদে যাহাদের সুখের কামনা,
সে হৃদয়ে স্বাধীনতা হ'লে পরকাশ,
সর্ব্বনাশ বিনা আর কি ঘটিবে, বল ?
হায় হায় ! অন্তিম সময়,
জ্বালাইনু কৃষ্ণদ্বেষানল !
হৈলা বাম দয়াময় হরি।
কি করি, কি করি, মন্ত্রি !
কিসে হন্ শ্রীকৃষ্ণ সদয় ?
কিসে পাই ত্রাণ তাঁর রোষানল হ'তে ?

মন্ত্রী। তাঁর ক্ষমা বিনে কি আছে উপায় ?

অগ্নি। অর্জ্জুনের জয় বুঝিয়াছি ধ্যানে,
তাই রণে ভঙ্গ দিনু আমি।
চাহিনু অভয় শ্রীকৃষ্ণে পশ্চাতে।
কৃষ্ণ প্রেমময়, দয়ার আধার,
দিলা ক্ষমা—এ অধীনে।

নীলধ্বজ। এ বিশ্বসংসারে আর কি পাইব শান্তি ?
মন্ত্রি ! প্রবীর আমার আর কেন রণে ?
আর কেন দ্বেষানল করে প্রজ্বলিত ?
অহো !—কি হবে উপায়,
কেমনে অভয় চাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ?
হইতেছে ঘোর রণ, ক্ষিপ্তপ্রায় সৈন্যগণ
ক্রোধান্বিত আপনি অর্জ্জুন,
অহো ! ভয়ঙ্করা ভয়ঙ্করা রণভূমি

জনার প্রবেশ।

জনা। কে তুমি, কে তুমি অন্তঃপুরে—
হাহাকারে ক'রিছ রোদন ?
এত যদি ক্ষুদ্র মন, কেন বা করিলে রণ,
কেন রণে ক্ষত্রিয়েরে করিলে মলিন।
অহো—ধিক্ এ জীবনে!
আমি জনা বীরকন্যা ক্ষত্রিয়ের নারী!
মাহেশ্মতী-পুরী এত কি হে ভীতির আলয় ?
কি কহিব—স্বামী তুমি,
নারীর আরাধ্য ধন পূজনীয় অতি ;
কি কহিব—স্বামী তুমি,
নারীর গৌরব-স্থল, সংসার-দেবতা,
তা না হ'লে—তা না হ'লে,
ক্ষত্রিয়ের অপমান সহিতে কি পারি ?
হে রাজন্!
ক্ষতি নাহি তায়, করিয়া সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
আবার গমন কর রণ-মাঝে।
কেমনে আসিলে ফিরে ঘরে ?
পুত্র তব করিছে সংগ্রাম,
পুত্র তব রহিল সমরে,
জীবনের ভয়ে তুমি এলে ঘরে ফিরে ?
জন্মিলেই হয় যদি অবশ্য মরণ,
কেন তবে সে জীবনে এতই লালসা!

হে স্বামিন্! ধরি পায়,
যাও অচিরায়, পুন অর্জ্জুন-সমরে,
ক্ষত্রিয়ের রাখ কীর্ত্তি ভারতমাঝারে।

নীলধ্বজ। কি, কি ব'ল্লি চণ্ডালিনি! আমি পুনর্ব্বার সেই নর-নারায়ণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হবো? আমি তোর কু-পরামর্শে একবার রণে সম্মতি দিয়েছিলেম ব'লে, তুই পুনর্ব্বার আমায় অসদুপদেশ দিতে এসেছিস্—দূত, দূত, কোথায়রে—

দূতের প্রবেশ।

দূত। কি আজ্ঞা, মহারাজ!

নীলধ্বজ। দূত! তুই অবিলম্বে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে প্রবীরকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হ'তে বল্‌গে; আমি পাণ্ডবগণের নিকট একজন অধীন রাজা ব'লে স্বীকার-পত্র লিখে দোব। আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। এস, মন্ত্রি! ও কাল-সাপিনীর মুখ-দর্শন ক'র্‌তে আর আমার বাঞ্ছা নাই। দূর হ, দূর হ, মায়াবিনি! তুই আমার রাজ্য হ'তে দূর হ। ওরে, স্ত্রী-স্বাধীনতা দিয়ে, আর স্ত্রীর বশীভূত হ'য়ে কি সর্ব্বনাশই ক'রেছি। চল, মন্ত্রি! আজ এই ভগ্ন-প্রাণ কৃষ্ণার্জ্জুনের অভয় পাদপদ্মে উৎসর্গ করিগে চল। (জনা ও অগ্নি ভিন্ন সকলের প্রস্থান)।

জনা। নাথ! আমার আর অনুরোধ নাই; চল্‌লাম, পতি-কর্ত্তৃক তাড়িতা হ'য়ে তাঁর রাজ্য হ'তে চল্‌লাম; যেথানে বীরত্ব নাই, যে রাজ্যে ক্ষত্রিয়ের নাম নাই, সে রাজ্য ক্ষত্রিয়বালার বাসের উপযুক্ত স্থান নয়। বিশেষতঃ জনার তো নয়ই। দাম্ভিক অর্জ্জুন জীবিত থাকৃতে জনা কখনই আজ প্রতিনিবৃত্ত

হ'চ্ছে না? নাথ! শুনুন, যদি আমার পতিপদে অচলা ভক্তি থাকে, তাহ'লে হয় প্রতিহিংসা সাধন করবো, না হয় জাহ্নবী-জীবনে এ জীবন বিসর্জ্জন দোব। চ'ল্লেম—অহঙ্কারী অর্জ্জুন এখনও মাহেশ্বতীপুরীর সেনার হস্তে জীবিত? আর জনা গৃহে? ক্ষত্রির আজ অবনত, আর বীরবালা বীরজননী জনা নিশ্চিন্ত? প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—অর্জ্জুন—প্রতিহিংসা—যায় জনা অর্জ্জুনে নাশিতে।

[বেগে প্রস্থান।

অগ্নি। (স্বগত) আর এ রাজ্যে সুখ নাই, এতক্ষণ বোধ হয় প্রবীর নিধনপ্রাপ্ত হ'য়েছে। হে জনার্দ্দন! আর কেন অগ্নিকে এ পাপ মর্ত্ত্যভূমিতে রেখে কঠিন যন্ত্রণা দিচ্ছেন। হরহে! ত্বরায় এ অধমের পাপ মোচন ক'রুন।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মোহিনী পুরী।

প্রবীর ও মোহিনীগণ আসীন।

গীত।

মাজ খাম্বাজ—কাশ্মীরি।

কুসুমনিকর, হাসে থরথর,
শাখায় কোকিল কূজিছে অই।
রসিকা ভ্রমরী, রসেরি পসরা,
নাগর বিলায়ে দিতেছে সই॥
একিলো বল্ বালাই হেরি,
ছি ছি ছি মেনে লাজেতে মরি,
করি যেন ঐ নাগরে চুরি,
সে তো ধরা কৈ দিল না,—
বুনো পাখী পোষ মানিলো না,—
চল্‌লো ধীরে, মাথার্‌ কিরে,
গিয়ে প্রাণের মানুষে কই॥

প্রবীর। হাঁগা হাঁগা, আমায় কোথায় আন্‌লে? আমার বড় ভয় হ'চ্ছে। তোমাদের নিবাস কোথায়? তোমাদের নাম কি গা?

প্রথম মোহিনী। ওহে রসিক, ভয় কি? আমাদের নিবাস কোথায় শুন্‌বে, আমাদের নাম কি জানবে? আমাদের নিবাস হ'চ্ছে বিলাস-আলয়, নাম হ'চ্ছে বিলাসিনী।

প্রবীর। হাঁ, হাঁ, বুঝেছি; তোমরা বড় প্রেমিককে ভাল-বাস, প্রেমিকও তোমাদিগকে বড় ভালবাসে; কেমন নয়গা?

দ্বিতীয় মোহিনী। হাঁ ভাই—হাঁ; তাইতো তোমায় প্রেমিক দেখে আমরা তোমায় চুরি ক'রে ল'য়ে এলাম। আমরা প্রেমিককে বুকে রাখি; প্রেমিককে পেলে প্রেম বিলায়ে প্রেমের স্বাদ বুঝিয়ে দি। কাছে রেখে তাকে চোখে চোখে দেখি।

প্রবীর। দেখ দেখ, আমার বড় ভয় হ'চ্ছে।

তৃতীয় মোহিনী। হ্যাদে হ্যাদে, ভয় কি ভাই! তবে বুঝি তুমি প্রেমিক নও, ওলো ওলো, এ অপ্রেমিক নিয়ে এসে কি হলো?

প্রবীর। না সুন্দরি! আমি অপ্রেমিক নই, আমি প্রেমে পাগল। প্রেমের তরে ছার সংসার-মায়া তুচ্ছ ক'রে তোমাদের কাছে এসেছি। এখন বুঝ্‌লেম তোমরা প্রেমিকা; জানগা, জানগা, আর তোমাদিগকে দেখে আমার ভয় হ'চ্ছে না। আচ্ছা, আমাকে তোমরা দয়া ক'রে প্রেম বিলাও না।

চতুর্থ মোহিনী। প্রেমের রীতি যা আছে, তাই কর না ভাই; কেন না প্রেম বিলাব? আমরা প্রেমের গরবিণী, আদরিণী, আমরা প্রেমের কাঙ্গালিনী; যে প্রেমের কাঙ্গাল হয়, তাকে আমরা শুধু প্রেম কেন, এই জীবন, যৌবন, মন, প্রাণ,

সকলি সমর্পণ করি। বেস্ ভাই, বেস্, তুমি আমাদের সঙ্গে চল। (অস্ত্রহরণোদ্যত)।

প্রবীর। ওকি ওকি, আমি ভাই, সব পার্‌বো, কেবল একটি অনুরোধ রাখ্‌তে পার্‌বো না।

পঞ্চম মোহিনী। কি ভাই, বল না? তোমার কি ভাই, অমন ফুলের দেহে বীরের সাজ ভাল দেখায়? আমরা সব যুবতী, তোমার সঙ্গে খেল্‌বো। ছিঃ ছিঃ হাতে কেন বাণ, বিঁধে যাবে প্রাণ, ওকি ভাই, অস্ত্রগুলো ফেলে দাও না।

প্রবীর। কথনই নয়, কথনই নয়, প্রাণ গেলেও নয়। এর বলেই আমি জাতীয়গৌরব রক্ষা ক'রেছি, জগতে বীর ব'লে পরিচিত হ'য়েছি। আমি তোমাদের সব কথা শুন্‌ব, কিন্তু ভাই, এ কথাটী শুন্‌তে পার্‌ব না।

দ্বিতীয় মোহিনী। ও কি ভাই, এই কি ভাই, প্রেমের রীতি? ছিঃ ছিঃ মেনে মেনে, বীরে প্রেমের কি বোঝে? বিলাসের কি ধার ধারে? আমরা ভাই, সুজন রসিকের সঙ্গেই প্রণয় ক'রে থাকি; তবে তোমার কাজ নয়; ওলো চল্, চল্, এখান হ'তে যাই, যদি কোথাও প্রেমিক পাই।

তৃতীয় মোহিনী। সেই বেস্ ভাই, চল ভাই, এ নাগর প্রেম বোঝে নাই। (মোহিনীগণের গমনোদ্যম)।

প্রবীর। (বাধা দিয়া) না—না সুন্দরি! যেও না, যেও না; মাথা খাও, ফিরে চাও, আমি তোমাদের না দেখ্‌তে পেলে থাকৃতে পার্‌বো না। এই দেখ, এই দেখ, আমি সব অস্ত্র শস্ত্র ফেলে দিচ্ছি। (অস্ত্রাদি ত্যাগ)। সত্যই তো বীর বিলাসের

কি জানে? সুন্দরি! আমায় তোমরা রাখ, আমি তোমাদের দাস হ'য়ে থাক্‌বো।

মোহিনীগণ।

গীত।

খাম্বাজ—কাশ্মীরি।

যদি কেউ হায় রসিক থাক বুঝে নাওরে চোখের নেশা।
ম'লে সে ম'রতে পারে তবু ছাড়্‌তে নারে প্রেম-পিয়াসা॥
প্রেমের দায়ে বুকে ছুরি, প্রেমের দায়ে করি চুরি,
ঠারা চোখের এম্‌নি টানা বলিহারি যাই ভালবাসা॥

(সহসা মোহিনিগণের অস্ত্রাদি লইয়া অন্তর্দ্ধান)।

পট পরিবর্ত্তন।

রণস্থল।

প্রবীর। (চকিত হইয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ—আমি নিরস্ত্র অবস্থায় কোথায়? কি ক'র্‌লেম, কি হ'লো? এককালীন সেই সব দেবীমূর্ত্তির তিরোভাব হ'লো কিরূপে? এ্যাঁ, আমায় অপ্রেমিক দেখে প্রেমিকাগণ পরিত্যাগ ক'র্‌লেন? অ্যাঁ—অ্যাঁ, এ যে রণস্থল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—(কম্পন ও মূর্চ্ছা)।

দ্রুতপদে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। সখে! এই দেখ, মহামায়ার মায়ায় মদীয়-অস্ত্রবিহীন প্রবীর কঞ্চুক-চ্যুত সর্পের ন্যায় এই রণস্থলের এক পার্শ্বে

সংজ্ঞাশূন্য ও অভিভূত হ'য়ে শয়ন ক'রে আছে। সখে! এই সময় স্বকার্য্যসাধনার্থ সজ্জিত হও।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! ক্ষমা ক'রুন। অনুগত ভৃত্য ব'লে অব্যাহতি দিন্। প্রভো! বিধাতা আমার হৃদয়কে এত কঠিন পাষাণ দিয়ে গঠন করেন নাই যে, এই নবকিশোর সুকোমল শিশুকে এইরূপ বিপন্ন সুষুপ্ত নিরস্ত্রাবস্থায় কালের মুখে ডালি দোব! আমার হৃদয় এত নিষ্ঠুর নয়; আমি এত কাপুরুষ নই যে, একজনের বুকের মাণিক ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে হরণ ক'রবো! ভগবন! আর আমাদের অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রয়োজন নাই।

কৃষ্ণ। সখে! কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে তোমায় তো জীবের জীবনের অনিত্যতা, নিয়তি এবং কর্ম্মের আবশ্যকতা ও সার্থকতা প্রভৃতি সব বিশদরূপে বুঝেয়েছি। আমি তোমায় ব'লেছি যে, জগতে আমি ভিন্ন আর তুমি নাই, তুমি সর্ব্বদা আমার প্রতি দৃষ্টি রেখে কার্য্য ক'র্ব্বো। আমি যাহা বলি, তাহা ব'লো, আমি যাহা করি, তাহা ক'রো; আমার ইচ্ছার গতিরোধ ক'রো না। আমার ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমার ভক্তের কার্য্য। যে আমার ইচ্ছা পূর্ণ না করে, সে কখনও আমার ভক্ত হ'তে পারে না। তবে তুমি জেনে শুনে আমার ইচ্ছায় বাধা দাও কেন ভাই!

অর্জ্জুন। হরি হে, কৃপাসিন্ধো, ভক্তবৎসল! এই কি আপনার ইচ্ছা? এরূপ অস্ত্রশস্ত্রবিহীন নিদ্রিত শিশুকে হত্যা ক'র্লেই কি আপনার সকল বাসনা পূর্ণ হয়? নিষ্ঠুর! এ কি তোমার নিষ্ঠুরতা নয়? হাঁ হে, জগৎপিতা হ'য়ে পুত্রের মর্ম্ম যে কেমন,

তা বুঝ্‌লে না? তবে তোমায় কি ক'রে বুঝাব? পুত্র-শোকানলে যার হৃদয় দগ্ধ হয় নাই, সে পুত্রের মর্ম্ম কিরূপে বুঝ্‌বে, হরি! আমার হ'য়েছে, আমি তাই বুঝেছি, তাই ব'ল্‌ছি। শ্রীনাথ! এই কি তোমার বিশ্বপালন? এই কি তোমার ন্যায়-আচরণ?

কৃষ্ণ। সখে! আমি তোমায় পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, জীবাত্মা জল-প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়ামাত্র। আমার ইচ্ছানুরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'লেই সেই প্রতিচ্ছায়া বিলুপ্ত হয়। অধিক কি সরল কথায় বেস্ বুঝ্‌তে পার্‌বে, দেহীর যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ, আর নববস্ত্র পরিধান, আত্মারও তদনুরূপ। পঞ্চভূত-নির্ম্মিত দেহ জীর্ণ হ'লেই সেই জ্যোতির্ম্ময়াংশ আত্মা অন্য দেহের অন্বেষণ ক'রে তাকে দেহী ক'রে তুলে। আমার ইচ্ছার কার্য্যই যখন তাই, তখন সে ইচ্ছার গতিরোধ করে কার সাধ্য?

অর্জ্জুন। ইচ্ছাময়! সেই ইচ্ছায় যে সব, তাতো আমি জানি; তোমার ইচ্ছাতেই তো আমি আমার পুত্রধনে বঞ্চিত * *। সে যাই হোক্, হরি! তা ব'লে, জঘন্য নীচ চণ্ডালেরাও যে কার্য্য ক'র্‌তে ঘৃণা করে, আমি সেই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিগর্হিত, বিশ্ব-নিন্দিত কার্য্য কখনই ক'র্‌তে পার্‌বো না। প্রাণ গেলেও অর্জ্জুনের প্রাণে তা সহ্য হবে না।

গীত।

মেঘমল্লার—আড়াঠেকা।

প্রাণে হবে কি আমার।
ওহে ভবকর্ণধার বধি এ কুমার॥

হেরি হরি নয়নে-বারি, দুনয়নে রাখ্‌তে নারি,
এরে কি নাশিতে পারি, বল না দয়ার আধার ॥
আছ হরি ভব-কূলে, হেরে ধায় পাপিকুলে,
সে কূলে কণ্টক দিলে, বল্ কি উপায় তাহার ॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) তাই তো, সখা যে একেবারে কাতর হ'য়ে পড়্‌লো? একে উত্তেজিত না ক'র্‌লে তো আমার কোন বাসনা সফল হবে না,—ধরাভারের লাঘব করা হবে না; আমার সকল কার্য্যই যে অর্জ্জুনের উপর ন্যস্ত। বিশেষতঃ প্রবীর আমার পরম ভক্ত; তার একান্ত বাসনা, যেন সে কৃষ্ণার্জ্জুন-যুদ্ধে ম'র্‌তে পারে। যাই হোক, অর্জ্জুনকে কৌশলে উত্তেজিত ক'র্‌তে হ'লো। (প্রকাশ্যে) সখে! শুন, শুন, কিসের ঐ বিকট কোলাহল শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। আমার বোধ হয়, শত্রুদলনে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়্‌লো। ঐ ঐ, শুন শুন, মহাবাহু ভীমসেনের আর্ত্তনাদ! ঐ—ঐ বুঝি পাণ্ডবের বিজয়-নিশান নভঃপ্রদেশ হ'তে স্খলিত হ'য়ে পড়্‌লো।

অর্জ্জুন। (চকিত হইয়া) কৈ সখে! অর্জ্জুন জীবিত থাক্‌তে পাণ্ডবগণকে কে পরাস্ত ক'র্‌ছে? কৈ, সেই দুর্দ্দান্ত পরাক্রান্ত রিপু কৈ, বাসুদেব? দেখান, আজ সেই পাপিষ্ঠকে ধরা হ'তে অপসারিত ক'রে, আমার গাণ্ডীবধন্বা নামের পরিচয় দিই।

কৃষ্ণ। এই তো সখে, তোমার প্রধান শত্রু তোমার সম্মুখেই ছলনা ক'রে শয়ন ক'রে আছে।

অর্জ্জুন। এই দুরাত্মা প্রবীরই কি আমাদের সর্ব্বনাশের মূল?

জগন্নাথ! তবে কি আমরা এতক্ষণ সর্পগৃহে অবস্থান ক'র্‌ছিলেম, বিষকে সুধাভ্রমে তারই যত্ন ক'র্‌ছিলেম! (প্রবীরের প্রতি) ওরে রে, কপট ছদ্মবেশী কাল! কপট-নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে গাত্রোত্থান কর্, তোর কাল আজ সম্মুখে উপস্থিত।

প্রবীর। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া) আঃ, কে তুমি?

অর্জ্জুন। আমি তোর জীবনান্তকারী; তোর মস্তক দ্বিখণ্ড ক'র্‌তে এখানে এসেছি।

প্রবীর। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) কি, কি ব'ল্লে? তুমি আমার প্রাণান্ত ক'র্‌বে? তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি অস্ত্রাগার হ'তে অস্ত্র আনয়ন করি।

(গমনোদ্যত ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত)।

অর্জ্জুন। কোথা যাবি, দুষ্ট! সিংহ কি সম্মুখে খাদ্য দেখে পরিত্যাগ করে? যদি অস্ত্র না থাকে, এই আমি দিচ্ছি, গ্রহণ কর্। আমার সম্মুখ হ'তে আমি তোকে কোথাও যেতে দোব না (অস্ত্রদান)।

প্রবীর। কে তুমি, কে তুমি নির্দ্দয়! এমন পাষাণ কে তুমি, তুমি কি বীরকুলের কলঙ্ক?

অর্জ্জুন। আমি তোর জীবনান্তকারী অর্জ্জুন।

প্রবীর। তুমি অর্জ্জুন? তুমি এখানে কেন ভাই? এই নিরস্ত্র, সহায়-বিহীন হতভাগ্যকে বিনাশ কর্‌বার জন্য তোমার কি অস্ত্রধারণ করা উচিত? তবে যদি আমার প্রতি এতই বাম হ'য়ে থাক, তা হ'লে এই সময় তীব্রশর ধনুকে যোজনা কর; বক্ষ পেতে দিচ্ছি, আমার জীবনলীলার অবসান কর।

কৃষ্ণ। (অর্জ্জুনের কর্ণে) সখে! প্রবীর-রোদনে যেন আর্দ্র হোয়ো না।

অর্জ্জুন। না সখে! (প্রবীরের প্রতি) প্রবীর! তুই কি প্রাণ-ভয়ে এখন হ'তে কাঁদছিস্ নাকি?

প্রবীর। আমি আজ কাঁদি নাই, বাল্যকাল হ'তেই এই কান্না কেঁদে আস্‌ছি। ওরে, আমি সকলের স্নেহেই বঞ্চিত। মা শক্তি উপাসনা করেন, পিতা সার ভেবে জগৎপিতার অভয় পাদপদ্মে শরণ ল'য়েছেন। ভাই রে! পিতামাতা সমধর্ম্মাক্রান্ত নয় ব'লেই এ হতভাগ্যের এই দুর্দ্দশা হ'য়েছে। মাতার বিরক্তির জন্য একদিন প্রাণভরে হরি ব'লে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে পাই নাই। ভাই রে! এ কি অল্প আক্ষেপের বিষয়? এতদ্ভিন্ন আর কিছু ব'ল্‌বো না। আজ সমরানলে পতঙ্গ হ'য়ে কেন এসেছি? অনলে পতঙ্গের ধ্বংসই তো নিশ্চয়, এতো জেনে শুনে এসেছি। আমার জীবনের আবশ্যকতা কি আছে? (কৃষ্ণের প্রতি) দয়াময়, সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ কমলা-কান্ত হরি হে! এত দিনের পর কি অধীন ব'লে মনে প'ড়েছে? যদি দাস ব'লে জ্ঞান হ'য়ে থাকে, তা হ'লে জগ-ন্নাথ! আর কেন অধমের সহিত ছলনা করেন? এইবার অর্জ্জুনকে শর সন্ধান ক'র্‌তে বলুন, আর আপনি একবার ঐ সারথিবেশ পরিত্যাগ ক'রে, আমার জগজ্জননী ক্ষীরোদ কুমারী মাকে বামে লয়ে, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমরূপে দাঁড়ান। আমিও অন্তিম কালে সেই অপরূপ অনুপম মূর্ত্তি দর্শন ক'রে, এই ভয়ানক ভব-সাগর হ'তে মুক্তি লাভ করি।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! ক্ষত্রিয়কুলে এমন নরাধম, এমন কাপুরুষ,

হীনবীর্য্য কুলাঙ্গার আছে ব'লে আমি পূর্ব্বে কখনও জান্‌তেম না। তা হ'লে কখনই আমি এরূপ স্থানে পদার্পণ ক'র্‌তেম না। এখন ব'লুন, এই ভীত কাপুরুষকে ল'য়ে কি করি ?

কৃষ্ণ। বৎস প্রবীর! তুমি এ যুদ্ধে কেন সঙ্কুচিত হ'চ্ছ ? মিছে কেন অর্জ্জুনের নিকট অপমানিত হ'চ্ছ ?

প্রবীর। আপনি অপমান করাচ্ছেন, আমি অপমানিত হ'চ্ছি। আপনি মান হরণ না ক'র্‌লে কার্ সাধ্য হরি, কৃষ্ণভক্তের অপমান করে ? প্রভো! আর তো ছলনার প্রয়োজন নাই, যে যে কারণে মায়ানর, মায়ানারী ও মোহিনীগণের আবির্ভাব হ'য়েছিল, তা তো দাস এবার সব বুঝ্‌তে পেরেছে। আমার এই যুদ্ধেই তো মৃত্যু অবধারিত।

কৃষ্ণ। (স্বগত) আহা! ভক্ত প্রবীর আমার অর্জ্জুনের যুদ্ধে আমায় সম্মুখে রেখে প্রাণত্যাগ ক'রে বৈকুণ্ঠলাভ ক'র্‌বে, একান্ত বাসনা ক'রেছে। আর আমারও ইচ্ছা যে, এই সব ভক্তরত্ন ল'য়ে আমার নিত্যধাম সর্ব্বদা আনন্দময় ক'রে তুলি। যাই হোক্, প্রবীরের মনোবাসনা আমায় পূর্ণ ক'র্‌তে হ'বে। (প্রকাশ্যে) প্রবীর! কেন তুমি ভাবিত হচ্ছ ? ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য কর, অবশ্যই তুমি সফলকাম হবে।

প্রবীর। যে আজ্ঞা। (অর্জ্জুনের প্রতি) এবার এস, এবার উভয়ের বলাবল পরীক্ষা হোক্। শুন্‌লে অর্জ্জুন, আমি কাপুরুষ নই, কেবল শ্রীনাথের মুখের একটী কথা শুন্‌বার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। এখন এস, আমার উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে; এখন আর আমার বিন্দুমাত্র ভয় নাই। হুঁ, হরি,

আপনার সঙ্গে আমার আর একটি কথা আছে। আচ্ছা, ব'লুন দেখি, আপনি এ যুদ্ধে পক্ষপাতী না হ'য়ে, নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন ক'র্‌বেন কি না ?

কৃষ্ণ। কেন ভক্ত, আমি কারই বা পক্ষ অবলম্বন করি ? আমার কাছে তুমিও যেমন, আর অর্জ্জুনও তেমন।

প্রবীর। হুঁ, তা আমি বিলক্ষণ জানি, সেই জন্যই তো আপনি অর্জ্জুনের রথে গিয়ে সারথি হ'য়েছেন, আর আমরা পায়ে পড়ে কেঁদেও একবার চোখের দেখাও দেখ্‌তে পাই না। এখন আমি যা বলি, তা ক'র্‌বেন কি না বলুন, নৈলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই।

অর্জ্জুন। তা তুই আজ কৃষ্ণকে ল'য়ে এত কাড়াকাড়ি কর্‌ছিস কেন ? পক্ষাপক্ষ অবলম্বন করা ওঁর ইচ্ছা ? ভক্তি থাকে, ভক্তাধীন রক্ষা ক'র্‌বেন। যার যেমন কর্ম্মফল, কর্ম্মক্ষেত্র অবনীতলে এসে সে তদনুরূপ ফলভোগ করে। তা যুদ্ধে এসে কেন, এর আবদার, তার আবদার ? এগুলোও কি বীরত্বের পরিচয় না কি ?

প্রবীর। অর্জ্জুন ! রেগো না, রেগো না ; ভয় কি ভাই ! তুমি যখন জয়গোবিন্দকে আজ যুদ্ধে ল'য়ে এসেছ, তখন তোমার জয় তো নিশ্চিত। কৃষ্ণ কখনও তোমার বিপক্ষ হবেন না। ভাই রে, তুমি যখন বাঁধ্‌তে শিখেছ, আর উনি যখন তোমার নিকট বাঁধা র'য়েছেন, তখন আর তোমার ভয় কেন ভাই ! থাক্, কেমন হরি, আপনাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, অর্জ্জুনের বন্ধন ছেদন করা বড়ই কঠিন।

কৃষ্ণ। তা তুমি আমায় কি ক'র্‌তে বল ? তুমি যা ব'ল্‌বে,

তাই ক'র্‌বো। আমি ঐ যুদ্ধে কোন পক্ষই অবলম্বন কর্‌বো না।

প্রবীর। হাঁ, তা ভারতযুদ্ধে এ বাক্যের সার্থকতা একদিন দেখিয়েছিলেন। ভীষ্মের রণে অর্জ্জুন পরাজিত হ'লে, আপনিই না ভগ্ন-রথচক্র ধারণ ক'রে বিশ্ব সংহার করবার জন্য উদ্যত হ'য়েছিলেন? সে কথা কি মনে নাই? যাক্, এখন আপনার কথাতেই বিশ্বাস; তা হ'লে আমার কথামত আপনি অর্জ্জুনের সঙ্গ পরিত্যাগ করুন। আসুন, এইখানে আসুন; দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন? অর্জ্জুনের মুখ দেখে কি সকল ভুলে যান না কি? অর্জ্জুনই কি আপনার ভক্ত, আমি কি কেউ নই? এস এস নিষ্ঠুর, আর দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না?

কৃষ্ণ। (প্রবীরের নিকট গিয়া) এই ভক্ত, তোমার কাছে এলাম।

প্রবীর। হুঁ, কোন্ প্রাণ ল'য়ে যে উনি ও কথা ব'ল্‌ছেন, তা আর ব'ল্‌তে পারি নাই। কি করেন, লজ্জার ভয়েও তো এক কথা ব'ল্‌তে হয়? অর্জ্জুনকে উনি আবার ত্যাগ ক'র্‌বেন! তাহ'লে অর্জ্জুনের আর সাধনা-বল কি? অর্জ্জুনের সাধনা যে, সে নীলকমলকে সতত চোখের উপর রেখে মানব-লীলা সম্বরণ ক'র্‌বে। আর উনি ভক্তাধীন হ'য়ে ভক্ত অর্জ্জুনের সে বাসনা অসম্পূর্ণ রাখ্‌বেন? (প্রকাশ্যে) যাই হোক্, অর্জ্জুন! এখন কি ভাব্‌ছ বল দেখি? আজ যুদ্ধে তুমি কি ধন হারাবে, তা কি মনে ক'রেছ? আজ জয়লাভ ক'র্‌তে এসে যে শ্রীহরি-হারা হ'য়ে যেতে হ'বে? থাক কৃষ্ণ, এই-খানে থাক; আমি একবার অর্জ্জুনের সমর-লালসা পরিতৃপ্ত ক'রে, আমার বহুদিনের মনোবাসনা পূর্ণ করি। (অস্ত্রগ্রহণ)

গীত

আলেয়া—আড়াঠেকা।

বাসনা করি।
এ অন্তিমকালে, শ্রীহরি ব'লে হে,
হবো পার, এই ভবে পার, ভবকর্ণধার হরি ॥
যেন এ পাপ রসনা, কলুষরসে রসেনা,
সদা চরণ সাধনা করে দিবস শর্ব্বরী ॥
যখন হবে শুষ্ক কণ্ঠ, তখন যেন মধুকণ্ঠ,
অভয়-চরণ-রজঃ দিতে ভুলোনা না,—
গঙ্গা, নারায়ণ, ব্রহ্ম, দিও কর্ণে পূর্ণব্রহ্ম,
অন্তর্জ্জলি-কালে আমার অনন্তরূপ বংশীধারী ॥

অর্জ্জুন। (স্বগত) তাইতো এখন কি করি? এ যে ছলনাময় কৃষ্ণের ছলনা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই? নারায়ণ! আজ কি তবে সত্যসত্যই তোমা ধনে বঞ্চিত হ'য়ে, অর্জ্জুনকে শূন্য-প্রাণ ল'য়ে হস্তিনায় প্রতিনিবৃত্ত হ'তে হবে? সত্য সত্যই কি আজ প্রবীরের রণে অর্জ্জুনের পরাজয় নিশ্চিত? সত্য-সত্যই কি আজ অর্জ্জুনের মৃত্যুদিন?

প্রবীর। অর্জ্জুন! আর কাঁদ্‌লে কিছু হ'চ্চে না? হাঁরে, কৃষ্ণের কি হৃদয় নাই? তুই অসামান্য ধনকে অনায়াসে পেয়েছিস্ ব'লে, ও ধনকে তুই কি না কষ্ট দিয়েছিস্? আর উনি কত কষ্ট সহ্য ক'রবেন? দিন নাই, রাত্রি নাই, সময় নাই, অসময় নাই, কেবল হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ ব'লে কত না বিরক্ত ক'র্‌ছিস্?

যাক্, তা নয় হ'লো, অবশেষে রথের সারথি ক'র্‌লি? হাঁরে জগতে কি আর তোর সারথি হ'বার লোক ছিল না? তাই জগতের নাথ দীনবন্ধু হরিকে পেয়ে যা ইচ্ছা তাই ক'র্‌বি? অর্জ্জুন! এইবার তোমার বড়ই বিপদ্ দেখ্‌ছি। এইবার আমি নিরস্ত্রাবস্থায় তোমারই অস্ত্রে তোমার জীবননাশ ক'র্‌বো।

(অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের দৃষ্টিপাত)

অ্যাঁ করছ কি? তবে আর আমার যুদ্ধ করা হ'লো না, আর যুদ্ধ ক'রে কি ক'র্‌বো! অর্জ্জুনের মুখ ম্লান দেখে বড়ই প্রাণে কষ্ট হ'য়েছে, নয় কৃষ্ণ! তাই অর্দ্ধনয়নে ক্ষুণ্ণমনে ছলছলভাবে অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টি হচ্চে? কেন, কষ্ট ক'র্‌বে কেন? যাও, সখার কাছে গিয়ে মনের বেদনা জিজ্ঞাসা কর গে। যাও, যাও না? না কৃষ্ণ, আমি তোমার প্রাণে ব্যথা দোব না।

কৃষ্ণ। কৈ ভক্ত, আমি অর্জ্জুনের কি ক'র্‌ছি? একবার কি চোখের দেখা দেখ্‌বো না?

প্রবীর। না। তোমার ঐ চোখেই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। ঐ চোখে চেয়ে জগতের কাকেও রাজা ক'রেছ, আবার কাকেও পথের ভিখারী ক'রে, পথে ব'সিয়ে কাঁদাচ্চ। যাক্, হয় এখন যাও, নয় অর্জ্জুনের দিকে চাইতে পাবে না।

কৃষ্ণ। না আর আমি চাইবো না।

অর্জ্জুন। প্রবীর! এখন ইষ্ট-চিন্তা পরিত্যাগ কর। এখন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মপালনে বদ্ধপরিকর হও।

প্রবীর। অর্জ্জুন। (উভয়ের যুদ্ধ ও অর্জ্জুন পরাজিত হওন)।

অর্জ্জুন। নারায়ণ! নারায়ণ! প্রাণ যে যায়, কোথায় তুমি

বৃন্দাবন-বিভূষণ ব্রজবিহারী জনার্দ্দন! কোথায় তুমি? রাধানাথ, রমানাথ, পাণ্ডবনাথ, একবার এসে দেখে যাও।

কৃষ্ণ। (অর্জ্জুনের নিকট গিয়া) এই যে সখে! আমি এসেছি, ভয় কি? আহা! এমন কোমল শরীরে এমন কঠিন অস্ত্রাঘাত করেছে! সখে! শীঘ্র দিব্যঅস্ত্র যোজনা কর, দুরাত্মার যত গর্ব্ব, সব খর্ব্ব কর।

অর্জ্জুন। নারায়ণ! আর আমি এ প্রাণ রাখবো না, আর এ অপমানিত ঘৃণিত প্রাণের প্রয়োজন কি? আপনি যে আমার দর্প চূর্ণ করবার জন্য অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করিয়েছিলেন, তা সূচনাতেই বুঝতে পেরেছি। কৃষ্ণ রে! এই কি তোর ভালবাসা? ভাইরে, এই কি তোর সখা বলা? শ্রীনাথ! এই তোর অভয় পাদপদ্মে এই পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্চি, এবার তোর যা ইচ্ছা হয়, তাই কর। (কৃষ্ণের পদতলে পতন)।

প্রবীর। হ'য়েছে! আমি তো জানি, যা হবার তাই ঠিক হ'য়েছে। আরে, ও চতুর কি সহজ? আমারই যে ভুল, ও কি কখন অর্জ্জুনকে ছেড়ে থাকতে পারে? যাই হোক্, যখন আজ প্রাণের প্রাণকে পেয়েছি, তখন আর প্রাণ থাকতে প্রাণের কথা ব'লতে ভুলি কেন? আমি তো জানি যে, আজ আমার মৃত্যু সম্মুখে; তবে যতক্ষণ পারি, এই ভক্তের দুর্ল্লভ, অকূলপাথারের তরণী চিন্তামণির সঙ্গে সদালাপ ক'রে সময়টুকু কাটাই। (প্রকাশ্যে) বলি কেশব! এ সব কি? পবিত্রতাময় মুখের কি এই পবিত্র বাক্য? ন্যায়বান্! এই কি তোমার ন্যায়াচরণ? ধার্ম্মিক, এই কি তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা? সাধ্য!

এই কি তোমার সাধুতা ? তুমি না এই ব'ল্লে, আমি কারো পক্ষ নই ? আমি অর্জ্জুনের কাছে যাব না, এমন কি অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাইবো না ? হাঁহে নির্লজ্জ! তবে এ গুলো কি হ'চ্চে ? ব্যথার ব্যথিত নৈলে কেউ কি এমন ক'রে থাকে ? থাক, এখন অর্জ্জুনকে ল'য়ে থাক। এখন জানলেম যে, অর্জ্জুনেরই তুমি সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। আমাকে নিধন করাই যখন তোমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তখন অর্জ্জুনের শরে প্রাণ নষ্ট হ'তে না দিয়ে, এই শরেই স্বয়ং আত্মহত্যা করি; এই ধরণী-মণ্ডলে এই অক্ষয় ঘোষণা থাকুক যে, অর্জ্জুনের সহায় হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁর প্রিয় ভক্ত প্রবীরকে আত্মহত্যা ক'রিয়েছিলেন। (আত্মহননোদ্যত)।

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) এ যে আবার মহাবিপদে পড়্লেম! (অর্জ্জুনের প্রতি) সখে! আর যে আমি থাকৃতে পারি নাই। আমি তোমার কাছে এসেছি ব'লে ভক্ত আমার মনোদুঃখে অভিমানে আত্মহত্যা ক'র্তে উদ্যত হ'য়েছে। আমি একবার যাই। (প্রবীরের নিকট গমন) প্রবীর! প্রবীররে! কি ক'র্ছিস্? আমি ভক্ত ভিন্ন কি থাকৃতে পারি? এই দেখ্, এই দেখ্, আমি এসেছি। ছাড়্ ছাড়্, অস্ত্র ছাড়্। (অস্ত্রগ্রহণ)।

প্রবীর। না কপট, তুমি যাও, আর তোমাকে চাই না। তোমার ভালবাসা, তোমার সরলতা, সব বুঝেছি। তোমার কথা আর শুন্বো না, আমার প্রাণত্যাগ করা উচিত।

কৃষ্ণ। না ভক্ত, আমার প্রাণে আর ব্যথা দিও না। তুমি এবার যা ব'ল্বে, তাই আমি ক'র্বো। দুষ্ট অর্জ্জুন আমায় বড় কষ্ট দেয়, আর আমি অর্জ্জুনের কাছে যাব না।

প্রবীর। হুঁ, অর্জ্জুন তোমার দুষ্ট বৈ কি? হাঁ কপট, এতেই তোমায় বিশ্বাস ক'র্‌বো?

কৃষ্ণ। কেন, তোমার যাতে বিশ্বাস হয়, তাই তুমি কর।

প্রবীর। এস তবে বাঁধ্‌বো (স্বগতঃ) এস, তোমায় প্রাণের তারে ভক্তি-মন্ত্র-পূত ক'রে বিধিমতে বন্ধন করি, এস (ধনুর ছিলা দিয়া কৃষ্ণকে বন্ধন) ওরে, আমি কি ক'র্‌ছি! কারে বাঁধ্‌ছি? উঃ, আমার হৃদয় কি কঠিন! কঠিন শৈল অপেক্ষাও নির্ম্মম! তাই আজ এমন কোমল-করে রজ্জু ল'য়ে দৃঢ়রূপে বন্ধন ক'র্‌ছি। মা যশোমতি! তুমি মা, একদিন গোপালের কোমল কর মন্থন-রজ্জুতে বন্ধন ক'রে মনস্তাপ রাখ্‌বার স্থান পাও নাই, আজ দেখ মা, তোমায় সেই স্নেহের নীলমণিকে কোন্ নরাধম এসে রজ্জু-বন্ধনে কঠিনরূপে বন্ধন ক'র্‌ছে। ওমা, তুমি বেঁধেছিলে, ও পরের বাড়ী ননী চুরি ক'রে খেতো ব'লে, আর আমি বাঁধ্‌ছি, ও আমার কাছে থাকে না ব'লে। এখন কত কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণের এ দুর্দ্দশা দেখে আমার প্রতি কত ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌বেন। কিন্তু ভাই কৃষ্ণভক্তগণ! প্রাণের প্রাণকে পেলে, কে না তাকে প্রাণে প্রাণে রাখ্‌তে চেষ্টা করে? আজ এই সামান্য বন্ধন ক'রে যদি সেই ভব-বন্ধনের ত্রাণের উপায় কিছু ক'রতে পারি, তাই ভাই, তার চেষ্টা ক'র্‌ছি। (প্রকাশ্যে) কেমন কৃষ্ণ, হ'য়েছে তো? থাক, এখানে বাঁধা হ'য়ে থাক।

কৃষ্ণ। ভক্ত, আমার হাতে ব্যথা হ'য়েছে; যে তুমি কঠিনরূপে বেঁধেছ!

প্রবীর। হুঁ, এইরূপ দারুণ ব্যথা না দিলে, আমায় কে নিদারুণ

ভবের ব্যথা হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌বে হরি! (অর্জ্জুনের প্রতি) অর্জ্জুন! আজ আর চাইলে কিছু হ'চ্ছে না, এবার বাঁধা-বাঁধিতে প'ড়েছেন।

গীত।

মূলতান—আড়াঠেকা।

বেঁধিছি অর্জ্জুন আজি হে শ্রীহরিচরণ।
তোর ভবলীলা সাঙ্গ হবে ভাব্‌রে ঐ কালবরণ॥
ভাব এবার পিতামাতা, ভাব্‌রে তোর পত্নীভ্রাতা,
দাঁড়িয়ে ঐ জগৎপিতা, জানারে মনের বেদন॥
ছিল পুণ্য, হবি ধন্য, ইন্দ্রের নন্দন,
চরমকালে নিহারি সে চিন্তামণিধন;
এখন ত্যজ আশা-প্রাণ, কিসে পাইবি নির্ব্বাণ,
ফেলে ছার ধনুর্ব্বাণ, তাঁর লও রে শরণ॥

অর্জ্জুন। (স্বগতঃ) উঃ, আর সহ্য হয় না, মার্জ্জারের আস্ফালন ক্রমেই কষ্টকর হ'য়ে উঠ্‌লো। (প্রকাশ্যে) প্রবীর! তুই কি কৃষ্ণকে বেঁধে এই অহঙ্কার ক'র্‌ছিস না কি? ওরে মূর্খ! ও ধন কি কারো বাঁধা থাকেন? যদি থাক্‌তেন, তা হ'লে আজ কি উনি অর্জ্জুনের প্রেম-বন্ধন ছিন্ন ক'রে তোর নিকট বাঁধা থাক্‌তেন? যাই হোক্ প্রবীর, আজ কৃষ্ণকে সাক্ষী ক'রে আমি তোকে ব'ল্‌ছি, যদি আমার কৃষ্ণপদে মতি থাকে, তা হ'লে এই দিব্য শরসন্ধানে এই যুদ্ধেই তোর প্রাণবিনাশ ক'র্‌বো—ক'র্‌বো—ক'র্‌বো।

প্রবীর। তবে আমারও এই প্রতিজ্ঞা যে, আমি যদি ঐ কমলা-কান্তের ভক্ত হই এবং ঐ শ্রীপদে যদি আমার বিন্দুমাত্র ভক্তি থাকে, তা হ'লে এই যুদ্ধে তোর ঐ শর অর্দ্ধপথে আস্তে না আস্তে ছেদ ক'র্‌বো—ক'র্‌বো—ক'র্‌বো।

অর্জ্জুন। বেস, তাই দেখা যাক্।

(উভয়ের যুদ্ধ, প্রবীরকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের বাণচ্ছেদন, অর্জ্জুনকে সংহার জন্য প্রবীরের পুনঃ বাণ গ্রহণ)

কৃষ্ণ। (স্বগত) হায়! হায়! কি করি? ঐ যে অর্জ্জুনের শর অর্দ্ধপথে আস্‌তে না আস্‌তে প্রবীরের তীব্রশরে ছিন্ন হ'য়ে গেল। তার পরেই যে আবার প্রবীর অর্জ্জুনকে সংহার ক'র্‌বার জন্য পুনঃ শর যোজনা ক'রেছে। ঐ বাণ সখার বক্ষে পতিত হ'লে, তার প্রাণরক্ষার উপায় কি হবে? অর্জ্জুন! সখে! সখে! তুমি আমার প্রাণ, কৃষ্ণার্জ্জুন একাত্মা, ভয় কি ভাই, আমি নিজ গাত্রে ঐ শস্ত্র ধারণ ক'র্‌বো। এই দেখ, আমি তোমার নিকটেই আছি।

(সহসা মায়াকৃষ্ণের আবির্ভাব ও অর্জ্জুনের সম্মুখে অবস্থান)।

প্রবীর। (অস্ত্র ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া) এই তোমার যুদ্ধ থাক। কেশব। এই বুঝি তোমার বাক্যরক্ষা করা? ভক্তের বাঞ্ছা-পূর্ণের জন্য এরূপে আমাকে অপমানিত করা কি তোমার উচিত হ'লো? কেন এরূপ কপটতার প্রয়োজন কি ছিল হরি! আমি তো তোমাকে ব'লেছিলাম যে তুমি যতই বল, তুমি কিছুতেই এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন ক'র্‌তে পার্‌বে না। যাক্, আর আমার তোমার সঙ্গে কোন বাদানুবাদ নাই। কিন্তু দয়াময় হে, মনে এই বড় দুঃখ রৈল

যে, এতদিন কৃষ্ণপ্রেম-পথের পথিক হ'য়ে কৃষ্ণ যে কি অমূল্য ধন তা বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। আমি যদি তখন জান্‌তেম, হরি যে, তোমাকে বেঁধে রাখ্‌লেও তুমি বাঁধা থাক না, তা হ'লে কখনই আমি তোমাকে এইরূপ ক'রে বন্ধন ক'রতেম না। এস, এখন মোচন ক'রে দি। (বন্ধন মোচন)। হা কপট, হা নিঠুর, হা নির্ম্মম, এতেই তোমায় ভক্তবৎসল নাম?

কৃষ্ণ। কেন ভক্ত, মিথ্যা আমার নিন্দা ক'র্‌ছ? আমি কি ভক্ত-সঙ্গ বিনা ক্ষণকাল থাক্‌তে পারি? কায়ায় ছায়ায় যে নিত্য সম্বন্ধ; ভক্ত যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধন; প্রেমিক আমায় কোন সূত্রে বন্ধন ক'র্‌তে পারে না ব'লে, আমায় বাঁধ্‌বার জন্য এই এক অভিনব ভক্তিসূত্র আবিষ্কার ক'রেছে। ভক্তরে, তার কি গুণ আমি জানি নাই, কেবল সেই সূত্রেই বাঁধা পড়ি। সেই সূত্রের এমনি আকর্ষণী শক্তি যে আমার হৃদয় হ'তে সকল স্নেহরাশি কেড়ে লয়। আবার সেই স্নেহরাশি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হ'য়ে আমার হৃদয়কে আরও স্নেহশীল ক'রে তুলে। সেই জন্য আমি অন্যের দুঃখ দেখা অপেক্ষা আমার ভক্তের দুঃখই অধিক দেখে থাকি; তাকি বৎস, জান নাই?

প্রবীর। ওটী তোমার সম্পূর্ণই শঠতা। দয়াময়! যদি দাসের প্রতিই তোমার এতদূর অনুগ্রহ; তা হ'লে এই অধমের প্রতি নিগ্রহ কেন? হরি হে, সংসার-মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে কার প্রেমলালসায় এই সমরমরীচিকায় এসে উপস্থিত হ'লেম। প্রভো! কোথায় আজ শীতল পদের ছায়া পাব, তা না হ'য়ে কোপাগ্নিতে প্রাণ জর্জ্জরিত হ'য়ে গেল।

কৃষ্ণ। প্রবীর! এটি তোমারি সম্পূর্ণ ভ্রম। ভক্ত আমার সবই সমান। আমি কি তোমার দেহে নাই? একবার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত কর দেখি। দেখ্‌রে, দেখ্‌রে, আমি তোর সেই প্রাণসখা কৃষ্ণ কি না?

(প্রবীরের পশ্চাতে মায়াকৃষ্ণদ্বয়ের আবির্ভাব)

প্রবীর। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) হাঁ, হাঁ, দয়ালু! তুমিই তো বট; তুমিই তো আমার প্রাণ মন চুরি ক'রে এতক্ষণ পালিয়েছিলে! এস, প্রাণের ধন, এস জীবন কানাই, এস আমার হৃদয়ে এস। (বক্ষে ধারণোদ্যত)।

প্রবীরবক্ষে শরনিক্ষেপের জন্য কৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের প্রতি সঙ্কেত ও অর্জ্জুনের শরত্যাগ)।

অর্জ্জুন। দুরাত্মন্! এইবার আত্মরক্ষা কর।

(সহসা মায়াকৃষ্ণদ্বয়ের অন্তর্দ্ধান)

প্রবীর। কে রে, কেরে, আমার শিরে বজ্রনিক্ষেপ ক'র্‌লি? ওরে নির্দ্দয়। একবার কালশশীকে চোখের দেখাও দেখ্‌তে দিলি না? অর্জ্জুন! এই কি তোর উচিত হ'লো ভাই! ওরে, তুই বীর, ন্যায়পরায়ণ হ'য়ে এরূপ বিশ্বাসহন্তা হ'লি? জগতে এ অপেক্ষা বীর-নামের নিন্দা কি আছে ভাই! অর্জ্জুন রে! এত দিনের পর কি এই তোর শিক্ষার ফল হ'লো? হাঁরে গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বধ ক'রেও তোর বিন্দুমাত্র জ্ঞান হ'লো না? অধর্ম্মে কি তোর ভয় নাই? উঃ, কি বিষম যন্ত্রণা! ওমা, প্রাণ যে যায় মা! মাগো, এত দিনে তোর সকল বাসনা, সকল আশা ভরসা

জন্মের মত ফুরাল। মা! আর মা, তোর কাছে আমায় যেতে হবে না। আর মা, মা ব'লে তোকে ডাক্‌তে পাবো না! পিতঃ! মনে এই বড় দুঃখ রৈল যে, এ অন্তিমকালে আপনার চরণযুগল দেখ্‌তে পেলেম না। বাবা, আমার মনের সাধ মনেই রৈল। আপনার আশা ভরসা সবই শেষ হ'ল। অর্জ্জুন রে, ভাই রে, আমার এই শেষদশায় তোর নিকট একটী নিবেদন যে, আমার বৃদ্ধ পিতাকে তোরা আর কোন কষ্ট দিস্‌ নে, শত্রুভাবে ঘৃণা বা বন্দী ক'রিস্‌ নে? আমি তো জন্মের মত চ'ল্লেম; ভব-খেলা আমার সাঙ্গ হ'য়েছে। ক্রমে রসনা নীরস হ'য়ে আস্‌ছে! কণ্ঠতালু শুষ্ক হ'য়ে এলো। ভবনাথ! দীননাথ! পাণ্ডবনাথ! দাসের এবার ভব-ব্যথা ঘুচাও। মনের আঁধার ঘুচাও! উঃ, কি বিষম বাণ! বুক ফেটে গেল! চারি দিক অন্ধকার দেখ্‌ছি! হরি, দীনবন্ধো! জল, বড় তৃষ্ণা! হরিবোল, হরি—বোল, হ—রি—বো—

(পতন ও মৃত্যু)।

অর্জ্জুন। নারায়ণ, নারায়ণ,
শূন্য প্রাণ, আকাশ, ভুবন,
জল, স্থল, গহন কানন,
একি প্রাণে দিলে মর্ম্মব্যথা?
কি শেল হানিনু, কি বিষ খাইনু,
হরি, বধি এ কুমারে।
এ সংসারে
রহিল এ অখ্যাতি-ঘোষণা।
বিনা যুদ্ধে বধিলাম তারে,

অহো !
হৃদয় বিদরে,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলি বীর ত্যজিল জীবন !
‘জল, জল’ বলি বাহিরিলা প্রাণ !
আরে রে নির্ম্মম আমি কঠিন পাষাণ !
না বুঝিনু শিশুর যাতনা !
শিশু প্রতি হ’ল না হে দয়া ?
আমার কি মানব হৃদয় ?
রাক্ষস পিশাচ হৃদি
নাহি করুণার লেশ।
হৃষিকেশ !
বিদায় চরণে, অন্তিম সময় মোর।
ভাইরে প্রবীর,
সঙ্গে নে রে ভাই,
দেখি তোর মর্ম্মের বেদনা ! (মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) অকলঙ্ক কৃষ্ণনামে রটিল কলঙ্ক,
হইল অখ্যাতি বিশ্ব যুড়ি।
আর ভবে কৃষ্ণ নাম কেহ না করিবে।
সাধুবর্গে লইতে গোলোকে
মম মহতী বাসনা।
সম্মুখে দারুণ পাপমূর্ত্তি কলি
আছে বাহু প্রসারিয়া, গ্রাসিতে জগৎ।
তেঁই ভক্তবাঞ্ছা করিব পূরণ
এ সময়।

মম দ্বাপরিক লীলা,
এ ভারতে ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন।
(প্রকাশ্যে) উঠ সখে অর্জ্জুন সুজন,
আত্মহারা তোমাতে সম্ভবে ?
ত্যজ ভাই মনের উদ্বেগ।

অর্জ্জুন। কৃপাসিন্ধো !
ভগ্ন প্রাণে কিবা প্রয়োজন ?
ক্ষান্ত দিতে চাই প্রাণে,
চক্ষুজল বাহিরিয়া পড়ে দুঃখচিহ্ন।
অহো ! কি দারুণ শিশু-হত্যা করা !
কহ সখে !
কিরূপে ঘুচাই এই জ্বালা ?

কৃষ্ণ। দাও সখে !
যত জ্বালা আছে, দাও মোর হৃদে।
সহ্য করিব সকল, ফেলিব না নেত্র-বারি।

অর্জ্জুন। দিয়াছি তোমায় সখে,
জীবন যৌবন,
দুঃখরাশি মনের বেদন,
আজিও দিলাম সব।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,
সর্ব্ব কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণ মাধব।
কহ সখে !
কি ক'রেছ ভক্তের উপায় ?

কৃষ্ণ নিত্য-ধামে পাঠাব ভক্তেরে।

আয় রে, আয় রে, প্রাণসখা মম,
নিত্যধামস্থিত দ্বাদশ রাখাল।

সহসা রাখালগণের আবির্ভাব।

গীত।

পাহাড়িয়া খাম্বাজ—লোফা।

বিনোদবিহারি শ্যাম বনয়ারি, এই ত এলাম ভাই।
চরণে—প্রণাম, দেরে দে পদধূলি প্রাণ কানাই॥
বহুদিন হ'ল, ও মুখকমল,
না হেরি হে সখা ছিলাম ব্যাকুল,
মরি রে, আহা রে, কেন ও চাঁদ-বয়ানে সে ভাতি নাই॥

জনৈক রাখাল।

সে মধুর বেশ, সে চাঁচর-কেশ, কৈ সে পরা পীতধড়া।

জনৈক রাখাল।

চরণে চরণ, মুরলীবদন, কৈ সে মোহনচূড়া॥

জনৈক রাখাল।

বল ভাই বল, করেতে কে দিল,বাঁশী কাড়ি কঠিন বেত্র।

জনৈক রাখাল।

কি মায়াবন্ধন, জানে সে অধম, জ্ঞান নাহি কিছু মাত্র॥

কৃষ্ণ।

শুন রাখাল ভাই,দোষ কারো নাই,কেন দোষরে অপরে।
বাঁধা নাহি দিলে,কে বাঁধিতে পারে, আমারে এ সংসারে॥

জনৈক রাখাল।

যাই বল ভাই, তোরে রে কানাই, ও বেশ সাজে না ভাল॥

জনৈক রাখাল।

ধর ধর ধর, পর পর পর, কটীতে ধড়া ভুবন-আলো।

জনৈক রাখাল।

করে লও বাঁশী, ওরে কালশশি, ধর নধর অধরে।

জনৈক রাখাল।

পর বনমালা, কর জপমালা রসময়ী শ্রীরাধারে॥

জনৈক রাখাল।

পুলিনবিহারি, আয়রে আয়রে, পরিয়ে দিই শিরে চূড়া।

জনৈক রাখাল।

মুচকি হাসিয়ে, পদে পদ দিয়ে, বিলাও প্রেম-পসরা॥

রাখালগণ।

আমরা সবে মিলি, দিই করতালি, তালে তালে পা ফেলেরে,
পায়ে ধরি ভাই, চলরে কানাই, এখানে কাজ নাইরে।

কৃষ্ণ।

আর না থাকিব, যাব যাব যাব, দিনকতক বাদে ভাই।
প্রাণের ভকতে, আজি ল'য়ে যেতে, তোদের ডাকিনু তাই॥

রাখালগণ।

কৈ সেই সখা, দেখা দেখা দেখা, যে করিবে গোলোক আলো।

কৃষ্ণ।

ভাই রাখালগণ, এই যে সে ধন, লওরে যতনে তোল॥

জনৈক রাখাল।

উঠ সখা ভাই, আমরা কানাই-ভাই,
ল'তে এসেছি তোমারে।
হরি হরি বলি, নাচ বাহু তুলি,
হরি বলার ফল দেখ রে ॥
যাইরে, গোলোকে, হরিনামের আর তুল্য নাই ॥

সহসা প্রবীরের দিব্যমূর্ত্তি গ্রহণ, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের অন্তর্দ্ধান)।

কৃষ্ণ। যাও রে প্রবীর ভাই,
নিত্যধাম মোর কর গিয়ে আলো।
এস সখে, শিবিরমাঝারে।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। সখে! সখে!
কিবা ভয়ঙ্করী লীলা!

[সকলের প্রস্থান।

ঐক্যতান বাদন।

ক্রোড়-অঙ্ক।

গঙ্গাতীরস্থ শ্মশান।

উন্মাদিনীবেশে জনার প্রবেশ।

জনা। শুনিনু শ্মশানক্ষেত্রে
আছে না কি প্রিয় পুত্র মোর।
কই মোর বংশের দুলাল!
কোথারে নয়নানন্দ, স্নেহের পুত্তলি!
কৈ রে প্রবীর-রতন মম!
নীরব! নীরব! মরি নীরব সকলে!!
সবে শান্তি কোলে ঘুমাইয়া রয়,
পুত্রশোকানলে জলে জনার হৃদয়।
জলে প্রতিহিংসানল চতুর্দ্দিকে।
তনয় রতনে মোর,
চোর করিয়াছে চুরি,
ইচ্ছা করে বুকে মারি ছুরি,
বিষপানে ঘুচাই জীবন-জ্বালা!
না, না, অর্জ্জুন জীবিত!
পুত্রহন্তা এখনো জীবিত!
জনার বক্ষের ধন করিয়া হরণ,
এখনো সে ভবধামে করে বিচরণ?
প্রবীর রে—মা-মা ব'লে সকালে বিকালে
কে আর ডাকিবে এই অভাগী জনায়?

পুত্র হ'য়ে দিলি মোর হৃদে ব্যথা,
অহো—এই কি রে সন্তানের কাজ ?
পুত্র নোস্ তুই, তা হ'লে কি কাঁদাতিস্ মোরে ?
না, না, কাঁদিব না আমি,
চক্ষে জল ফেলিব না আর ;
পুত্র মোর পরম-ধার্ম্মিক,
পালিলা জাতির ধর্ম্ম,
করে নাই শত্রুভয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন।
উঃ, পাষাণী আমি, নিষ্ঠুর পাষাণী !
গেছে পুত্র জনমের লাগি,
কাঁদিয়াছে কত বাছা মা মা ব'লে রণমাঝে !
ছাতি ফেটে গেছে বাণের পীড়নে !
পেয়েছিল বাছা মোর কত যে বেদনা,
সে জানে, জানেন আর অন্তর্য্যামী যিনি।
কিম্বা আর কাঁদিব না, ক্ষত্রিয়-ললনা আমি !
ধন্য সেই পুত্র, ধন্য এই জনার উদর !
সত্য কি ম'রেছে আমার প্রবীর ?
আর কি পাব না দেখা তার ?
ধূ ধূ ক'রে জ্বলে জনার হৃদয় !
পুড়ে হ'ল ছাই, শান্তি নাহি পাই,
হাহাকারে কাঁদি ;
দেখি যদি পারি,
অর্জ্জুনের শোণিত-সাগরে,
পুত্রশোকানল করিতে নির্ব্বাণ

যাই, যাই, বড় জ্বালা,
যায় জনা অর্জ্জুনে নাশিতে।

বেগে স্বাহার প্রবেশ।

স্বাহা। মা, মা! কোথা যাবি ফেলে?
অকূল-পাথারে দুখিনী বালারে।
মা—মা, মা বিনা জানি না যে কারে।
অফুটন্ত কিশোর বয়সে,
তোর স্নেহের সরসে,
নিরন্তর নব সুখ কত যে পেয়েছি মা,
ওমা, ওমা, কেমনে তা যাব ভুলে!

জনা। ভুলে যা মা, জনার সে কথা,
ভুলে যা মা, স্নেহের সে সুখ,
ভুলে যা মা, সংসার-বিলাস।
ভুলিয়াছে সব জনার হৃদয়।

স্বাহা। ওকি কথা মাগো,
শুনে প্রাণ বাহিরায়,
হেরি শূন্যময় নিখিল সংসার।
চল ফিরে ঘরে যাই।
(স্বগত) ভ্রাতৃধনে হারায়েছি যবে,
তবে শূন্য প্রাণে কিবা প্রয়োজন?

জনা। ঘরে ফিরে যাব?
ধিক্ তবে জনার সে নামে!
পুত্রহন্তা অর্জ্জুন জীবিত!

আর আমি জনা বীরাঙ্গনা
ঘরে ফিরে যাব ?

স্বাহা। দেখনা মা চেয়ে,
ঐ দেখ বৌ হ'য়েছে পাগল,
কি হবে মা, কি হবে মা !

জনা। হায় ! পতিহীনা মদনমঞ্জরী !
হায় অভাগিনি,
এতদিনে এ জগতে ভিখারিণী তুই !
অর্জ্জুনের প্রতিহিংসা তাই হৃদে জাগে,
জনার হৃদয়বেগ বিষম অনল।

উন্মাদিনীবেশে মদনমঞ্জরীর প্রবেশ।

মদনমঞ্জরী। মা—মা—
এখানে দেখেছ কিগো তোমার কুমারে ?
কৈ মা, কৈ মা তিনি,
জীবনের মণি অভাগিনী-শিরোমণি !
ছিঃ, ছিঃ, তুলে ফেলি মাথার সিঁদুর !
খুলে নে রে আয়তি নিশান লোহা !
বিধবার অঙ্গে কেন অলঙ্কার ?
আরে কেশ,
সাজে কি রে তোর সুচিকণ বাঁধুনি এমন ?
আর না বাঁধিব তোরে,
আর না সুগন্ধি তৈলে
সুবাসিত করিব তোমায়।

অভাগিনী পতিহীনা বিরহিনী নারী
মদনমুঞ্জরী, এ জগতে ভিখারিণী এবে,
'ওগো, ভিক্ষা দাও' বলি দাঁড়াব দুয়ারে।
ছিঃ, ছিঃ, কত মতে ধূলা
গায়ে দিবে পল্লীবালদলে।
বেস্ বেস্, অ্যাঁ! বিবাহ কি হয় নাই মোর?
(শ্মশানস্থ শুষ্ক ফুলের প্রতি)
ফুল, ফুল, সত্য কি লো তোমরা কুমারী?
সত্য কি লো মদনমুঞ্জরী
তাই তোমাদের দাসী! (হাস্য)
তাইতো, তাইতো, বিবাহ তো হয় নাই মোর!
ফুলের বিবাহে
একদিন দেখেছিনু ফুলের বাসর!
সে ফুল, সে ফুল মোর,
কে ছিঁড়িল রে?
না, না, মদনমুঞ্জরি! তোর ভেঙ্গেছে কপাল।
এ জগতে পতিহীনা তুই!
এ ভারতে বিধবার বিষম দুর্গতি!
কোন্ কালে বিধবার না হয় যন্ত্রণা?
রত্নহীনের কে করে আদর?
কিসের গৌরব তার,
যার নাই হৃদয়ের ধন!
সত্য কি বিধবা আমি?
পতি গেছে মোর?

পতি! পতি!
দাঁড়াও, দাঁড়াও, অন্ধকারে আমি,
স্বর্গদ্বার মুক্ত কর, চক্ষে দাও আলো,
স্বর্গে আছ তুমি,
পদদাসী আমি নরকের কূপে।
ঐ—ঐ—ডাকে স্বামী মোর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে,
অনুমৃতা হব. পতি-কাছে যাব,
যাব, যাব, ধর নাথ!
ধর তব প্রিয়তমা নারী। (বেগে প্রস্থান)।

জনা। সত্য কিরে পুত্রবধূ উন্মাদিনী আজ,
সত্য কি রে মাহেশ্মতীপুরী ভীষণ শ্মশান!
সত্য কি রে দ্বারে দ্বারে অশান্তির রোল!
সত্য কি রে শোকাতুরা জনা অশ্রু ফেলে!
সত্য কি রে আমার প্রবীর নাই?
জ্বলে জনা অন্তরে অন্তরে!
প্রতিহিংসা-বহ্নি জ্বলে হৃদে ততোধিক!
ঘরে যা মা স্বাহা, যাব নাই আমি,
কেমনে যাব মা ঘরে পুত্রে দিয়ে জলাঞ্জলি?
জনার হৃদয় পুড়ে পুড়ে ছাই হয়!
কোথায় অর্জ্জুন, দুর্ম্মতি পামর,
যায় জনা অর্জ্জুনে নাশিতে! (বেগে প্রস্থান)।

স্বাহা। কি করি, কোথায় যাই,
এ শ্মশানে থাকিয়া কি ফল!
গৃহে যাব তাও তো শ্মশান!

যাই—যাই—কোথা গেল ভ্রাতৃবধূ মম !
মা আমার কোথায় লুকাল !
পিতা আছে পাগলের প্রায় !
এ বয়সে স্বাহা সবে কত শোক-জ্বালা ?
মা—মা—কেমনে মা তোরে যাব ভুলে,
দাদা—দাদা—কোথা গেলে তুমি ? (বেগে প্রস্থান)।

উন্মত্তভাবে বেগে নীলধ্বজের প্রবেশ।

নীলধ্বজ। গেল রাজ্য, গেল মান, গেল পুত্র-ধন,
গেল নারী সতী সাধ্বী জনা বীরাঙ্গনা,
গেল পুত্র-বধূ সতী মদনমুঞ্জরী,
শোকের তিমিরে ধীরে ধীরে গ্রাসে বিশ্ব !
এই তো শ্মশান-ক্ষেত্র,
বিরহীর শান্তিপ্রদ স্থান।
ধূ ধূ ক'রে জ্বলে শবরাশি !
আছে পড়ি অস্থি, নরশির, বিবিধ কঙ্কাল,
যেন রে শ্মশান হায় প'রেছে ভূষণ !
প্রেতভূমে !
আজ আমি এসেছি তোমার কাছে,
দেখাইয়া দাও বারেকের তরে,
কোথা আছে মোর প্রবীর-রতন ?
নাই—নাই—প্রতিধ্বনি করে 'নাই, নাই, নাই' !
বুঝেছি সংসারধাম মায়ার কল্পনা,
মিছা এর সুখ দুঃখ শুভাশুভ যত।

কর্ম্মক্ষেত্র ভবভূমি রঙ্গভূমি সম,
নর নারী নট নটী সম করে অভিনয়।
হে মধুসূদন!
দাও শাস্তি, তব লিপি যা আছে আমার ভালে।
আর দুঃখ নাই, এই ভিক্ষা চাই,
যে ক'দিন রহিব ভুবনে
কামিনী-কাঞ্চনে যেন না হয় লালসা।
গেছে পুত্র, যাক ম'রে,
এ সংসারে পুত্রে দিতে নাহি পারে
পরকালসুখ!
পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ বিলাস-খেলনা!
রাজ্যে নাহি প্রয়োজন, নাহি চাহি ধন, জন।
আরে রে কাঞ্চন! রাজ-পরিচ্ছদ!
মম দেহ হ'তে হও দূর আজ।
সাজে কি রে মম দেহ তোরে। (ভূষণাদি ত্যাগ)
তরুর বল্কল রাজ পরিধেয়,
বৃক্ষতল সৌধ অট্টালিকা,
বৃক্ষশাখা রাজছত্র,
মলয়পবন তালবৃন্ত,
সরসীর জল সুস্নিগ্ধ পানীয়,
আজি হ'তে হবে মোর।
হাঃ হাঃ! (হাস্য)
ভবনদীকূলে অই আছেন শ্রীহরি,
কর্ণধাররূপে!

যাব, যাব—ভুলিয়াছি এবে
পত্নী-পুত্র-শোক-জ্বালা! (বেগে প্রস্থান)।

যোগিনীবেশে পুনঃ জনার প্রবেশ।

জনা। যোগ প্রাণ, যোগ ধ্যান, যোগিনী জনার,
জাহ্নবী-চরণযুগ্মে সংযোগি জীবন
লভিব নির্ব্বাণ আজ।
গঙ্গে, গঙ্গে, গঙ্গে!
কোথা মাগো, কল-নিনাদিনি
শান্তিময়ি শিবে!
মাগো বড় জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে!
পতি কাছে হ'লেম লাঞ্ছিত,
পরিশেষে লইলাম ভ্রাতার শরণ,
করিলেন দুঃখিনীরে তিনিও বর্জ্জন।
মাগো, বড় জ্বালা—
দে মা, কোলে স্থান অন্তকালে মোর।
গঙ্গে, গঙ্গে! (গঙ্গাজলে লম্ফ প্রদান)।

সহসা গঙ্গার আবির্ভাব।

গঙ্গা। আয় মা, আয় মা কোলে,
মার কোল সদা শান্তিময়;
আমি তোর মা জাহ্নবী এসেছি লইতে তোরে।
আয় জনা সাধের তনয়া,
আয় মাগো, আয় মার কোলে

অর্জ্জুন রে!
বড় জ্বালা জ্বলিছে অন্তরে!
পুত্রধনে মোরে করিলি বঞ্চিত?
পুত্রশোকে জনা কন্যা ত্যজিল পরাণ!
অর্জ্জুন রে! কি আর বলিব তোরে,
কিবা অভিশাপ দিব আর আমি;
যে জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে আমার,
সেই মত তীব্র জ্বালা পাবি হৃদে তুই।
মণিপুর-রণে—
নিজ পুত্র বভ্রুবাহনের করে,
হইবি নিহত!
এই অভিশাপ দিনু তোরে আমি।
আয় গো ভৈরবীগণ,
ল'য়ে চল্ কন্যারে আমার
কৈলাস-শিখরে,
দেখা বিশ্বমাঝে—
গঙ্গানাম মুক্তির আধার!

ভৈরবীগণের আবির্ভাব।

গীত।

এম্নি ঝিঁঝিট—একতালা।

গঙ্গে তোরে আজ কাঁদাব।
(তোর) রাঙ্গা চরণ ল'য়ে দূর ক'রে তাড়ায়ে দোব॥

যে ধন আছে চরণধূলা, ভিখারী যাঁর সদাশিব,—
(আমরা) নয়নজলে ভক্তি ঢেলে, সে ধন তোর কেড়ে লব ॥
ভিখারীর নারী ব'লে মা, কৃপা দিতে এত ভাব,
কার ধন মা কারে দিবি, ধন ব'ল্‌তে তো তোর ভক্ত সব ॥
উঠ্ গো জনা প্রাণের সখি আঁর কেন বল হেথায় রব,
(আজ) মায়েয় নামে ডঙ্কা দিয়ে, শমন-শঙ্কা ঘুচাইব ॥
কিছু তোরে ব'লিনে ব'লে মা,
তোর বুকের পাটার বড় গরব,
(আজ) গঙ্গা ব'লে আমরা মেয়ে, তোর মনের গর্ব্ব টুটাইব ॥
মুক্তি দিতে পার ব'লে মা, খাতির করি আমরা সব,
(তুই) মুক্তি লয়ে থাক্‌গে যা মা, (আমরা)—
ল'য়ে চল্‌লেম তোর নামের রব ॥

(জনার দিব্যমূর্ত্তি গ্রহণ এবং গঙ্গা ব্যতীত সকলের অন্তর্দ্ধান)

গঙ্গা। চক্ষুবারি নিবারিতে নারি,
জনা সতী ত্যজে ধরাপুরী,
দ্বাপরেতে ভক্তলীলার হ'ল অবসান! (অন্তর্দ্ধান)।

নীলধ্বজ, অগ্নি, বয়স্য, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। মহারাজ! আমিই সেই আপনার নিষ্ঠুর পুত্রহন্তা; আমি চণ্ডালের অপেক্ষা ঘৃণিত কার্য্য ক'রেছি, এক্ষণে আমায় ক্ষমা করুন। এখন গত বিষয়ের অনুশোচনা না ক'রে আমার সহিত সখ্য স্থাপন করুন।

নীলধ্বজ। তুমিই সেই পাণ্ডবকুল-ধুরন্ধর কৃষ্ণাত্মা অর্জ্জুন? এস ভাই এস; এস, সখে এস; এই পুত্রশোকাগ্নি দগ্ধ পাপদেহে

তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে জীবনের শৈত্য সম্পাদন করি এস। (আলিঙ্গন)।

কৃষ্ণ। সখে! আজ তোমায় যে কষ্ট দিয়েছি, তা আমি নিজের মুখে ব'লতেও কুণ্ঠিত হ'চ্চি। এমন কি, সেই ভীষণ ঘটনা স্মরণ ক'র্‌লেও সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হ'তে থাকে। এখন এস সখে! একবার উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন ক'রে, জগতের যাবতীয় শোকজ্বালা বিদূরিত করি, এস! (আলিঙ্গন)।

বয়স্য। (স্বগত) বাবা, আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না; ওর নাম শুনেছিলাম বাঁকা, আজ বাঁকার মনের ভাব যে এত সরল, তা তো জান্‌তেম না। তা হ'লে রসগোল্লার খাতিরে প'ড়ে, যার এমন পাবে পাবে রস, তাকে কি ভুল্‌তে পারি? এখন জান্‌লেম হরি, তুমি ময়রার দোকান, তোমার কাছে সবই আছে। (প্রকাশ্যে অগ্নির প্রতি) দেব্‌তা, বলি শোন, এখন বল দেখি, কুমার আমাদের ক্ষীরের ডেলা কি না? (কৃষ্ণের প্রতি) করুণানিদান কৃষ্ণ হে! আমি বয়স্য—কেবল খাবারের মার্‌প্যাঁচে তোমার চিড়িয়াখানা মাৎ ক'র্‌ছিলেম বাবা। পার কর হরি, নৈলে আমি তোমার পা ছাড়্‌বো না। (পদতলে পতন)।

কৃষ্ণ। রসিক বয়স্য! ক্ষান্ত হও। তোমার মনোবাসনা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (নীলধ্বজের প্রতি) সখে! এখন বল, তোমার মনোবাসনা কি? আমি তোমায় মনোবেদনা দিয়ে, আপন মনেই লজ্জিত আছি। আজ তোমার

নীলধ্বজ। বাসুদেব, এমন শত শত পুত্রহত্যা ও আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু চক্ষের সম্মুখে হ'লেও যদি ঐ সনাতন শান্তমূর্ত্তির দর্শন পাই, তা হ'লে সে সকল অতি তুচ্ছ ব'লে জ্ঞান করি। না কৃষ্ণ, আর পুত্র কি? আপনায় পেয়েছি, আর সংসার কি? সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়! সুখ ঐশ্বর্য্য সকলই আপনার শ্রীপদে সমর্পণ ক'র্‌লাম। এখন আর অন্য বাসনা নাই; কেবল এ অধমের একান্ত বাসনা এই যে, ঐ মুক্তিনিকেতন জীবের গতি, যোগী ও ঋষিদের সারধন, ঐ যুগলচরণে অচলা ভক্তি থাকে; যেন এই হতভাগ্য ঐ চরণ-তরি আশ্রয় ক'রে, অন্তিমকালে দুস্তর ভবসিন্ধুতে নিষ্কৃতিলাভ ক'র্‌তে পারে। করুণানিদান! যদি আমার সকল বাসনা পূর্ণ কর্‌বার আপনার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তা হ'লে ব'ল্‌ব কি হরি! যাদের রূপে গুণে মুগ্ধ হ'য়ে, যাদিগে এই সংসারে অবলম্বন জ্ঞান ক'রে এবং যাদের মুখাপেক্ষী হ'য়ে এতদিন জীবন-ধারণ ক'রে সংসারমধ্যে অবস্থান ক'র্‌ছিলাম, সেই বাৎসল্য প্রতিমূর্ত্তি, স্নেহের জলন্ত আদর্শছবি, স্নেহ-ভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন, প্রাণাধিক প্রবীর,—সেই সারল্যের মধুময়ী প্রতিমা, সদ্‌গুণালঙ্কৃতা, লজ্জাবতী, সুশীলা, পতিপরায়ণা পুত্রবধূ মদনমঞ্জরী,—আর সেই জাতীয়-গৌরব-রক্ষাকারিণী, তেজস্বিনী, পতিপ্রাণা, পবিত্রহৃদয়া, বুদ্ধিমতী, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী জনা, তারা সকলে এখন কোথায়, জগন্নাথ! এক-বার নয়নভ'রে সেই ললিত মাধুরী, মায়াকুসুমের মধুর সৌরভ-স্বরূপ, আমার সেই সকল আত্মীয়স্বজনকে দেখ্‌বো; তাদের মৃত্যুকালে তাদিগে আমি দেখি নাই, একবার

তাদিগে চোখের দেখা দেখ্‌বো। আপনি আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন।

কৃষ্ণ। ভক্ত রে, আমি ভক্তের জন্য সব ক'র্‌তে পারি; আজ আমি তোমায় আমার ভক্তের মর্য্যাদা দেখাব। তোমার পুত্র, পুত্রবধূ, পত্নী, সকলেই আমার প্রীতির ভাজন। ঐ দেখ বৎস, ঐ দেখ চক্ষু মিলে একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত কর। ঐ দেখ, আমার ভক্তগণ কেমন আনন্দময় স্থানে উপবিষ্ট আছে! আমার নিকট ভক্তের কিরূপ সম্মান দেখ!

পটপরিবর্ত্তন।

নিত্যধাম।

যুগলমিলনমূর্ত্তি।

এক পার্শ্বে প্রবীর, অন্য পার্শ্বে মদনমুঞ্জরী।

নিম্নদেশে কৈলাসপর্ব্বত।

বিল্বতলে হরগৌরী, গঙ্গা ও পাদদেশে জনা উপবিষ্টা।

নীলধ্বজ। আহা কি মোহিনীমূর্ত্তি! নিত্যধাম গোলোকের কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। সরোজাসনে হিরণ্ময়-বপু, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কিরীটশোভী, কেয়ূরবান্, নারায়ণ অবস্থিত! বামে স্বর্ণা-লঙ্কারে ভূষিতা ক্ষীরোদকুমারী মা আমার সুখহিল্লোলে হেলে দুলে খেল্‌ছেন। কি মধুর দর্শন! এ কি! আমার প্রাণাধিক প্রবীর ও মদনমুঞ্জরী সহাস্যবদনে বাঞ্ছাকল্প-তরুর দুই পার্শ্বে, তমালপাশে আলোক-লতার ন্যায়, মরি মরি কি অদ্ভুত অরূপ জ্যোতিঃ বিস্তার ক'র্‌ছে। আমার যুগলনয়ন

লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলরূপ দর্শনে বিমোহিত হ'লো। নিত্যধামের কি মহীয়সী বিমোহিনী শোভা!! একাধারে কত নূতন নূতন ভাবের সমাবেশ!! আবার নিম্নে সুরম্য কৈলাসশিখর বিরাজমান! আমরি তুষার ও বালারুণ-কিরণের সংযোগের ন্যায়, রজত ও কাঞ্চনের মিলনের ন্যায়, হরগৌরীর কি অপূর্ব্ব মিলন! দক্ষিণে শুভ্রবর্ণা সুজলা সুফলা পূততোয়া জাহ্নবী কলকল নাদে বিনিঃসৃতা হ'চ্ছেন। ঐ যে, ঐ যে সুরধুনী-নীরে ভাসমানা আমার প্রেমগরবিনী ওজস্বিনী সহধর্ম্মিণী জনা, বিস্ফুরিত স্বর্গীয় কুসুমরাজির ন্যায়, ভক্তি-সৌরভ বিতরণ ক'র্‌ছে। ঐ যে সেই হাস্যমুখী মিষ্টভাষিণী জনা। যাব, আমি যাব; দয়াময়, দয়া ক'রে আমাকে ওখানে ল'য়ে চলুন। আত্মীয়-স্বজন-বিরহজনিত ঘোর অন্তর্জ্বালায় আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে। আমি যাব—আমি যাব—আমায় ছেড়ে দিন!

(বেগে গমনোদ্যত ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত)।

কৃষ্ণ। মহারাজ। তুমি কি উন্মত্ত হ'লে? ওরা কোথায়, আর তুমি কোথায়?

নীলধ্বজ। জানি প্রভো! তা জানি, কিন্তু ওরা আমার এখনও হৃদয়ের অন্তস্থলে বিরাজ ক'র্‌ছে। আমার প্রাণকে পাগলের মত ক'রে তুলেছে।

কৃষ্ণ। (স্বগত) মায়ার চক্র, আর মায়ার প্রলোভন এইরূপই বটে; কিন্তু ভক্তকে আর মায়ায় আবদ্ধ রাখ্‌বো না। (প্রকাশ্যে) সখে! এস, আমায় স্পর্শ কর; এইবার দেখ, ঐ দেখ, নিত্যধামে ভক্ত রাখালগণের খেলা; আর ঐ দেখ, কৈলাসে ভৈরবীগণের নৃত্যগীত হ'চ্ছে; ঐ দিকে এখন

মনোনিবেশ ক'রে যোগাসনে উপবেশন কর, দিব্য আনন্দে প্রাণ আনন্দিত হবে।

বয়স্য। ও বাবা, আমি যে সব রসগোল্লা দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমায় দেখাও ঠাকুর!

কৃষ্ণ। এস বয়স্য, আমায় স্পর্শ কর। এখন এইখানে উপবেশন ক'রে, দিব্য রসপানে তোমার ক্ষুধার্ত্ত উদর শান্ত কর।

বয়স্য। (স্পর্শকরণ)।

নীলধ্বজ। আ মরি মরি, কি মাধুরী, প্রাণমন কোথায় যাচ্চে; হরি হরি। (যোগাসনে উপবেশন)।

বয়স্য। (অগ্নির প্রতি) এস দেবতা, সকলে মিলে বলি, 'হরিবোল, হরিবোল'; এস এইখানে উপবেশন ক'রে ধ্যান করি এস। (সকলের উপবেশন)।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নিত্যধামে রাখালগণ ও কৈলাসে ভৈরবীগণের পর্য্যায় ক্রমে আবির্ভাব।

গীত।

জয়জয়ন্তী মোল্লার—(কীর্ত্তন) একতালা।

১ম রাখাল।

ঐ দেখ্‌রে খেলা নিত্যধামে ওরে আমার অবোধ মন।

২য় রাখাল।

শ্যাম-বামে রাই মনোমোহিনী, রসতরঙ্গে ভাসে রঙ্গে
মেঘেতে বিজলী যেমন॥

১ম ভৈরবী।

রজত-জড়িত-কনক-আভা হরগৌরী সনে রে।

২য় ভৈরবী।

অচলোপরি তুষাররাশি মা গঙ্গার কি মাধুরী রে॥

৩য় রাখাল।

নাচে আমার কালাচাঁদ, বল হরিবোল।

৪র্থ রাখাল।

ঐ কাঁচা সোনা রাই হাসে, বল হরিবোল॥

৩য় ভৈরবী।

তোর স্বর শুনে ভাই ছুটে এলাম, বল হরিবোল।

৪র্থ ভৈরবী!

হরিহর একই কথা, বল হরিবোল।

রাখালগণ।

দেখ্, ভক্ত সনে কেমন খেলা,

ভৈরবীগণ।

আয় হরি বলি ভাই ধরি গলা,

সকলে।

হরির প্রেমের হাটে হরি বলি আয় করি খেলা,
আয় ধ্যানে দেখি, ঐ চরণ॥

যবনিকা পতন।

প্রবীর পতন

বা

জনা।

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

অভয়চরণ দাসের সঙ্গীত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৮১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ "পশুপতি প্রেস" হইতে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮।

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।